ক্রুসেড-২৭
ছোট বেগম
আসাদ বিন হাফিজ

ক্রুসেড - ২৭

ছোট বেগম

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩২১৭৫৮

www.crusadeseries.com

ক্রুসেড - ২৭

ছোট বেগম

[আবদুল ওয়াজেদ সালাফী অনূদিত আলতামাশ-এর
'দাস্তান ঈমান ফারুশোকী'র ছায়া অবলম্বনে রচিত]

প্রকাশক

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন, ৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩২১৭৫৮

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০০৫

প্রচ্ছদ : প্রীতি ডিজাইন সেন্টার

মুদ্রণ : প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস

মূল্যঃ ৫০.০০

CRUSADE-27

Chsoto Begum

[A heroic Adventure of the great Salahuddin]

by : Asad bin Hafiz

Published by : Pritee Prokashon

435 / ka Bara Moghbazar, Dhaka-1217

Phone : 8321758, Fax: 880-2-8321758

Published on: August 2005

PRICE : ৫০.00

ISBN 984-581-244-9

www.crusadeseries.com

রহস্য সিরিজ ক্রুসেড

ক্রুসেডের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। হাজার বছর ধরে চলছে এ ক্রুসেড। গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ক্রুসেডের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছিল। কেবল সশস্ত্র সংঘাত নয়, কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সে যুদ্ধ ছিল সর্বপ্লাবী।

ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চক্রান্তে মেতে উঠেছিল খৃস্টানরা। একে একে লোমহর্ষক অসংখ্য সংঘাত ও সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে বেছে নিয়েছিল ষড়যন্ত্রের পথ। মুসলিম দেশগুলোতে ছড়িয়ে দিয়েছিল গুপ্তচর বাহিনী। ছড়িয়ে দিয়েছিল মদ ও নেশার দ্রব্য। বেহায়াপনা আর চরিত্র হননের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল মুসলিম দেশগুলোর সর্বত্র। একদিকে সশস্ত্র লড়াই, অন্যদিকে কুটিল সাংস্কৃতিক হামলা– এ দু'য়ের মোকাবেলায় রুখে দাঁড়াল মুসলিম বীর শ্রেষ্ঠরা। তারা মোকাবেলা করল এমন সব অবিশ্বাস্য শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনার, মানুষের কল্পনাকেও যা হার মানায়।

আজ মুসলিম বিশ্বকে সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে আপনাকে জানতে হবে তার স্বরূপ। আর এ স্বরূপ জানতে হলে এ সিরিজের বইগুলো আপনাকে পড়তেই হবে

▼ গাজী সালাহউদ্দীনের দুঃসাহসিক অভিযান ▼ সালাহউদ্দীন আয়ুবীর কমাণ্ডো অভিযান ▼ সুবাক দুর্গে আক্রমণ ▼ ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ▼ ভয়াল রজনী ▼ আবারো সংঘাত ▼ দুর্গ পতন ▼ ফেরাউনের গুপ্তধন ▼ উপকূলে সংঘর্ষ ▼ সর্প কেল্লার খুনী ▼ চারদিকে চক্রান্ত ▼ গোপন বিদ্রোহী ▼ পাপের ফল ▼ তুমুল লড়াই ▼ উমরু দরবেশ ▼ টার্গেট ফিলিস্তিন ▼ গাদ্দার ▼ বিষাক্ত ছোবল ▼ খুনী চক্রের আস্তানায় ▼ পাল্টা ধাওয়া ▼ ধাপ্পাবাজ ▼ হেমসের যোদ্ধা ▼ ইহুদী কন্যা ▼ সামনে বৈরুত ▼ দুর্গম পাহাড় ▼ ভণ্ডপীর ▼ ছোট বেগম

এ সিরিজের পরবর্তী বই ক্রুসেড-২৮

রক্তস্রোত

www.crusadeseries.com

অপারেশন সিরিজ

বিশ্বব্যাপী চলছে ইসলামী পূনর্জাগরণ।
চলছে ইসলামবিরোধী শক্তির নির্যাতন
হত্যা-গুম-খুন-ষড়যন্ত্র।
মুক্ত বিশ্বের মানুষ তার অনেক খবরই জানতে পারছে।
কিন্তু চীনের অবস্থা?
ওখানে কি কোন মুক্তি আন্দোলন নেই?
চীনের মুসলমানদের ওপর কি কোন নির্যাতন চলছে না?

চলছে। কিন্তু সে খবর চীনের প্রাচীর ডিঙিয়ে
মুক্ত বিশ্বে আসতে পারছে না।
আর তাই দুনিয়ার মানুষ জানতে পারছে না
সেখানকার মুসলমানদের অবর্ণনীয় দুঃখ যন্ত্রণার কাহিনী।

তাওহীদুল ইসলাম বাবু
চীনের মুক্তিপাগল মানুষের
মরণপণ সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে লিখেছেন
এক নতুন রহস্য সিরিজ– 'অপারেশন'।

বেরিয়েছে অপারেশন সিরিজের বই

আতংকিত নানকিং ▼ সাংহাই সিটিতে রক্তস্রোত ▼ ব্ল্যাক আর্মির কবলে ▼ হাইনান দ্বীপে অভিযান ▼ অশান্ত চীন সাগর ▼ বিধ্বস্ত শহর ▼ ড্রাগনহিলের বিভীষিকা ▼ মৃত্যু দ্বীপ ▼ রক্তাক্ত প্রাচীর

www.crusadeseries.com

একদিন বিকেল বেলা। সূর্য অস্ত যাওয়ার সামান্য আগে সুলতান আইয়ুবী ফোরাতের কূলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর সাথে অশ্বারোহী দলের সেনাপতি ও কমান্ডো বাহিনীর সেনাপতি সালেম মিশরী। তারা তাঁদের সামনে কিছু দূরে সাদা জোব্বাপরা এক লোককে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন।

লোকটির দু'হাত প্রার্থনার ভঙ্গিতে উপরে তোলা। সুলতান আইয়ুবী সেদিকে গেলেন এবং লোকটির কাছে পৌঁছে দেখতে পেলেন, সেখানে চারটি কবর রয়েছে।

এই কবরগুলোর মধ্যে দু'টি কবরের মাথার দিকে একটা করে লাঠি পোতা। তার সাথে কাঠের তক্তা লাগিয়ে কবর ফলক বানানো হয়েছে। সেই ফলকের একটিতে আরবী হরফে লাল রংয়ে লেখা, 'উমরুল মামলুক, আল্লাহ তোমার শাহাদাত যেন কবুল করে নেন।' –নাছরুল মামলুক।

তার পাশের কবরের উপরেও একই ধরনের ফলক লাগানো। তাতে লেখা, 'নাছরুল মামলুক, আল্লাহ আমার শাহাদাত কবুল করুন।'

সুলতান আইয়ুবী দুটি লেখাই পাঠ করলেন এবং সেই লোকটির দিকে তাকালেন, যে লোক কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ফাতেহা পাঠ করেছিলেন। চেহারা সুরতে লোকটিকে বেশ অভিজাত ও লেবাস পোষাকে আলেম ব্যক্তি বলে মনে হচ্ছিল। সুলতান

www.crusadeseries.com

আইয়ুবী তার দিকে তাকালে তিনি সালাম দিয়ে বললেন, 'আমি এই গ্রামের ইমাম। যেখানেই আমি কোন শহীদের সন্ধান পাই সেখানে গিয়ে তাদের জন্য ফাতেহা পাঠ করি। আমি বিশ্বাস করি, যেখানে শহীদের রক্ত ঝরে সে জায়গা মসজিদের মতই পবিত্র।

আমি লোকদের বলি, মুজাহিদরা সেই মহান ব্যক্তিত্ব যাদের ছুটে চলা ঘোড়ার খুরের আঘাতে যে ধুলো উড়ে সে ধুলোও আল্লাহর কাছে কদর পায়। মহান আল্লাহ তার পথে জেহাদকে উত্তম ইবাদত বলে গণ্য করে থাকেন।'

'কিন্তু আল্লাহর নামে জীবন কোরবান করা মানুষ এমন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি যাদের পরিচয় কেউ রাখে না। যেমন এখানে আপনি দেখছেন। ইতিহাসে তাদের নাম নয়, আমার নামই লেখা হবে। কিন্তু আমার সমস্ত গৌরবের পেছনে রয়েছে এদেরই ত্যাগ ও কোরবানী, রয়েছে এদেরই অসামান্য অবদান।' বললেন সুলতান আইয়ুবী।

তিনি তার সেনাপতিদের দিকে তাকালেন। তারপর এগিয়ে কবরের ফলক দুটিতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, 'এই দুটি ফলকের লেখাই লাল রংয়ের। মনে হচ্ছে একজন লেখকই নিজের আঙ্গুল দিয়ে লেখা দুটো লিখেছে।'

'লাল রং নয় সুলতানে মহাতারাম!' কমান্ডো বাহিনীর সেনাপতি সালেম মিশরী বললো, 'এ যে রক্ত! উমরুল মামলুকের কবরের ফলক লিখেছেন নাছরুল মামলুক। তারপর নিজের রক্ত দিয়ে লিখেছেন তার কবরের ফলক এবং তিনিও শহীদ

www.crusadeseries.com

হয়ে গেছেন। আমিও প্রার্থনা করছি, আল্লাহ তাদের শাহাদাত কবুল করুন। এখানে যে চারটি কবর দেখছেন এদের চারজনই আমার কমান্ডো বাহিনীর সদস্য ছিল।'

সুলতান বিস্মিত হয়ে বললেন, 'অই! তুমি চিনতে তাদের?'

'হ্যাঁ সুলতান। ষোল সতেরো দিন আগে এক রাতে আমরা একটি নৌকা ধরেছিলাম। এই নৌকায় শত্রুর কমান্ডো বাহিনী তাদের সৈন্যদের জন্য রসদপত্র ও সাহায্য সামগ্রী নিয়ে যাচ্ছিল।'

সালেম মিশরী বললেন, 'এ খবর তখনই আপনাকে জানানো হয়েছিল। আমাদের আটজন কমান্ডো সেনা সেই নৌকাটি আটক করেছিল। কিন্তু আটক করার সময় শত্রুদের সাথে লড়াইতে তাদের চারজন শহীদ হয়ে যায়।'

'ঘটনাটি আবার বলো তো কিভাবে কি ঘটেছিল?' বললেন সুলতান।

'আমরা আগেই গোপন সূত্রে জানতে পেরেছিলাম, একটা বড় নৌকা রাতে এদিক দিয়ে যাবে। সে নৌকায় শত্রুদের রসদপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র থাকবে। আমি আমার আটজন কমান্ডোকে পাঠিয়ে দিলাম নৌকাটি আটক করার জন্য। তারা একটি ছোট নৌকায় ছিল। মধ্য রাতে তারা টের পায় অপর পাড় দিয়ে একটি নৌকা যাচ্ছে। আমাদের কাছে যে তথ্য ছিল তাতে আমরা জানতাম, নৌকায় বড়জোর চার পাঁচজন দুশমন সেনা থাকতে পারে। কিন্তু অপারেশনের পর জানা গেল, তাতে বিশজন শত্রু সেনা ছিল।

আমাদের কমান্ডো বাহিনী দ্রুত ওপারে পৌঁছলো এবং শত্রুর নৌকাতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। শত্রুরা আগে টের পায়নি, পেলে তীর মেরে সহজেই তারা পালিয়ে যেতে পারতো।

আক্রান্ত হওয়ার পর ওরা যখন রুখে দাঁড়াল তখন দেখা গেল সংখ্যায় তারা অনেক। আমাদের কমান্ডোরা শত্রুর নৌকা থেকে কিছু দূরে থাকতেই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং নির্ভয়ে সাঁতরে গিয়ে চড়াও হয়েছিল শত্রুদের ওপর।

সাঁতারে তারা যথেষ্ট পটু ছিল। তারা যখন দেখলো তাদের তুলনায় দুশমনে অনেক তখন একজন গিয়ে নৌকার পালের দড়ি রশি কেটে দিল। এরপর নৌকার ভেতর শুরু হলো ভীষণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। আমাদের কমান্ডো বাহিনীর যুবকরা অসম সাহসিকতা প্রদর্শন করে বিজয় ছিনিয়ে নেয়। আমাদের দু'জন তখনই শহীদ হয়ে যায়, বাকীরাও কমবেশী সবাই আহত হয়।

আমাদের কমান্ডোরা শেষ পর্যন্ত শত্রুর নৌকাটি দখল করতে সমর্থ হয়। লড়াই শেষে তারা দেখতে পায় নৌকাটি দখল করার জন্য দুশমনের আঠারোটি লাশ তাদের ফেলতে হয়েছে। তারা শেষ মুহূর্তে দু'জনকে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছে। ওই দু'জন সাঁতরে নদীর অপর পাড়ে গিয়ে উঠলেও তাদের ধাওয়া করার মত অবস্থা ছিল না আমাদের কমান্ডোদের। তাই তাদের আর ধাওয়া করা হয়নি।

আমাদের কমান্ডোরা দুটো নৌকাই কিনারায় ভিড়িয়ে আমাকে এই বিজয়ের খবর দেয়। সংবাদ পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে ছুটে আসি। ততোক্ষণে সকাল হয়ে গেছে।

www.crusadeseries.com

আমি এসে দেখতে পেলাম এক নৌকায় উমরুল মামলুক ও তার দুই সঙ্গীর লাশ। জানতে পারলাম একটু আগে উমরুল মামলুক শাহাদাতের পেয়ালা পান করেছে।

কমবেশী সবাই আহত হলেও নছরুল মামলুকের অবস্থা ছিল সবচে শোচনীয়। তলোয়ারের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত তার সারা শরীর। আমি তার কাছে গেলাম, দেখলাম তখনো তার জ্ঞান আছে। তার ক্ষতস্থানে মলম পট্টি করার জন্য দ্রুত তাকে ক্যাম্পে নিয়ে আসা হলো। এরপর যখন আমি তাকে ক্যাম্পে দেখতে গেলাম, সে আমাকে বললো, 'আমাকে দু'টুকরো কাঠ দিন।'

বললাম, 'কেন? এই শরীরে তুমি কাঠ দিয়ে কি করবে?'

ও বললো, 'আমি আমার শহীদ বন্ধুর কবরে নামফলক লাগাতে চাই।'

আমি তাকে কাঠ সরবরাহ করলাম। সে তার আহত আঙুলের ব্যান্ডজের ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে পড়া রক্ত দিয়ে উমরুল মামলুকের নাম ও এই লেখাগুলো লিখলো। আমি নামফলকটি একটি লাঠির সাথে বেঁধে উমরুল মামলুকের কবরের শিয়রে লাগিয়ে দিলাম।

নাছরুল মামলুকের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হচ্ছিল না। তৃতীয় দিনে তার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল। আমি তাকে দেখতে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক হতাশা প্রকাশ করে বললো, 'নাছরুল মামলুককে বোধ হয় বাঁচানো গেল না।'

নাছরুল মামলুক নিজেও অনুভব করলো, সে আর বাঁচবে না।

www.crusadeseries.com

সে পুনরায় আমাকে বললো; 'আমাকে আরেক টুকরো কাঠ দিন।'

আমি তার ইচ্ছা পূর্ণ করে দিলাম। সে কাঠের টুকরোটি নিজের কাছে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। রাতে আমি সংবাদ পেলাম, 'নাছরুল মামলুক শহীদ হয়ে গেছে।'

আমি যখন সেখানে গেলাম এক আহত রুগী আমাকে কাঠের টুকরোটি দিয়ে বললো, 'নাছরুল মামলুক তার ক্ষত স্থানের রক্ত দিয়ে এই ফলকটি লিখেছে।'

আমি তাকিয়ে দেখলাম তাতে লেখা আছে, 'নাছরুল মামলুক! আল্লাহ আমার শাহাদাত কবুল করুন।'

আহত রোগীটি আমাকে বললো, 'নাছরুল মামলুক বলেছে, তাকে যেন তার বন্ধু উমরুল মামলুকের পাশে দাফন করা হয়।'

এভাবেই এ দুটি নামফলক একই শহীদের রক্তে একই হাতে লেখা হয়েছে।'

'এরা দু'জনেই মামলুক ছিল সম্মানিত ইমাম!' সুলতান আইয়ুবী ইমামকে বললেন, 'আপনি কি জানেন এই মামলুক বংশ সম্পর্কে? এরা সেই গোলামদের বংশধর, ইসলামের আগমন যাদের দিয়েছিল মুক্তির স্বাদ। আমাদের প্রিয় নবী রাসুল (সা.) ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে আরবে ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

মহানবী (সা.) বলেছেন, মানুষ মানুষের গোলাম হতে পারে না। আমরা গোলাম শুধু এক আল্লাহর। তবে আল্লাহর পক্ষ

www.crusadeseries.com

থেকে যারা আমাদের দায়িত্বশীল আমরা তাদের মান্য করি।
একটু খেয়াল করে দেখুন, একদিন যারা ছিল সামান্য গোলাম, জাতির জন্য তারা আজ কেমন ত্যাগ ও কোরবানীর নজরানা পেশ করছে। এরা মাত্র আটজন ছিল কিন্তু বিশ জনের কাছ থেকে নৌকা কেড়ে নেয়ার সাহস তারা কোত্থেকে পেলো? এই শক্তি তারা পেয়েছে ইসলাম থেকে। আমার সৈন্যদের মধ্যে মামলুক ও তুর্কী সেনারা সাহস, বীরত্ব ও বিশ্বস্ততায় অনন্য।'

'কিন্তু এখন মানুষ আবার মানুষের গোলামে পরিণত হচ্ছে।' ইমাম সাহেব বললেন, 'ক্ষমতার রাজনীতির মূল কথাই হচ্ছে মানুষকে আবার গোলামে পরিণত করা। কিন্তু মানুষ জানে না, ক্ষমতার স্বাদ বেশী দিন উপভোগ করা যায় না। ফেরাউনও মাটিতে মিশে গেছে। তেমনি প্রত্যেক জালিম শাসক, যারা ক্ষমতা ও গদি আঁকড়ে ধরে জনগণকে শোষণ ও নির্যাতন করতো তাদের পরিণতি কখনো শুভ হয়নি। সাধারণ মানুষের রক্তের বিনিময়ে বাদশাহী ধরে রাখতে গিয়ে তারা নিজেরাই রক্তাক্ত হয়েছে।'

সেই সন্ধ্যায় তারা যখন ফোরাতের কূলে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন তখন সুলতান আইয়ুবীর রক্ষী বাহিনীর কমান্ডার এক লোককে সঙ্গে নিয়ে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছিল। লোকটির অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, সে দীর্ঘ সফরে ক্লান্ত। কমান্ডার তাদের কাছে এসে সুলতানকে লক্ষ্য করে বললো, 'কায়রো থেকে কাসেদ এসেছে।'

www.crusadeseries.com

'কোন খারাপ খবর?' সুলতান আইয়ুবী তাকে বললেন, 'কি খবর নিয়ে এসেছো তুমি?'

'সংবাদ ভাল নয় সুলতান।' কাসেদ এ কথা বলে কোমর থেকে একটি কাগজ বের করে সুলতানের হাতে তুলে দিল।

সুলতান আইয়ুবী চিঠি হাতে নিয়ে তার তাবুর দিকে রওনা হলেন। সঙ্গীদের বললেন, 'চলো।'

তাবুতে বসে তিনি চিঠিটা খুললেন। চিঠিটি তার গোয়েন্দা বিভাগের সর্বাধিনায়ক আলী বিন সুফিয়ানের হাতের লেখা। তিনি লিখেছেন, 'আমাদের সবচেয়ে ধার্মিক ও বীর সেনাপতি হাবিবুল কুদ্দুস দশদিন যাবত নিখোঁজ রয়েছেন। খৃস্টানদের সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা এখানে গোপনে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। বিশ্বাসঘাতক গাদ্দারদের সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবু বলবো, এ সমস্যা নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে। আমরা এখানে শত্রুদের ষড়যন্ত্র সফল হতে দেবো না।

কিন্তু আমাদের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে সেনাপতি হাবিবুল কুদ্দুস। তার কোন সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। তার সন্ধান না পাওয়াটাই পেরেশানীর একমাত্র কারণ নয়। দুশ্চিন্তার আরো কারণ আছে।

আপনিতো জানেন, হাবিবুল কুদ্দুস তার বাহিনীর সৈন্যদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। তারা তাদের প্রিয় সেনাপতির ইশারায় জান দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। যদি তিনি স্বেচ্ছায় শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়ে থাকেন তবে ভয় হচ্ছে, তাঁর বাহিনী যার দ্বারাই

www.crusadeseries.com

পরিচালিত হোক না কেন, তার ইশারা পেলে তারা বিদ্রোহ করে বসতে পারে।

আমি এখনো তার সন্ধান চালাচ্ছি। তার ব্যাপারে আমি পুরোপুরি নিরাশ নই। তবে আমি আপনার কাছ থেকে একটি ব্যাপারে নির্দেশনা চাই, যদি তাঁর খোঁজ পাওয়া যায় এবং তাঁকে হত্যা করা জরুরী হয়ে পড়ে তবে হত্যা করবো কিনা? আপনার নিয়োজিত মিশরের আমীর এ সম্মতি দিতে নারাজ। তিনি আমাকে শুধু এই অনুমতি দিয়েছেন যে, আমি আপনার কাছে পত্র প্রেরণ করে অনুমতি নিতে পারি।

আমি তাঁর সন্ধান করতে ব্যর্থ হই এটা যেমন আপনি চাইবেন না, তেমনি তিনি মনে করেন, সে আমার হতে মারা যাক এটাও আপনি চাইবেন না। কিন্তু আমাদের এক সেনাপতির শত্রুর হাতে থাকাটাও ৰিরাট ভয়ের কারণ।'

চিঠি পড়া শেষ করে সুলতান আইয়ুবী সঙ্গে সঙ্গে কাতিবকে ডাকলেন। কাতিব এলে চিঠির উত্তর লিখতে বসে গেলেন তিনি। তিনি লিখলেন:

প্রিয় আলী বিন সুফিয়ান! তোমার উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক। হাবিবুল কুদ্দুসের উপর আমার আস্থা ও বিশ্বাস এমন ছিল, যেমন তোমার উপর আছে। যে ব্যক্তি বেঈমানী করতে প্রস্তুত হয়ে যায় সে কখনও আল্লাহকে ভয় পায় না। আর যে আল্লাহকে ভয় পায় না সে আমার মত একজন নগণ্য মানুষকে কেন ভয় পাবে?

তুমি এতে বিস্মিত হয়ো না যে, হাবিবুল কুদ্দুসের মত লোকও

www.crusadeseries.com

ধোঁকা দিতে পারে। ঈমান একটি শক্তি, কিন্তু সেটা হীরা ও পান্নার মত চকচক করে না। এতে সুন্দরী নারীর মত সৌন্দর্য ও আকর্ষণও থাকে না। আর ঈমান গদি ও রাজমুকুটও নয়। যখন মানুষের মধ্যে দুনিয়ার লোভ লালসা বেড়ে যায় ও ধন সম্পদের আকাংখা সৃষ্টি হয় তখন মানুষের বেঈমান হতে বেশী সময় লাগে না।

হাবিবুল কুদ্দুসকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করো। যদি কখনও মনে করো যে তাঁকে হত্যা করা দরকার, তবে অবশ্যই তাঁকে হত্যা করবে। এতে আমার কোন আপত্তি থাকবে না। কিন্তু এটা জানার চেষ্টা করবে, তাঁকে তো ছিনতাই করা হয়নি?

এ বিষয়টা তোমার লক্ষ্য ও দৃষ্টিপটে রাখবে। তারপর যেটা ভাল মনে করো তাই করবে। দ্বীন ও দেশের কল্যাণের বিষয়টিই সর্বাগ্রে প্রাধান্য পাবে। একজন মানুষের জীবন বা মৃত্যুকে এ পথে বাঁধা হিসাবে মেনে নেয়া যায় না।

দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য যেখানে বিপুল সংখ্যক সৈন্য অকাতরে মারা যাচ্ছে, সেখানে একজন গাদ্দারকে হত্যা করতে তোমার দ্বিধা করা উচিত নয়। যেখানে আল্লাহকে খুশী করার জন্য সৈন্যরা হাসি মুখে তাদের জীবন দিয়ে দিচ্ছে, সেখানে কোন গাদ্দারকে দয়ামায়া দেখানোর প্রশ্নই উঠে না। সে গাদ্দার এটা নিশ্চিত হতে পারলে কালবিলম্ব না করে ফায়সালা করে ফেলবে।

আলী, আল্লাহর কাছে পাপের জন্য ক্ষমা চাইতে থাকো, কারণ আমরা সবাই গোনাহগার বান্দা। পাক ও পবিত্র একমাত্র আল্লাহ

www.crusadeseries.com

ও তার রাসূল (সা.)। যদি তোমরা সত্যের উপরে থাকো তবে আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। শেষ পর্যন্ত তোমরাই জয়ী হবে।'

সুলতান আইয়ুবী চিঠিতে সিলমোহর মেরে চিঠিটা কাসেদের হাতে দিয়ে বললেন, 'আজ রাতে এখানেই বিশ্রাম নাও। কাল ঘুম থেকে উঠে খুব ভোরে যাত্রা করবে।'

সে যুগটা ছিল ইতিহাসের অশুভ যুগ। একদিকে আরবের মাটি মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছিল, অন্যদিকে ইহুদী ও খৃস্টানরা মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি করছিল গাদ্দার ও ষড়যন্ত্রকারী। মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে তাদের ধ্বংস করাই ছিল এ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য।

মিশরেও চলছিল দুশমনের এ তৎপরতা। ইহুদী ও নাসারারা মুসলিম নেতাদের মধ্যে গাদ্দার সৃষ্টির চেষ্টা চালানোর সাথে সাথে সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলারও চেষ্টা করছিল। তারা মিশরের সৈন্য বিভাগকেও অকেজো করে দিতে চাচ্ছিল। সৈন্য বিভাগের ব্যাপারে নানারকম বদনাম ছড়িয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছিল। ওরা এ কাজ করছিল অত্যন্ত গোপনে ও কৌশলে।

আলী বিন সুফিয়ান ও কায়রোর পুলিশ সুপার গিয়াস বিলকিস শত্রুদের এসব অপতৎপরতা বন্ধ ও অপরাধীদের খুঁজে বের করার জন্য আরামকে হারাম করে চষে ফিরছিলেন মিশরের সর্বত্র। তাদের বাহিনী কেবল কায়রো নয় মিশরের বিভিন্ন

www.crusadeseries.com

পরগণা এবং শহরেও ছুটে বেড়াচ্ছিল।

সেনাবাহিনীর একজন সেনাপতির নিখোঁজ হয়ে যাওয়া কোন সাধারণ ব্যাপার নয়। সবচে অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, আলী বিন সুফিয়ানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যে গোয়েন্দা বাহিনীর সুনাম সমগ্র আরব বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল তারা নিজেরাই তাদের এক সেনাপতিকে খুঁজে বের করতে পারছে না, এরচে লজ্জার বিষয় আলীর জন্য আর কিছুই হতে পারে না।

হাবিবুল কুদ্দুস সম্পর্কে এ কথা ভাবাও মুশকিল যে, তিনি গাদ্দারদের দলে চলে যাবেন। কিন্তু এটা এমনই এক যুগ, এখন কে গাদ্দার আর কে নয় তা নির্ণয় করাই দুষ্কর হয়ে উঠেছে। গাদ্দারী এখন একটা সাধারণ ও সুবিধাজনক উপার্জনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হাবিবুল কুদ্দুস যখন নিখোঁজ হলো তখন সবাই বলতে বাধ্য হলো, 'তিনিও তো মানুষ, কোন ফেরেশতা তো নন!'

হাবিবুল কুদ্দুসের স্ত্রী ছিল তিনজন। অবশ্য সে যুগে এটা কোন গর্হিত কাজ বলে গণ্য করা হতো না। তার সমসাময়িক অন্যান্য অফিসাররা বরং এ ক্ষেত্রে একটু এগিয়েই ছিল। তাদের বরং বিবি ছিল চারজন করে। যারা আরেকটু সৌখিন ছিল তাদের দু'একটা দাসীও থাকতো।

হাবিবুল কুদ্দুসের কোন দুর্ণাম ছিল না। তার জীবনে মদ ও নাচগানের সামান্যতম প্রভাবও কেউ লক্ষ্য করেনি। তিনি নামাজ রোজার পাবন্দ ছিলেন এবং যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন সত্যিকারের বীর মুজাহিদ। তিনি কেবল শত্রুর উপর কঠোর

www.crusadeseries.com

ছিলেন না, বরং বীরত্ব প্রদর্শন ও রণকৌশলেও ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। তিনি যুদ্ধ পরিচালনায় এতই নিপূণ ছিলেন যে, সামান্য সৈন্য নিয়ে বিপুল সংখ্যক শত্রু সেনার বাহিনীকেও তিনি বার বার পরাজিত ও ধ্বংস করেছেন।

তার সবচে বড় গুণ ছিল, তিনি সবাইকে সহজেই আপন করে নিতে পারতেন। লোকেরাও তাকে ভালবাসতো। তার অধীনস্ত সৈন্য ও কমান্ডাররা যখন যুদ্ধ করতো তখন তাদের আবেগ এমন হতো যেন তারা কারো নির্দেশে যুদ্ধ করছে না, বরং নিজের ঈমানের দাবী পূরণের জন্য লড়াই করে যাচ্ছে। বাহিনীর সদস্যরা তাকে বুঝতে পারতো এবং তার ইশারাকেই তারা হুকুম মনে করতো।

সে তার বাহিনী এমনভাবে পরিচালনা করতো যে, কখনো কখনো মনে হতো, যেন এটা তাঁর একান্ত নিজস্ব বাহিনী। যেন এরা সুলতান আইয়ুবীর নয় হাবিবুল কুদ্দুসের আদেশে যুদ্ধ করছে।

এত যে প্রিয় লোকটি, প্রশিক্ষণ বা যুদ্ধের মাঠে তার রূপ ছিল সত্যি ভয়াবহ। সৈন্যদের তিনি কঠোর প্রশিক্ষণ দিতেন এবং তাদের শৃংখলার প্রতিও রাখতেন কড়া নজর।

তিনি তার সৈন্যদের এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিতেন যাতে তারা অন্যদের তুলনায় ক্ষীপ্র ও কুশলী হয়। তার সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন হাজার পদাতিক, দুই হাজার অশ্বারোহী ও দুই হাজার তীরন্দাজ।

তীরন্দাজদের তিনি এমন নিপুণ তীর চালানো শিক্ষা দিয়েছিলেন

www.crusadeseries.com

যে, রাতের অন্ধকারে শুধু সামান্য আওয়াজ শুনেই তার সৈন্যরা যে তীর ছুঁড়তো তা গিয়ে শব্দকারীর বুকে বিদ্ধ হতো।

আলী বিন সুফিয়ানও ছিলেন গোয়েন্দাগিরীতে ওস্তাদ। গিয়াস বিলকিসও ছিলেন দক্ষ পুলিশ সুপার। এদের দু'জনেরই ধারণা, হাবিবুল কুদ্দুসকে শত্রুরা যেভাবেই হোক তাদের বশে নিতে সক্ষম হয়েছে যাতে তাঁর সাত হাজার সৈন্যকে বিদ্রোহী করে তুলতে পারে।

সাত হাজার সৈন্য কোন তুচ্ছ ও নগণ্য সৈন্য ছিল না। এ সৈন্যদের বিদ্রোহের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার উপায় তালাশ করছিলেন দু'জনই। গিয়াস বিলকিস বললেন, 'এদের নিরস্ত্র করে দিলে কেমন হয়?'

আলী বিন সুফিয়ান অনেক চিন্তা ভাবনা করে এ প্রস্তাব নাকচ করে দেন। কিন্তু তারা যে যেকোন সময় বিদ্রোহ করে বসতে পারে গিয়াস বিলকিসের এ আশংকা তিনি উড়িয়ে দিতে পারলেন না। তারা দু'জনেই একমত হলেন, আজ না হলেও ভবিষ্যতে তারা বিদ্রোহ করবে।

আলী বিন সুফিয়ান বললেন, 'আপাতত তাদের নিরস্ত্র না করে বাহিনীর মধ্যে কিছু গোয়েন্দা ছড়িয়ে দিই। তারা সৈন্য ব্যারাকে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াবে এবং তাদের আলাপ আলোচনা শুনবে। কমান্ডারদের ওপরও তারা দৃষ্টি রাখবে।'

তাই করা হলো। কড়া দৃষ্টি রাখা হলো হাবিবুল কুদ্দুসের বাড়ীর ওপর। তার তিন স্ত্রীর মধ্যে একজনের বয়স পয়ত্রিশের কাছাকাছি। অন্য দু'জনের মধ্যে একজনের বয়স বিশ,

www.crusadeseries.com

অন্যজনের পঁচিশ। তাদের জিজ্ঞাসা করা হলো, 'হাবিবুল কুদ্দুস কোথায়?'

তারা বললো, 'কয়েকদিন আগে এক সন্ধ্যায় তার কাছে দু'জন লোক এসেছিল। হাবিবুল কুদ্দুস তাদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন কিন্তু তারপর আর ফিরে আসেননি।'

চাকর বাকরদেও সন্দেহমূলকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। কিন্তু তাতে কোন কাজ হলো না, কোনভাবেই তার সন্ধান পাওয়া গেল না।

তাঁর বিবিদের সম্পর্কেও গোপনে অনুসন্ধান করা হলো। কিন্তু তাদের ব্যাপারেও সন্দেহ করার মত কোন তথ্য পাওয়া গেল না। শুধু এটুকু জানা গেল, অল্প বয়সী দুই বিবির মধ্যে একজনের প্রতি হাবিবুল কুদ্দুসের টান একটু বেশী ছিল।

এই বিবির নাম জোহরা। জোহরা তাঁরই অধীনস্ত অশ্বারোহী বাহিনীর এক কমান্ডারের কন্যা। মেয়েটি দেখতে খুবই সুন্দরী ছিল। এ রকম সুন্দরী বিবি থাকলে তার প্রতি টান একটু বেশী থাকাই স্বাভাবিক।

একদিন জোহরার পিতা সেই কমান্ডারকে তলব করা হলো গোয়েন্দা অফিসে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'কেন এত অল্প বয়সী মেয়েকে তোমার সমবয়সী লোকের সাথে বিয়ে দিয়েছো? হাবিবুল কুদ্দুস কি তোমাকে তার অধীনস্ত পেয়ে বাধ্য করেছিল?'

'না!' কমান্ডার উত্তর দিল, 'সেনাপতি হাবিবুল কুদ্দুস ইসলাম ও জিহাদের ব্যাপারে এতই আন্তরিক যে, তা দেখেই আমি তার

www.crusadeseries.com

প্রতি অনুরাগী হই।'

তিনি বললেন, 'আমি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করেছি। তিনি বলতেন, 'মুমীনের তলোয়ার একবার উন্মুক্ত হলে সে তলোয়ার ততোক্ষণ পর্যন্ত কোষবদ্ধ হবে না, যতোক্ষণ তার সামনে একজন দুশমনও বর্তমান থাকে।'

তিনি আরো বলতেন, 'যতোক্ষণ কাফেরদের ফেতনা শেষ না হবে ততোদিন জিহাদ চালু থাকবে।'

তিনি দেশের গাদ্দারদের প্রচন্ড ঘৃণা করতেন। যখন সীমান্ত যুদ্ধে সুদানীরা অকস্মাৎ আক্রমণ চালালো তখন আমাদের দুই অশ্বারোহী পালানোর চেষ্টা করেছিল। তিনি টের পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাদের দু'জনকে পাকড়াও করার হুকুম দেন।

দু'জনকে ধরে আনা হলে তাদেরকে ঘোড়ার পিছনে দু'হাত রশি দিয়ে বেঁধে দুই অশ্বারোহীকে ঘোড়া ছুটাতে বলেন। তিনি অশ্বারোহীদের বললেন, 'ঘোড়া ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত ঘোড়া থামাবে না।'

যখন ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে ফিরে এলো তখন ঘোড়াগুলো হাফাচ্ছিল। ঘোড়ার পেছনে বাঁধা দুই সৈন্যের অবস্থা তখন শেষ পর্যায়ে। তাদের সমস্ত শরীরের কোথাও কাপড় ছিল না। তাদের শরীরের চামড়া উঠে গিয়েছিল। শরীরের মাংসও উঠে গিয়েছিল।

যুদ্ধে অধিকাংশ সুদানী মারা গিয়েছিল। কিছু ধরা পড়ে বন্দী হয়েছিল। অন্যরা পালিয়ে গিয়েছিল। হাবিবুল কুদ্দুস সমস্ত সৈন্যদের একত্রিত করে সেই পলাতক সৈন্যদ্বয়ের লাশ

www.crusadeseries.com

দেখালেন।

তিনি তাদের বললেন, 'আল্লাহর পথে যুদ্ধরত সৈন্যদের পালানোর শাস্তি দুনিয়ায় এমনই হয় আর পরকালে তাদের দেহ হবে আগুনের খোরাক।'

হাবিবুল কুদ্দুসের শ্বশুর বললো, 'আমরা সবাই জিহাদে শহীদ হওয়ার জন্য প্রেরণা পেয়েছি তার কাছ থেকে।'

'তোমার মেয়ে সম্পর্কে বলো? কেন তুমি তাকে হাবিবুল কুদ্দুসের সাথে বিয়ে দিয়েছিলে?'

'একদিন আমার মেয়ে আমার সাথে ছিল। আমি মেয়েকে সেই শিক্ষাই দিয়েছিলাম যে শিক্ষা আমার পিতা আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। আমার ছেলেও সে সময় সুলতান আইয়ুবীর সৈন্য দলে সিরিয়াতে ছিল।

আমি আমার মেয়েকে বললাম, 'আমাদের সেনাপতি হাবিবুল কুদ্দুসও সুলতান আইয়ুবীর মত বীর মুজাহিদ।'

সেদিনই তিনি আমার মেয়েকে দেখলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ মেয়েটা কে?' আমি বললাম, 'এ আমার মেয়ে এবং একজন তরুণী মুজাহিদ।'

বেশ কিছুদিন পর তিনি আমাকে জানালেন, যদি আমার আপত্তি না থাকে এবং আমার মেয়ে সম্মত হয় তবে তাকে তিনি বিয়ে করতে চান। আমি মেয়ের মাকে কথাটি বললাম। মেয়ের মা বললো, 'মেয়ে আগে থেকেই বলে আসছে সে এমন ব্যক্তিকে বিয়ে করতে চায় যে ইসলামের খেদমতে নিজের জীবনকে বাজী রাখতে প্রস্তুত।'

www.crusadeseries.com

আমি খুশী মনে সেনাপতির সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলাম এবং আমার মেয়েও তাঁকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিল। এখন শুনছি তিনি নিখোঁজ!
আমি আপনাকে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বলছি, তার এই নিরুদ্দেশে যদি কেউ অন্তর থেকে ব্যথিত হয়ে থাকে, তবে সে একমাত্র আমার মেয়ে। আমি শুনেছি, সে তাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে। তার নিরুদ্দেশ হওয়ার পরও তার ভালবাসা বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি।
তার ধারনা, দুশমনরা তাকে অপহরণ করে নিয়ে মেরে ফেলেছে বা কোথাও বন্দী করে রেখেছে। আমি এও শুনেছি, তার অন্য দুই স্ত্রী বলেছে, সে যদি মারা যায় তবে তারা অন্যখানে বিয়ে করে নেবে। কিন্তু আমার মেয়ে এ রকম চিন্তা করাও পাপ মনে করে।'

'এখন আমার বিশ্বাস হচ্ছে, তাদের পরিকল্পনা আমাদের হাতে এসে গেছে।'
এই আওয়াজ কায়রো থেকে দূরে, বহু দূরে এক ধ্বংসাবশেষে উচ্চারিত হলো। এখানে কোন ফেরাউন তার সময়ে রাজমহল তৈরী করেছিল। সে যুগে এ স্থানটি খুব সুন্দর শহর ও মনোরম বাগবাগিচায় সাজানো ছিল। অঞ্চলটি পাহাড়ী হওয়ার পরও নীল নদের তীরে অবস্থিত হওয়ার কারণে এখানে গড়ে উঠেছিল জমজমাট শহর। আর ফেরাউন সেই শহরকে এমন অপরূপ সাজে সাজিয়েছিল, মনে হতো এটি কোন রূপকথার রাজ্য।

www.crusadeseries.com

পাহাড়ের উপরে ও আশেপাশে ছিল সবুজ গাছপালা। নদীতে খাল কেটে শহরের ভেতরে নিয়ে আসা হয়েছিল নদীর পানি। সেই পানিতে চলতো সেচ কাজ। এভাবেই সেই রুক্ষ্ম পাহাড়কে বানানো হয়েছিল নয়নাভিরাম সবুজ উদ্যান।

কোন এক ফেরাউন এখানে শহর ও মহল বানালেও তার মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে কমতে থাকে তার জৌলুস। তারপর কালক্রমে একদিন তা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়।

সুলতান আইয়ুবীর আমলে এই ধ্বংসাবশেষ এক ভয়ংকর স্থানে পরিণত হয়। শহরের প্রাচীর বিভিন্ন স্থানে ভেঙ্গে পড়েছিল। শহরের প্রাসাদগুলো রূপ নিয়েছিল ভূতুড়ে আস্তানায়। মহলের স্তম্ভগুলো জরাজীর্ণ হয়ে বুনো লতাপাতায় আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছিল। আবর্জনায় ভরে গিয়েছিল তার কামরাগুলো।

বাদুড়, চামচিকা ও চিলেরা বাসা বেঁধেছিল সেই ধ্বংসস্তুপে। পাহাড়গুলো এত উঁচু ছিল যে, কালো মেঘ যখন উড়ে যেতো, দূর থেকে মনে হতো সেগুলো পাহাড়ের গা ছুঁয়ে যাচ্ছে।

এই জনপদ কিভাবে ধ্বংস হয়েছিল তার সঠিক ইতিহাস জানা যায় না। তবে ধ্বংসাবশেষ দেখলে মনে হয় কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা আকস্মিক বিস্ফোরণে শহরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কারণ পুরাতন এই ধ্বংসাবশেষের বাইরে ও ভেতরে মানুষের মাথা ও অঙ্গ-প্রতঙ্গের হাড় হাড্ডি ছড়িয়ে আছে। অতীত যুগের অনেক অস্ত্রশস্ত্রও এদিক ওদিক পড়ে আছে।

এখন এই ভূতুড়ে জায়গায় কেউ যায় না। লোক মুখে গুজব রটে গেছে, এখানে জ্বীন, ভূত ও খারাপ মানুষের প্রেতাত্মারা

www.crusadeseries.com

বাস করে। তারা এর আশেপাশে কোন জীবিত মানুষ পেলে তাকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলে।

ফলে নীলনদ দিয়ে যেসব নৌযান যাতায়াত করে তারাও এই ধ্বংসস্তুপের কাছ ঘেঁষে যায় না। মানুষ এই আতংকময় জায়গাটি ভয়ে সযত্নে এড়িয়ে চলে।

স্থল পথে যারা যাতায়াত করে তারাও এড়িয়ে চলে জায়গাটি। মানুষ জন সেখান থেকে বহু দূর দিয়ে আপন গন্তব্যে এগিয়ে যায়। কেউ ভুলেও সেই ধ্বংসাবশেষের দিকে পা বাড়ায় না।

এক লোক বললো, 'আমার এখন মনে হচ্ছে, তার মাথাটা যেন আমার হাতে এসে গেছে।'

অন্যজন বললো, 'যদি না আসে তবে এখান থেকে তাকেও আর জীবিত বের হতে হবে না।'

'আমরা তাকে এ জন্য এখানে ধরে আনিনি যে, তাকে এখানেই হত্যা করবো।' অপরজনকে উদ্দেশ্য করে আগের জন বললো, 'যদি হত্যা করাই আমার উদ্দেশ্য হতো তবে তাকে বাড়ী থেকে উঠিয়ে আনার পর এত দূর নিয়ে আসার কি প্রয়োজন ছিল? তাকে তো আমরা পথেই হত্যা করতে পারতাম? তাকে আমাদের কাজের জন্য তৈরী করতে হবে। এখানে তাকে আনা হয়েছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য।'

'হাশিশের ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।' সঙ্গের লোকটি বললো।

'হ্যাঁ, হাশিশ। এই হাশিশই এখন একজন পাক্কা মুসলমানকে গাদ্দার বানিয়ে দেবে। তুমি কাউকে নেশা পান করিয়ে তার

www.crusadeseries.com

সঙ্গে এমন কথা বলতে পারো, যা জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন কোন ব্যক্তির সাথে বলা সম্ভব নয়। হাশিশ ও নেশা দিয়ে তুমি কারো ঈমান ও মতাদর্শ পরিবর্তন করতে পারো।

এ ব্যক্তি আইয়ুবীর বিশাল সামরিক শক্তির অধিকারী। আমার শুধু তাকে প্রয়োজন নয়, তার পুরো বাহিনীটিই দরকার। একটি সুশিক্ষিত বাহিনীর সাত হাজার সৈন্য কোন চাট্টিখানি কথা নয়। তার এই পুরো বাহিনীই আমার নিয়ন্ত্রণে দরকার।

তাদের দিয়ে আমি মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাবো। আইয়ুবীর বাহিনী লড়বে আইয়ুবীর বাহিনীর বিরুদ্ধে। অবশেষে মিশর একদিন আমাদের হবে। সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর অবস্থা হবে এমন, যেন খাঁচায় বন্দী বাঘ। অথবা অসংখ্য শিকারীর ঘেরে আটকে যাওয়া সিংহ।

তিনি ঘের কেটে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বেন। এই ঘের ফেঁড়ে ফুঁড়ে বের হওয়ার জন্য লক্ষঝক্ষ করবেন। কিন্তু তার ভাগ্যে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

যদি সুলতান আইয়ুবীর এই সেনাপতি হাবিবুল কুদ্দুস তার বাহিনীকে সামান্য ইঙ্গিত দেয় তবে তারা কোন কিছু চিন্তা না করেই তার আদেশ মান্য করবে। সেনাবাহিনীতে তাঁর যে প্রভাব সেই প্রভাব আমরা এবার ব্যবহার করবো আমাদের স্বার্থে।'

হাবিবুল কুদ্দুস ফেরাউনের মহলের সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এক বিরান কামরায় বসে ছিলেন। কামরাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে বাসের উপযোগী করা হয়েছে। সেখানে বিছিয়ে দেয়া

www.crusadeseries.com

হয়েছে আরামদায়ক নরম গদি। সেই সাথে দেয়া হয়েছে বালিশ ও কুশন। কামরাটি সাজানো হয়েছে একজন বিলাসী মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনকে সামনে রেখে।

হাবিবুল কুদ্দুসের সামনে এসে এক লোক বসলো। লোকটির চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। সে হাবিবুল কুদ্দুসের চোখে চোখ রেখে বললো, 'মিশর আমার দেশ। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ইরাকী এবং কুর্দি। তিনি এসে আমার দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করে বসে আছেন। তিনি আমার দেশের সুন্দরী নারীদের নিয়ে তার অন্দর মহলের হেরেম পূর্ণ করছেন। দেশের এ অপমান আমরা কতদিন সইবো?

আমাদের কাছে সাত হাজার নিবেদিত প্রাণ সৈনিক রয়েছে। আমরা কি পারি না এই সৈন্য নিয়ে আইয়ুবীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে? আপনি কি মনে করেন আমাদের সৈন্যরা ভীরু কাপুরুষ? তারা আইয়ুবীকে ভয় পায়? লড়াই বাঁধলে তারা ময়দান থেকে পিঠ টান দেবে?'

হাবিবুল কুদ্দুসের চোখে সুদূরের হাতছানি। তিনি যেন দেখতে পাচ্ছেন তার বাহিনী আইয়ুবীর সৈন্যদের দলিত মথিত করার জন্য তার একটু ইশারার অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে আছে।

লোকটির কথা শেষ হলে হাবিবুল কুদ্দুস মুখে মুচকি হাসি নিয়ে তার দিকে তাকালেন। সে চেহারায় খেলা করছে প্রফুল্লতা। তিনি বিড় বিড় করে বললেন, 'কক্ষনোই না। আমি আমার বাহিনীকে তেমন শিক্ষা দেইনি। তারা লড়াকু। তারা সাহসী। তারা কুশলী। আমার সামান্য ইশারায় তারা জীবন বিলিয়ে

www.crusadeseries.com

দেয়ার জন্য প্রস্তুত।
আমার তলোয়ার কোথায়? তুমি আমার অশ্ব সাজিয়ে দাও। আমিই সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করবো। আমার সাত হাজার জানবাজ সৈন্য একদিনেই মিশরের বাহিনীকে পরাজিত করে তাদেরকে মিশরের মাটি থেকে হটিয়ে দিতে পারবে।'
'খৃষ্টানরা আমাদের বন্ধু!' লোকটি তাঁর চোখে চোখ রেখে বললো, 'বন্ধু তো তাকেই বলে যে বিপদের সময় সাহায্য করে। তারা বলেছে, আমাদের এই দুর্দিনে তারা সাহায্য করবে। আমরা ডাকলেই তারা চলে আসবে।'
'ডাকো তাদের। বিপদে যে পাশে দাঁড়ায় তার মতো বন্ধু আর কে আছে? আমার বন্ধুদের ডাকো। আমার তলোয়ার দাও।'
হাবিবুল কুদ্দুস স্পষ্ট স্বরে যুদ্ধের উন্মাদনা প্রকাশ করতে লাগলেন।
'আপনি মহান সেনাপতি। মিশরবাসী তাকিয়ে আছে আপনার দিকে। আপনি মিশরবাসীকে বিদেশী শাসকের হাত থেকে উদ্ধার করুন। মিশরবাসী আপনাকে মাথায় তুলে রাখবে।'
'হ্যাঁ আমি তাই করবো। আইয়ুবীর কবল থেকে রক্ষা করবো আমার দেশবাসীকে। তোমরা কোন চিন্তা করো না। হায় মিশর! কি সুন্দর এই দেশ। এই দেশের আকাশ সুন্দর। প্রকৃতি সুন্দর। মানুষ সুন্দর। সুন্দর এ দেশের মেয়েরা। মিশর আমার। আমিই তাকে মুক্ত করবো। আইয়ুবীকে হত্যা করবো আমি।' একটি মেয়ে এসে ঢুকলো কামরায়। তার পরণে হালকা পোষাক। মাথায় মসৃণ খোলা এলোচুল। উজ্জ্বল

www.crusadeseries.com

গোলাপী তার গায়ের রং। দেহে লাবন্যের ছটা। খাপখোলা তলোয়ারের মত ঝকমক করছে তার উন্মুক্ত ফর্সা বাহুদ্বয়।

মেয়েটি হাবিবুল কুদ্দুসের পাশ ঘেঁষে বসলো। তার কোমল বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলো হাবিবুল কুদ্দুসের কাঁধ। বললো, 'কতদিন ধরে আমরা মুক্তির প্রহর গুণছি। আমাদের কোন নেতা ছিল না। আমাদের কোন সেনাপতি ছিল না। আমরা ভাবতাম, কবে আসবে সেই রাজপুত্তুর, যে আমাদের মুক্তি দেবে অসুর দানবের হাত থেকে?'

হাবিবুল কুদ্দুস মেয়েটির নরম চুলে তার গাল ঘষতে ঘষতে বললো, 'আমিই সেই রাজপুত্তুর। দানবের হাত থেকে মিশরকে আমিই মুক্ত করবো।'

সে তার নেশাগ্রস্ত কণ্ঠে বলতে লাগলো, 'ভেবো না সুন্দরী, তুমি পাশে থাকলে মিশরকে আমি বেহেশত বানিয়ে দেবো।'

মেয়েটি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একদিকে সরে গিয়ে বললো, 'কবে? কবে তুমি মিশরকে বেহেশত বানাবে? এদিকে আমরা যে সুলতান আইয়ুবীর অত্যাচারে অসহায়, অতিষ্ঠ।'

হাবিবুল কুদ্দুস থাবা মেরে তার বাহু ধরে কাছে টেনে বললো, 'তোমার উপরে কেউ অধিকার বিস্তার করতে পারবে না। তুমি অসহায় নও! আমি আছি তোমার সাথে। তুমি আমার! মিশর আমার!'

'যতদিন সালাহউদ্দিন আইয়ুবী মিশরের উপর কর্তৃত্ব করবে ততদিন না আমি তোমার, না মিশর তোমার।'

'আমি তাকে হত্যা করবো।' হাবিবুল কুদ্দুস দৃঢ়তার সাথে

www.crusadeseries.com

বললো, 'আমি তাকে হত্যা করবোই।'
'থামো!' এক কঠিন ও গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল, 'আইয়ুবীকে হত্যা করবো বললেই তাকে হত্যা করা যায় না। তাকে হত্যা করতে হলে চাই সুষ্ঠু পরিকল্পনা।'
এই আওয়াজ সেই ব্যক্তির, যে ধ্বংসপ্রাসাদের ভেতর বসে বলেছিল, 'এখন আমার বিশ্বাস হচ্ছে, তাদের পরিকল্পনা আমাদের হাতে এসে গেছে।'
লোকটি কামরায় প্রবেশ করে কামরার পুরুষ লোকটিকে বললো, 'তুমি আমার সাথে বাইরে এসো আর মেয়েটিকে তার সাথেই থাকতে দাও।'
ওরা বাইরে এলে আগন্তুক খৃস্টান লোকটি বললো, 'তাকে হাশিশ ছাড়াই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং আমাদের কাজে লাগাতে হবে। এ পর্যন্ত তোমরা তাকে যে পরিমাণ হাশিশ খাইয়েছো তাতে তার মন-মগজই ধোলাই হয়নি, সে নিজেও ধোলাই হয়ে গেছে। দেখছো না, সে কেমন দুর্বল হয়ে পড়েছে?'
যে লোকটি হাবিবুর কুদ্দুসের দেমাগ ধোলাই করতে তাকে নেশা ও হাশিশ পান করাচ্ছিল তাকে ধমক দিয়ে খৃস্টানটি আরো বললো, 'তুমি ফেদাইন নেতা হাসান বিন সাবাহর শিক্ষা কতটা রপ্ত করতে পেরেছো? শুধু হাশিশ পান করানো ও গোপনে হত্যা করা ছাড়া কি আর কিছুই জানো না তুমি? কি করে একজনের মগজ ধোলাইয়ের পর কাজে লাগাতে হয় তা আমার কাছ থেকে শিখে নাও। মেয়েটা এখন তার পাশেই থাকুক। তুমি

www.crusadeseries.com

এদিকে আসো, বসো আমার পাশে।'

ওরা এক জায়গায় গিয়ে পড়ে থাকা এক গাছের গুড়ির ওপর বসলো। খৃষ্টানটি তাকে বললো, 'এখন তাঁকে আর হাশিশ পান করাবে না। তার নেশার উন্মাদনা শেষ হতে দাও। ওকে দিয়ে সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করানো শুধু নয়, তার বাহিনী দিয়ে আইয়ুবীর বাহিনীতে বিদ্রোহ করাতে হবে।

আমি অনেক দেরীতে এখানে পৌছেছি, নইলে তার এ অবস্থা করতে দিতাম না। স্বজ্ঞানে রেখে তাকে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর শত্রু বানাতে হবে।

তোমরা তাকে অপহরণ করে আনতে পেরেছো এ জন্য তোমাদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি তোমাদের সাহসিকতা ও কৌশলের প্রশংসা করি। আর এ জন্য তোমাদের এত অধিক মূল্য দেবো যা তোমরা এর আগে কোথাও পাওনি।

আমার শুধু আফসোস, তোমরা তাকে হাশিশ পান করিয়ে অসম্ভব দুর্বল করে ফেলেছো। এতে আমার কাজের অসুবিধা হবে। এখন তাকে সেই সরবত ও গুড়ো ঔষধ পান করাও, যাতে তার নেশা ছুটে যায়।'

খৃষ্টানরা গোয়েন্দাগিরী ও সন্ত্রাসী কর্মতৎপরতায় আনাড়ী ছিল না। আইয়ুবী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম শাসকদের আনুগত্য আদায়ের দিকে মনযোগ দিলে এ ক্ষেত্রে তারা আরো সুযোগ পেয়ে যায়। তারা আইয়ুবীর বাহিনীর কৌশল ও দক্ষতা সম্পর্কে যেমন অবগত ছিল তেমনি জানতো সাধারণ মুসলমান ও আমীর

www.crusadeseries.com

ওমরাদের স্বভাব দুর্বলতা ও চাহিদা সম্পর্কে।

তারা তাদের দৃষ্টি সুলতান আইয়ুবীর বাহিনীর উপর যেমন নিবদ্ধ রেখেছিল তেমনি বিভিন্ন ছোট রাজ্যের মুসলিম শাসকদের ত্রুটিগুলো সম্পর্কেও সজাগ ছিল। তারা এইসব শাসকদেরকে তাদের ষড়যন্ত্র ও লোভের শিকার বানানোর প্রচেষ্টায় আরো কুশলী হলো, যেন সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকে।

এইসব খৃস্টানদের সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছিল ইহুদী জাতি। তারা তাদের অঢেল অর্থ ও সুন্দরী মেয়েদেরকে এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছিল। ইহুদী বিশেষজ্ঞরা বুদ্ধি, পরিকল্পনা, অর্থ ও মেয়ে দিয়ে খৃস্টানদের অপূর্ণতা পূর্ণ করে দিচ্ছিল।

মুসলমান শাসক গোষ্ঠীকে তারা কয়েকটি দলে বিভক্ত করে নিল। এক দলের পেছনে লেলিয়ে দিল সুন্দরী মেয়েদের। তারা তাদের যৌবন, মদ ও সম্পদের বিনিময়ে তাদের ঈমান কিনে নিচ্ছিল।

অপর দলটিকে উস্কানী দিচ্ছিল তাদের পৃথক রাজ্য গঠনের জন্য। তাদের মনে জাগিয়ে তুলছিল স্বাধীন থাকার বাসনা ও শাসক হওয়ার স্বপ্ন।

আর তৃতীয় দল ছিল যারা দেশ ও জাতির স্বার্থে নিবেদিতপ্রাণ ও খাঁটি মুসলমান। এদেরকে কোন প্রলোভনে জড়ানো যাবে না ভেবে ওদের জন্য তারা নিয়েছিল ভিন্ন প্রোগ্রাম। প্রথম কাজ ছিল তাদের নামে নানা মিথ্যা অপবাদ ছড়ানো, যাতে জনগণের

www.crusadeseries.com

কাছে তারা ঘৃণার বস্তুতে পরিণত হয়। দ্বিতীয় পথ হিসাবে তারা বেছে নিয়েছিল গুপ্তহত্যা, অপহরণ এইসব অন্তর্ঘাতমূলক কাজ।

সুলতান আইয়ুবীর বাহিনীর মধ্যে কারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল, যাদেরকে ছলে বলে কৌশলে নমনীয় করা সম্ভব তাদেরও একটি তালিকা করে নিয়েছিল তারা। আরেক দলকে তারা কপট বিপ্লবী বানিয়ে ভিড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছিল সুলতানের দলে।

তাদের কাজ ছিল সুলতানের গোপন পলিসি সম্পর্কে অবগত হয়ে সে ব্যাপারে খৃস্টানদের সতর্ক এবং সজাগ করা। সুযোগ পেলে অতি বিপ্লবী আচরণের মাধ্যমে সৈন্যদের বিভ্রান্ত করে তাদেরকে খৃস্টানদের পাতা ফাঁদে ফেলে দেয়া।

এসব কাজ তারা চালিয়ে যাচ্ছিল পরিকল্পনা মত এবং বিরামহীনভাবে। শেষোক্ত দলের কিছু সদস্য বিশ্বস্ততার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে সেনা বিভাগের উপর মহলেও আধিপত্য বিস্তার করে নিয়েছিল। তারা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মুসলিম সৈন্যদের দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করানোর চেষ্টা করছিল।

যদিও অপহরণ ও হত্যার পরিকল্পনা তাদের ছিল কিন্তু বাস্তবে তার দৃষ্টান্ত খুব কমই ছিল। এ কাজের জন্য তারা ব্যবহার করতো হাসান বিন সাবাহর পেশাদার ভাড়াটিয়া খুনীদের।

সেনাপতি হাবিবুল কুদ্দুস এমন সামরিক অফিসার ছিলেন যাকে প্রলোভন বা ভীতির মাধ্যমে কব্জা করা সম্ভব ছিল না। অথচ

তাকে হত্যা করার চেয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণে নিতে পারলে তাদের লাভ হবে প্রচুর।

খৃষ্টানরা ভেবে দেখলো, তাকে হত্যা করলে সে একা নিহত হবে আর যদি তাকে নিয়ন্ত্রণে নেয়া যায় তবে মিশরের সেনাবাহিনীর সাত হাজার দুর্ধর্ষ সৈন্যকে কাজে লাগানো যাবে তাদের নিজের বাহিনীর বিরুদ্ধে। এই সাত হাজার সৈন্য যে সাফল্য বয়ে আনতে পারবে খৃষ্টানদের পঞ্চাশ হাজার সৈন্য দিয়েও তা সম্ভব নয়, এটা তারা ভাল করেই জানতো।

খৃষ্টান গোয়েন্দাদের রিপোর্ট হচ্ছে, 'এ ব্যক্তি ঈমান বিক্রি করার লোক নয়। এ লোক জীবন দেবে কিন্তু আপোষ করবে না, বশও মানবে না। তার ঈমান এত মজবুত, জেহাদী জোশ এত তীব্র যে, যদি তাঁর নেতৃত্বে তার বাহিনীকে এক লাখ সৈন্যের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে বলা হয়, তবে সন্ধ্যার সূর্য যত তাড়াতাড়ি আসে তারচে তাড়াতাড়ি তাঁর সামনে শত্রুর লাশের পাহাড় জমে যাবে।'

সুলতান আইয়ুবী যেভাবে মুসলিম রাজ্যগুলোর আনুগত্য আদায় করে নিচ্ছে তাতে খৃষ্টানরা প্রমাদ গুণলো। তারা ভেবে দেখলো, যদি সুলতান আইয়ুবীর দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরানো না যায় তবে তার পরবর্তী পদক্ষেপ হবে ফিলিস্তিন।

এ সময় তাকে পেছনে টেনে আনার একটাই উপায়, মিশরে বিদ্রোহ ঘটানো। কাকে দিয়ে এ কাজ করা যায় তার অনুসন্ধানে লেগে গেল তারা। এ জন্য তারা কয়েকজন সেনাপতিকে টার্গেট করলো।

www.crusadeseries.com

যুবতী ও অসাধারণ সুন্দরী মেয়েদেরকে অসহায় ও মজলুমের ছদ্মবেশে সাহায্যের নাম করে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিল। আবার কোন সুন্দরীকে পাঠালো তার নিজস্ব প্রয়োজনের উসিলায়। সুন্দরী মেয়েদের অনুষ্ঠানে তাদের দাওয়াত পাঠালো। কিন্তু কিছুতেই তাদের কাউকে জালে আটকাতে পারলো না মেয়েরা। যেন এসব অফিসাররা মানুষ নয়, এক একটা পাথর। কিন্তু মিশরে একটি বিদ্রোহ ঘটানো না গেলে আইয়ুবীর অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার কোন উপায় নেই।

খৃষ্টানরা এবার মরিয়া হয়ে উঠলো। এখনি একটা বিদ্রোহ ঘটাতে না পারলে সুলতান আইয়ুবী আরব সিরিয়া ও ফিলিস্তিন অঞ্চলের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসবে। এরই মধ্যে অধিকাংশ মুসলিম শাসক তার তলোয়ারের ঝলক দেখে তার বশ্যতা মেনে নিয়েছে। এখন যে কোন মুহূর্তে তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসের পথ ধরতে পারেন।

ইতিপূর্বে খৃস্টানরা সুদানীদেরকে মিশর বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। তাদের উস্কানীতে সুদানী বাহিনী মিশর আক্রমণও করে ছিল, কিন্তু সুদানী সেনাবাহিনীতে অধিকাংশ ছিল সেখানকার হাবশী সেনা। হাবশীরা সাধারণত আত্মপূজারী হয়। ফলে জীবনের মায়া তাদের বেশী।

তাদের ব্যর্থতার দ্বিতীয় কারণ ছিল, তারা দল বেঁধে যুদ্ধ করে এবং দল বেঁধেই পলায়ন করে। প্রতিরোধের তীব্রতা দেখে একজন যেই পালাতে গেল, দলে হলে তার পিছু নিল অন্যরা। তাই খৃস্টানরা তাদেরকে মিশরের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়

www.crusadeseries.com

কমিয়ে সুবিধা করতে পারেনি।
অতীত অভিজ্ঞতার কারণে খৃস্টানরা মিশরের সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ করানো ছাড়া বিকল্প কিছু চিন্তা করতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত তারা এই বিদ্রোহের জন্য বেছে নিল সেনাপতি হাবিবুল কুদ্দুসকে।
তারা জানে, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। কিভাবে হাবিবুল কুদ্দুসকে হাতের মুঠোয় পাওয়া যায় সে উপায় খুঁজতে গিয়ে অবশেষে খৃস্টান গোয়েন্দা বিভাগের বিশেষজ্ঞরা তাকে অপহরণ করার সিদ্ধান্ত নিল। এ কাজের দায়িত্ব দিল হত্যা ও অপহরণে পারদর্শী পেশাদার খুনীচক্র হাসান বিন সাবাহর ফেদাইন দলকে। তাদের চাহিদা মত মূল্য দিয়েই হাবিবুল কুদ্দুসকে হাতে পেতে রাজি হলো খৃস্টানরা।
ছিনতাইয়ের পরিকল্পনা পাকা করে এক সন্ধ্যায় দুই লোক তাঁর বাড়ী গেল। তারা একটি গ্রামের নাম নিয়ে বললো, 'সেখানকার মসজিদের ছাদ নষ্ট হয়ে গেছে। এখন পুরো মসজিদটা মেরামত বা পুনর্নির্মাণ করতে হবে। সন্ধ্যার পর সেখানে গ্রামের লোকেরা সমবেত হবে। আপনি সেখানে চলুন যাতে সকলেই মুক্ত মনে মসজিদে দান করার উৎসাহ পায়।'
আগত দুই ব্যক্তিকে বেশভূষায় মসজিদের ইমাম ও খাদেম মনে হচ্ছিল। তিনি ইতস্তত করলে তারা মসজিদ নির্মাণ ও মেরামতে সহযোগিতা করলে ইহ ও পরকালে কি সওয়াব ও কল্যাণ পাওয়া যাবে তার এক আবেগময় বক্তৃতা দিয়ে ফেলল তার সামনে। তিনি এই দুই বুজুর্গের আবদার ফেলতে না

www.crusadeseries.com

পেরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলেন।
তারা যখন শহরের বাইরে এলো তখন আরও চার ব্যক্তি এসে যোগ দিল তাদের সাথে। চেহারা সুরতে তাদেরও আলেম মনে হচ্ছিল। সবাই গ্রামের পথ ধরে এগিয়ে চললো মসজিদের দিকে।
রাতের অন্ধকার গ্রাস করে নিয়েছিল প্রকৃতি। তারা এক পুরাতন ও বিধ্বস্ত মহলের কাছাকাছি চলে এলো। এলাকাটা ছিল নির্জন। রাতের অন্ধকারে ছয়জন তাকে জাপটে ধরলো। তিনি কিছু বুঝে উঠার আগেই একজন তার নাকে চেপে ধরলো একটি ভেজা রুমাল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জ্ঞান হারালেন।
তারা তাকে ধরাধরি করে সেই বিধ্বস্ত নির্জন কামরায় নিয়ে গেল। তারপর যখন তার জ্ঞান ফিরলো তখন একজন বললো, 'এখন কেমন বোধ করছেন? এ ঔষধটুকু খেয়ে নিন, ভাল হয়ে যাবেন।'
এভাবে ছলনার আশ্রয় নিয়ে তাকে প্রথম ডোজ হাশিশ পান করানো হলো। নেশার রাজ্যে ডুবে গেলেন তিনি।
সেই রাতেই তাকে নিয়ে আসা হলো এই নির্জন পরিত্যক্ত শহরে। এখানে আগে থেকেই ফেদাইনরা তাদের ঘাঁটি বানিয়ে নিয়েছিল। নিরাপদ ঘাঁটিতে এনে অপহরণকারীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।
ফেদাইন নেতা এখানে তাকে ক্রমাগত হাশিশ পান করাতে লাগলো। নেশার ঘোরে চলছিল তাকে সম্মোহিত করার প্রচেষ্টা। এই বিরান কামরায় তাঁর আরাম আয়েশের দিকেও

www.crusadeseries.com

ছিল ছিনতাইকারীদের পূর্ণ মনযোগ।
বিলাসিতার যাবতীয় সামগ্রী এনে জমা করেছিল তার জন্য। তার সেবার জন্য ছিল দুইজন যুবতী মেয়ে। তারা শুধু সুন্দরী ছিল না, মানুষের মন ভুলিয়ে তাদের মধ্যে পশু স্বভাব জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রেও তারা ছিল সমান পারদর্শী।
তারা জানতো, এই সেনাপতিকে কেন এখানে ধরে আনা হয়েছে। তারা পুরস্কারের আশায় নিজে থেকেই তার মন মগজ ধোলাই করার কাজে লেগে গেল।
মানুষকে হাশিশ পান করিয়ে সম্মোহিত করার বিশেষ পদ্ধতি আছে। হাশিশ পরিবেশনেরও বিশেষ মাত্রা আছে। তারা নিয়ম মাফিক সেই প্রক্রিয়ায় তাকে হাশিশ পান করাতো এবং চেতনার একটি বিশেষ অবস্থানে এলে তার ওপর প্রয়োগ করতো সম্মোহন বিদ্যা।
তার চেতনা যখন উপলব্ধি করার পর্যায়ে এসে পৌঁছতো তখন আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথার যাদু দিয়ে তার মাথার মধ্যে এক নতুন ধারণা সৃষ্টি করা হতো। একেই বলে হিপনোটিজম।
অর্ধ উলঙ্গ সুন্দরী মেয়েরা এ সময় তার সামনে নাচতো। এক ইন্দ্রজালিক আবহ তৈরী করা হতো ঘরের মধ্যে। নতুন এক দুনিয়ায় পদার্পন ঘটতো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির।
কয়েকদিন ধরে হাবিবুল কুদ্দুসের উপর এই প্রক্রিয়া চালানোর পর দেখা গেল তার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। তারা তার মধ্যে নতুন স্বপ্ন বুনতে শুরু করলো। তাদের সাথে কাজে নেমে পড়লো ফেদাইন নেতা। সে হাবিবুল কুদ্দুসকে আইয়ুবীর

www.crusadeseries.com

বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তুলতে লাগলো।
কয়েক দিন পর তারা ধরে নিল, তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। হাবিবুল কুদ্দুসের চিন্তা চেতনা কব্জা করে নিতে পেরেছে তারা।
ওদিকে মিশরের গোয়েন্দা বিভাগ ও পুলিশের গোয়েন্দারা অধীরভাবে ছুটাছুটি করছিল তার সন্ধানে। তাদের কারো কারো ধারণা, তিনি হয়তো সুদানী বা খৃস্টানদের কাছে চলে গেছেন।
আলী বিন সুফিয়ান তাকে অপহরণ করা হয়েছে এমন সন্দেহ পোষণ করলেও তার কোন প্রমাণ তার কাছে নেই। তাই তিনিও ধরে নিলেন, তিনি হয় অপহৃত হয়েছেন নয়তো নিজেই দল বদল করে চলে গেছেন দুশমন শিবিরে।
কিন্তু যখনি তার মানসপটে ভেসে উঠতো দ্বীনের প্রতি হাবিবুল কুদ্দুসের অনুরাগ, জেহাদের ব্যাপারে তার নিষ্ঠা ও তৎপরতা, তখনি তিনি কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে যেতেন।
সেনাবাহিনীর এমন একজন বিশ্বস্ত অফিসারের অন্তর্ধানে কি করা যায় তা জানার জন্যই তিনি মিশরের ভারপ্রাপ্ত আমীরের অনুমতি নিয়ে সুলতান আইয়ুবীর কাছে কাসেদ পাঠিয়েছিলেন।
তার আশা ছিল, তিনি তাঁর বিশ্বস্ত গোয়েন্দাদের মাধ্যমে তার কোন সন্ধান অবশ্যই পেয়ে যাবেন। গোয়েন্দারা তাঁর খোঁজে চারদিকে অনুসন্ধান চালাচ্ছিল। কিন্তু যতই সময় গড়াচ্ছিল ততোই এটা বুঝা যাচ্ছিল, মিশরের মাটিতে তার আশা করা বৃথা।
আলী এটাও গভীরভাবে লক্ষ্য রাখছিলেন, আইয়ুবীর সেনাদলের

www.crusadeseries.com

আর কোন কমান্ডার বা অফিসার নিখোঁজ হয় কিনা? কিন্তু এতদিনেও এ ধরনের আর কোন ঘটনা ঘটেনি।

খৃস্টান নেতা হাবিবুল কুদ্দুসের সেই বিরান কামরায় ফিরে এলো। এসেই খবর নিল তাকে হাশিশের ক্রিয়া নষ্টকারী ঔষুধ খাওয়ানো হয়েছে কি না?

মেয়েটি জানালো, তাকে সে ঔষুধ সেবন করানো হয়েছে। লোকটি হাবিবুল কুদ্দুসের নেশা ছুটে যাওয়ার অপেক্ষায় সেখানে বসে রইলো।

রাত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হাবিবুল কুদ্দুসের নেশার ঘোর কাটছিল না। খৃস্টান নেতা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে জেগে তার নেশার ঘোর কাটার অপেক্ষা করলো। রাত অধিক হয়ে যাওয়ায় শেষে সে শুতে চলে গেল। যাওয়ার সময় মেয়েদের বলে গেল, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে তাকে যেন খবর দেয়া হয়।

পরের দিন। হাবিবুল কুদ্দুসের পাশে এসে বসলো খৃস্টান নেতা। তিনি তখনও নেশার ঘোরে গভীর ঘুমে তলিয়ে আছেন। খৃস্টান নেতা চিন্তায় পড়ে গেল। সে ফেদাইন নেতাকে অতিরিক্ত হাশিশ পান করানোর জন্য গালাগালি করে মনের ঝাল ঝাড়তে লাগলো।

ফেদাইন নেতা কাচুমাচু হয়ে বললো, 'আমার কি দোষ? একজন সেনাপতি যে এত দুর্বল তা আমি কেমন করে জানবো?'

www.crusadeseries.com

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙলো হাবিবুল কুদ্দুসের। তিনি চোখ খুলে এদিক ওদিক দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগলেন। যখন তাঁর দৃষ্টি খৃস্টান নেতার উপর পড়লো সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে বসলেন এবং গভীরভাবে তাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

'আমার বড়ই দুঃখ যে, এই লোকেরা আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে।' খৃস্টান নেতা বললো, 'আপনি বেশী অধীর ও বিস্মিত হবেন না। এই হতভাগারা আপনাকে হাশিশ পান করাচ্ছিল এবং আপনাকে মজার মজার স্বপ্ন দেখাচ্ছিল।

আপনি ফেদাইনদের কার্যকলাপ ও হাশিশের ক্রিয়া সম্পর্কে নিশ্চয় অবগত আছেন? ফেদাইনরা মুক্তিপণের লোভে আপনাকে অপহরণ করেছিল। খবরটা জানতে পেরেই আমি ছুটে এসেছি।

এখন থেকে আপনি আর নিজেকে বন্দী মনে করবেন না। আমি তাদের পাওনা মিটিয়ে দেবো এবং আপনার প্রাপ্য সম্মান ফিরিয়ে দেবো। আগে জানতে পারলে আপনার ওপর যে অত্যাচার হয়েছে সেটুকুও করতে দিতাম না।'

'এই লোকেরা আমাকে ধোঁকা দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে।' হাবিবুল কুদ্দুস বললেন, 'এরা সম্ভবত আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে গিয়েছিল।'

তিনি দৃষ্টি ঘুরিয়ে চারদিকে দেখলেন এবং বিস্ময়ের সাথে বললেন, 'সেই জায়গাটা খুব সুন্দর ছিল। কে আমাকে এখানে এনেছে?'

'আপনি নিজেকে সজাগ করুন।' খৃস্টান নেতা বললো, 'আগে

যা দেখেছেন সেটা হাশিশের প্রভাব। আপনি প্রথম থেকেই এখানে আছেন।'

'আপনি বলছেন আমাকে ছিনতাই করা হয়েছিল এবং ছিনতাই করেছিল ফেদাইনরা।' হাবিবুল কুদ্দুস সত্য উদঘাটনের জন্য গম্ভীর স্বরে বললেন, 'তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি কে?'

'আমি আপনার এক মুসলমান ভাই।' খৃস্টান লোকটি বললো, 'আমি আপনার কাছ থেকে কিছু চাই না, বরং আপনাকে কিছু দিতে চাই।'

'যদি আমি দেয়া-নেয়ার ব্যাপারটি অস্বীকার করি?' হাবিবুল কুদ্দুস বললেন।

'তবে আপনি এখান থেকে কোনদিনই জীবিত বেরোতে পারবেন না।' খৃস্টানটি তাকে বললো, 'আপনি কায়রো থেকে এত দূরে যে, যদি আপনাকে মুক্তি দেয়া হয় তবুও আপনি রাস্তাতেই মারা যাবেন।'

'সেই মৃত্যুই তো আমি চাই। তাতেই আমার জীবন ধন্য হবে।' হাবিবুল কুদ্দুস বললেন, 'কিন্তু আমি শত্রু শিবিরে বন্দী অবস্থায় মরতে চাই না।'

'আপনি বন্দী নন আর আমিও আপনার শত্রু নই।' খৃস্টানটি বললো, 'এই শয়তানরা আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে আপনার মনে অহেতুক ভয় ও সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছে।

আপনি বুঝতে চেষ্টা করুন, আপনাকে অপহরণ করেছে ফেদাইনরা। আর আপনি ভাল করেই জানেন ফেদাইনরা পেশাদার খুনী ও সন্ত্রাসী। আপনাকে অপহরণ করার উদ্দেশ্য

www.crusadeseries.com

কিছু মুক্তিপণ আদায় করা। এরাও আপনার দুশমন নয়, আমি তো নই-ই। আপনার সাথে আমার জরুরী কিছু কথা ছিল।'

'সে কথা বলার জন্য আমাকে ছিনতাই করে এত দূরে নিয়ে আসার কি প্রয়োজন ছিল?'

'আমি ছিনতাই করিনি বরং ছিনতাইকারীদের থেকে আপনাকে মুক্ত করতে এসেছি।'

'কেন আপনি আমাকে মুক্ত করবেন? তাতে আপনার লাভ?'

'লাভ তো অবশ্যই কিছু আছে। সে কথাই আপনাকে বলতে চাই। সে জন্যই তো আপনার কাছে ছুটে এসেছি।'

'তাতে বুঝা যাচ্ছে, অপহরণকারীরা জানতো আমাকে তোমার দরকার। তাই তারা অপহরণ করে তোমাকে খবর দিয়েছে। তাতে কি এটাই প্রমাণ হয় না যে, তুমিই তাদের দিয়ে আমাকে অপহরণ করিয়েছো?'

'যদি আপনি এমনটি মনে করেন তাতেও আমার করার কিছু নেই। সত্যি আপনাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন। আমার বুকে এমন কিছু কথা আছে যা আপনার বুকে দেয়া দরকার।'

'সে কথা তুমি আমাকে কায়রোতেও বলতে পারতে!'

'যদি আমি সে কথা কায়রোতে আপনার সঙ্গে বলতাম তবে দু'জনেই কায়রোর কারাগারে বন্দী থাকতাম।' খৃস্টান বললো, 'কারণ সেখানে আলী বিন সুফিয়ান ও পুলিশ সুপার গিয়াস বিলকিসের গোয়েন্দারা দ্বারে দ্বারে ও পদে পদে তল্লাশী চালাচ্ছে।'

হাবিবুল কুদ্দুসের চেতনা ও জ্ঞান সম্পূর্ণ ফিরে এসেছিল। তাঁর

www.crusadeseries.com

মস্তিষ্ক নেশার ঘোর থেকে মুক্ত হয়ে আবার স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারছিল। তিনি বুঝতে পারলেন, তিনি এখন খৃস্টান দূর্বত্তদের হাতে পড়ে কোন দুর্গম স্থানে অবস্থান করছেন। তিনি গলার স্বর ও ভঙ্গি পাল্টে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি ক্রুসেডার, নাকি সুদানী?'

'আমি মিশরের লোক।' লোকটি উত্তর দিল, 'আর আপনিও মিশরী। আপনি ইরাকী, সিরিয়ান বা আরবী নন। মিশর মিশরীয়দের। এটা নূরুদ্দিন জঙ্গী বা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বংশগত জায়গীরদারী নয়। এটা ইসলামী রাজ্য, এখানে আল্লাহর শাসন থাকবে। তবে তার দায়িত্ব ও ব্যবস্থাপনা এবং শাসনকার্যে নিয়োজিত থাকবে মিশরীয় মুসলমানরা। আপনি কি মনে করেন, মিশরের উপর শাসন চালানোর জন্য বাগদাদ বা দামেশক থেকে লোক আমদানী করতে হবে?

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী নিজে ইরাকী, শাসক হয়েছেন মিশরের। এখন সিরিয়ার সাথে তাকে যুক্ত করে নিজের বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চাচ্ছেন।'

'তুমি কি মিশরকে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কবল থেকে মুক্ত করার জন্য আমাকে উস্কানী দিচ্ছো?'

'আমি জানি আপনি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে পয়গম্বর মনে করেন না। তবে তাকে আপনি নিজের মুরশিদ বা নেতা মনে করেন।' খৃস্টান লোকটি বললো, 'আমি তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলবো না। কারণ সুলতান আইয়ুবীর মধ্যে অনেক ভাল গুণ আছে। আমিও তাঁকে আপনার মতই যোগ্য মনে করি।

www.crusadeseries.com

কিন্তু আমাদের চিন্তা করতে হবে, তিনি আর কতকাল জীবিত থাকবেন? তাঁর পরে তাঁর সন্তান বা ভাইয়ের হাতে শাসন ক্ষমতা যাবে। তারা তো আর সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর মত হবে না, তখন মিশরের ক্ষমতা চলে যাবে আরেক ফেরাউনের হাতে।'

'আমাকে দিয়ে তুমি কি কাজ উদ্ধার করতে চাও?'

'যদি আপনি আমার কথা বুঝে থাকেন তবে আমি আপনাকে বলবো, আপনি কি করতে পারেন।' খৃস্টান লোকটি বললো, 'যদি আপনার মনে আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ থাকে তবে তা আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। প্রথমে আপনার মনের সন্দেহ দূর হওয়া দরকার। আপনি ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করে নিন।'

লোকটি বললো, 'আপনি এইমাত্র জেগেছেন। ফেদাইন হতভাগাদের দেয়া হাশিশের ক্রিয়া এখনও আপনার উপরে কাজ করছে। আগে আপনি সুস্থ হোন, তারপর ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখবেন আমার কথা।

এখন আর কথা নয়। আমি আপনার কাছে খাবার পাঠাচ্ছি, আগে খেয়ে নিন। কয়েকদিন ধরে শয়তানরা আপনার গোসলেরও কোন ব্যবস্থা করেনি দেখছি।

আমি আপনাকে এক ঝর্ণার ধারে পাঠাচ্ছি। আগে পুরোপুরি সুস্থ হোন। ভালভাবে চিন্তাভাবনা করেই যে কোন কাজের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। তাতেই মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত থাকে বলে আমার বিশ্বাস।'

লোকটি সেখান থেকে উঠে অন্য কোথাও চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে এক লোক এসে বললো, 'আমার সঙ্গে চলুন, আহারের পূর্বে গোসলটা সেরে নিবেন।'

বিরান মহলের সেই কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। তাকে এমন এক রাস্তা দিয়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো যে রাস্তা দুই পাহাড়ের সংকীর্ণ ফাটলের মধ্য দিয়ে চলে গেছে।

তারা কিছু দূর যাওয়ার পর একটু ফাঁকা জায়গা পাওয়া গেল এবং তার সামনেই দেখা গেল স্বচ্ছ এক ঝরণা। পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্ণার পানি যেখানে পড়ছিল সেখানে বেশ কিছুটা জায়গা নিয়ে তৈরী হয়েছিল একটি গভীর জলাশয়। তারপর সেই পানি জলাশয় থেকে একটি প্রশস্ত নালা বা খাল দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল ফোরাতের দিকে।

ঝর্ণার পানি ছিল খুবই স্বচ্ছ! তিনি অবাক হয়ে দেখলেন পাহাড়ী ঝর্ণার পানি যেখানে পড়ছে সেখানে দুটি মেয়ে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় একে অন্যের দিকে হাত দিয়ে পানি ছিটাচ্ছে।

এ দৃশ্য দেখে হাবিবুল কুদ্দুস থেমে গেলেন এবং নিজের মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন। হাবিবুল কুদ্দুসের সঙ্গের লোকটি বললো, 'কি হলো, থামলেন কেন? চলুন।'

মেয়ে দুটি আওয়াজ শুনে ওদের দেখতে পেয়েই চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে পাড়ে উঠে এলো এবং পড়িমড়ি করে ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

তিনি এই নির্জন ও বিরান অঞ্চলে এমন সুন্দরী পরীর মত মেয়েদেরকে জ্বীন পরী বা ভূত বলে ধারনা করলেন। সেনাপতি

www.crusadeseries.com

হাবিবুল কুদ্দুস মেয়েদের চিৎকার শুনে নিজের অজান্তেই আবার ফিরে তাকালেন ওদিকে। কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন সেখানে কোন মেয়ে নেই।

তিনি চারদিকে তাকালেন। সর্বত্রই শুধু পাহাড় ও বিরান মহলের ধ্বংসাবশেষ। নিজের সাথে আসা লোকটিকে ছাড়া আশেপাশে তিনি আর কাউকে দেখতে পেলেন না।

তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সাথে আসা লোকটি 'চলুন' বলেই খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়লো।

হাবিবুল কুদ্দুস দ্রুত এগিয়ে গেলেন তার কাছে এবং তাকে কোন কিছু বুঝার সুযোগ না দিয়েই ঝট করে নিজের দৃঢ় বাহু দিয়ে তার গলা পেঁচিয়ে ধরলেন।

লোকটি ঘটনার আকস্মিকতায় রীতিমত ঘাবড়ে গেল। হাবিবুল কুদ্দুসের দৃঢ় হাতের চাপে তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এলো।

সেনাপতি এক হাতে পিছন থেকে তার গলা পেঁচিয়ে ধরে অন্য হাতে তার পেটে ও বুকে ভীষণ জোরে ঘুষি চালালেন।

হাবিবুল কুদ্দুসের বেদম মারের চোটে লোকটি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রায় মরতে বসেছিল, কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত ঘুষি বন্ধ করে তার নুয়ে পড়া মাথাটি উঁচু করে ধরলেন এবং হাতের চাপ ছেড়ে দিলেন। লোকটি ভুস করে দম ছাড়লো।

হাবিবুল কুদ্দুস আবার তার গলা টিপে ধরে তাকে টেনে নিয়ে এক ঘন ঝোঁপের মধ্যে ফেলে দিলেন এবং দ্রুত সেখান থেকে পালালেন।

পাহাড়ের পাশ দিয়ে একটি সরু রাস্তা সামনের দিকে এগিয়ে

www.crusadeseries.com

গেছে। চারদিকে চোখ বুলাতে গিয়ে আগেই রাস্তাটি দেখেছিলেন তিনি। পেছনে মহলের ধ্বংসাবশেষের দিকে না গিয়ে তিনি সেই রাস্তা দিয়ে ছুটলেন। কিছু দূর গিয়ে পাহাড়ের বাঁক ঘুরেই থমকে দাঁড়ালেন তিনি। সেখানে এক লোক বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

লোকটি হাবিবুল কুদ্দুসকে দেখলেন। তার মধ্যে বিস্ময় বা ভয় কোনটাই নেই। যন্ত্রচালিতের মত সে শুধু একটি কথাই বললো, 'ফিরে যান।'

হাবিবুল কুদ্দুস ছিলেন নিরস্ত্র। এর হুকুম অমান্য করলে লোকটি যে তাকে শিকারী পশুর মতই বর্শাবিদ্ধ করে মহলে ফিরিয়ে নেবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ অবস্থায় খালি হাতে তার সাথে লাগতে যাওয়া নিরর্থক ভেবে তিনি মাথা নত করে পিছনে ফিরলেন।

তিনি মাত্র কয়েক পা এগিয়েছেন এই সময় খৃস্টান প্রহরী তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো এবং হেসে বললো, 'আমি আপনাকে জ্ঞানী মনে করেছিলাম।' খৃস্টান প্রহরী তাকে আরো বললো, 'আপনি এ ধ্বংসস্তুপ থেকে বের হতে পারবেন না। আহাম্মকি না করে গোসল সেরে নিন। আসুন আমার সঙ্গে।'

তিনি সেই ঝর্ণার পানিতে গোসল করে কাপড় পাল্টে চলে এলেন। খৃস্টান প্রহরী তাঁকে মহল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। পথে তিনি খৃস্টানটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওই মেয়েগুলো তোমাদের সাথেই আছে?'

'এমন জনশূন্য বিরান স্থানে কিছু আলো তো সঙ্গে রাখাই

www.crusadeseries.com

দরকার।' খৃস্টানটি বললো, 'আপনার কি তিনটি স্ত্রী নেই? বাড়ীতে যার এক সাথে তিন স্ত্রী দরকার হয় এমন জনশূন্য বিরান প্রান্তরে তার কি কোন মেয়ে মানুষের দরকার হতে পারে না?

আপনার যদি প্রয়োজন না থাকে ভাল কথা, কিন্তু যদি আপনি এই নির্জন স্থানে একাকীত্বের কষ্ট পান তবে এই মেয়েদের যাকে খুশী ডাক দেবেন, আপনার কষ্ট তারা দূর করে দেবে।'

মহলে প্রবেশ করলে এক মেয়ে নাস্তা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার কামরায় এলো। হাবিবুল কুদ্দুস এ মেয়েটিকে আগেও দেখেছেন। মেয়েটি তার সামনে নাস্তা রেখে নিজেও তার পাশে বসে গেল। কামরায় খৃস্টান নেতা ছিল, সে বাইরে চলে গেল। মেয়েটি তার পাতে খাবার তুলে দিতে লাগলো এবং তার সাথে আপনজনের মত গল্প জুড়ে দিল। মেয়েটির কথার যাদু ও অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন হাবিবুল কুদ্দুস। খাওয়া শেষ হওয়ার পরও গল্প চলতে লাগলো তাদের।

অনেকক্ষণ পর খৃস্টান নেতা ফিরে এলে মেয়েটি সেখান থেকে উঠে চলে গেল। হাবিবুল কুদ্দুস অনুভব করলেন, মেয়েটি চলে যাওয়ায় তার বেশ খারাপই লাগছে।

'আপনি স্বাধীন মিশরের প্রধান সেনাপতি হবেন।' খৃস্টান তাঁকে বললো, 'আপনার বাহিনীতে যে তিন হাজার পদাতিক সৈন্য, দুই হাজার অশ্বারোহী ও দুই হাজার তীরন্দাজ আছে তারা আপনার একান্ত অনুগত ও ভক্ত। আপনি তাদের সাহায্যে মিশরের শাসন ক্ষমতা দখল করতে পারবেন।'

'সালাহউদ্দিন আইয়ুবী আক্রমণ চালালে আমি কি এই বাহিনী দিয়ে মিশরকে তাঁর আক্রমণ থেকে বাঁচাতে পারবো?'

'সুদানী মুসলমান, যারা এক সময় মিশরের সেনাবাহিনীতে ছিল, তারা আমাদের সাথে থাকবে।' খৃস্টানটি বললো, 'সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সৈন্যদের মধ্যেও যারা মিশরের অধিবাসী, তাদের কাছে আমি এ খবর পৌছে দেবো। তাদের জানাবো, এটা গৃহযুদ্ধ নয়, বরং এটা মিশরকে স্বাধীন করার এক চূড়ান্ত প্রচেষ্টা।' খৃস্টান লোকটি আরো বললো, 'আপনি আপনার বাহিনী দিয়ে বিদ্রোহ করাবেন। আপনাকে সামরিক সাহায্য দেয়ার ব্যবস্থা আমি করবো।'

কিভাবে এই বিদ্রোহ তিনি সংগঠিত করবেন তার একটি নীলনকশা হাবিবুল কুদ্দুসের সামনে তুলে ধরলো খৃস্টান নেতা। বিস্তারিত আলোচনার পর জিজ্ঞেস করলো, 'এবার বলুন, এ পরিকল্পনা আপনার কেমন লাগছে?'

হাবিবুল কুদ্দুস বিষয়টিকে আর হালকাভাবে নিতে পারলেন না। তিনি এটুকু বুঝলেন, খৃস্টানরা আঁটঘাট বেঁধেই এ কাজে নেমেছে। অতএব এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তারা করবেই।

তিনি খৃস্টান নেতার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন। খৃস্টানটি আবার বললো, 'কি ভাবছেন?'

'ভাবছি, তুমি যে পরিকল্পনা দিলে তা সফল হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু?'

খৃস্টানটি বুঝে নিল টোপ গিলতে শুরু করেছেন হাবিবুল কুদ্দুস। অনেকক্ষণ পর হাবিবুল কুদ্দুস বললেন, 'যদি আমি কায়রো

www.crusadeseries.com

ফিরে যেতে না পারি তবে আমার বাহিনীকে কেমন করে বিদ্রোহে রাজি করাবো?'

'আপনাকে ফিরে যেতে হবে না।' খৃস্টানটি বললো, 'আপনি এখানে থেকেই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিতে পারবেন। আপনার খুব বিশ্বাসভাজন কাউকে আপনি চিঠির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পাঠাবেন। সে চিঠি পৌঁছানো এবং তার মাধ্যমে কাজ উদ্ধার করার ব্যবস্থা আমিই করতে পারবো।'

'কিন্তু আমি যদি তাতে রাজি না হই?'

'অমন কথা বলবেন না।' খৃস্টানটি বললো, 'আপনি আমার এক প্রাণপ্রিয় সাথীকে হত্যা করেছেন। সেই অপরাধে আমি আপনাকে হত্যা করতে পারতাম। আমি কোন অথর্ব বা দুর্বল ব্যক্তি নই। ইচ্ছে করলে আমি আপনার বংশের প্রতিটি শিশু ও পরিবারকে হত্যা করতে পারতাম। কিন্তু মিশরের স্বার্থে আমি আমার সব রাগ ও ক্ষোভ দমন করে নিয়েছি। দয়া করে আপনি আমাকে আবার উত্তেজিত করে তুলবেন না।'

লোকটি বললো, 'আপনি যদি আমার কথা না মানেন তবে আমাকে আপনার ও আপনার পরিবারের সাথে হিংস্র আচরণ করতে হবে।'

'তবে তো আমাকে এখানে দীর্ঘ দিন থাকতে হবে।' হাবিবুল কুদ্দুস বললেন।

'কিছু সময় তো লাগবেই।' খৃস্টানটি উত্তর দিল, 'এখানে আপনার কষ্ট হয় এমন কিছু ঘটতে দেবো না আমি। আপনার যখন যা প্রয়োজন হয় বলবেন, আপনার সব প্রয়োজন আমি

www.crusadeseries.com

পূরণ করে দেবো।'
'তবে আমার একটা প্রয়োজন আপাতত মিটিয়ে দাও।' হাবিবুল কুদ্দুস বললেন, 'তুমি আমাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য দুটি মেয়েকে নিয়োজিত করেছো। কিন্তু আমি পাপ থেকে বাঁচতে চাই। এমনও হতে পারে, এই সুন্দরীদের মোহে পড়ে আমি আমার দায়িত্ব ভুলে যেতে পারি। তার চেয়ে একটি ব্যবস্থা করো, আমার ছোট বিবি জোহরাকে এখানে এনে দাও। তাতে লাভ হবে এই যে, তাকে দিয়েই আমি সংবাদ আদান প্রদানও করতে পারবো।'
'তাহলে যে তাকেও ছিনতাই করতে হবে!' খৃস্টান লোকটি বললো, 'যদি তাকে আমি বলি যে, আপনি তাকে ডাকছেন, সে তো আমার কথা বিশ্বাস করবে না। বরং আমাকে ধরিয়ে দেবে। তার বদলে আমি আপনাকে যে জিনিষ দিচ্ছি তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুন। সংবাদ বা যোগাযোগের জন্য অন্য কোন বিশ্বস্ত লোকের নাম ঠিকানা বলুন।'
'তারচে তুমি আমাকে বিশ্বাস করে নাও।' হাবিবুল কুদ্দুস বললেন, 'তুমি আমাকে কায়রো পৌঁছে দাও। আমি তোমার কাছে ওয়াদা করছি, এক মাসের মধ্যেই আমি সেখানে বিদ্রোহ ঘটাবো।'
'এটা অসম্ভব! এ হতে পারে না।' খৃস্টান উত্তেজিত কণ্ঠে বললো, 'সম্মানিত সেনাপতি! আমি যা করছি সেটা মিশরের ভালোর জন্যই করছি। আর এর মধ্যে আপনারও কল্যাণ নিহিত আছে। আমি অথবা আমার সংগঠনের কোন ব্যক্তিই মিশরের

www.crusadeseries.com

শাসক হতে পারবো না। আপনি বুঝতে চেষ্টা করুন, মিশর স্বাধীন হলে তার দায়িত্ব ও শাসনভার আপনাকেই গ্রহণ করতে হবে।'

'আমি তোমার কথা ভাল করেই বুঝতে পারছি।' হাবিবুল কুদ্দুস বললেন, 'আর এখন আমি চিন্তা ভাবনা করেই কথা বলছি। আমার ছোট বিবি জোহরার কাছে সংবাদ পৌঁছে দাও। তাকে বলো, আমি তাকে আমার কাছে আসতে বলেছি। সে যে কাজ করতে পারবে তা আর কেউ পারবে না। কারণ তার বাপ আমার বাহিনীতে আছে। তার আসার পর দেখবো, এই পরিকল্পনা কিভাবে সফল করা যায়।'

এক বুড়ি ভিখারিনী একদিন জোহরাকে পথে থামিয়ে দিল। বুড়ি দু'তিন দিন ধরেই লক্ষ্য করছে, জোহরা হাবিবুল কুদ্দুসের বাড়ী থেকে দুপুরে তার মা বাবার বাড়ী চলে যায় আর সন্ধ্যায় ফিরে আসে।

সেদিন জোহরা বাপের বাড়ী যাওয়ার জন্য পথে বেরিয়েছে, এক ভিখারিনী তার পথ আগলে হাত প্রশস্ত করে বললো, 'সেনাপতি হাবিবুল কুদ্দুস আপনাকে ডেকেছেন। এই চিঠি তার নিজের হাতের লেখা। নিশ্চয়ই তার হাতের লেখা আপনি চিনতে পারছেন?'

জোহরা কাগজটি হাতে নিয়ে তাঁর কাছে লেখা হাবিবুল কুদ্দুসের চিঠিটি পড়লো। এ চিঠি যে তার স্বামীরই হাতের লেখা তাতে কোন সন্দেহ নেই।

www.crusadeseries.com

চিঠি পড়া শেষ হতেই ভিখারিনী তার চোখে চোখ রেখে বললো, 'তিনি যেখানেই যান না কেন, স্বেচ্ছায় একাকীই গেছেন। এতবড় ক্ষমতাবান লোককে কেউ ধরে নিয়ে যেতে পারে না।

তিনি শুধু আপনাকেই চান। তিনি বলেছেন, 'জোহরাকে ছাড়া এ চিঠি আর কারো হাতে দেবে না। আর তাকে বলবে, সে যেন তোমার সাথে আমার কাছে চলে আসে। তিনি এ চিঠির প্রসঙ্গ কাউকে বলতে নিষেধ করেছেন।

এও বলেছেন, 'জোহরাকে বলবে, সে যেন তোমাকে বিশ্বাস করে। যে যদি এ চিঠি বিশ্বাস না করে তোমাকে ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে বা থানায় সংবাদ পাঠায় তবে আমি ও জোহরা দু'জনেই মারা পড়বো।' আমার কথা বিশ্বাস করুন, হাবিবুল কুদ্দুসের কাছে আপনার যাওয়া দরকার।'

'আমি তোমার কথা কেমন করে বিশ্বাস করি!' জোহরা ভীত-চকিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'বলো, এমন কথা আমি কেমন করে বিশ্বাস করি?'

'আমি ভিক্ষুক নই।' ভিখারিনী বললো, 'এটা আমার ছদ্মবেশ। আমিও আপনার মত ধনীর দুলালী। আমাদের উদ্দেশ্য সৎ ও পবিত্র। বিশ্বাস না করলে কি ক্ষতি হবে সে কথা আপনার স্বামীই বলে দিয়েছেন। আপনি কি জানেন না, তিনি আপনাকে কতটা ভালবাসেন? এই হাতের লেখা কি তার নয়? তাহলে কেন অযথা সন্দেহ পোষণ করে নিজের ও স্বামীর বিপদ ডেকে আনবেন?'

www.crusadeseries.com

'কিন্তু তিনি নিরুদ্দেশ হতে গেলেন কেন? আমি তো এর কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছেন এক মহত ও বিরাট উদ্দেশ্য নিয়ে। সব কথা আমি জানিও না, আর যা জানি তাও আপনাকে বলতে পারবো না। কারণ সে তথ্য প্রকাশ করার অনুমতি তিনি আমাকে দেননি। তিনি শুধু বলেছেন, দেশ আজ এক মহা ষড়যন্ত্রে পড়েছে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্যই তাকে নিরুদ্দেশ হতে হয়েছে।'

মেয়েটি তাকে আরও অনেক কথাই বললো। জোহরা তার কথায় এটুকু বুঝলো, ঘটনা যাই হোক, তার স্বামী এখনো জীবিত আছেন। তিনি যে কারণেই নিরুদ্দেশ হোন না কেন, তার জীবন এবং দেশের স্বাধীনতা আজ হুমকির সম্মুখীন। ফলে সে মেয়েটির প্রস্তাবে সম্মত হলো। ওকে বললো, 'তুমি সন্ধ্যার সময় অমুক জায়গায় অপেক্ষা করো, আমি চলে আসবো।'

জোহরা ওকে বিদায় করে দিয়ে বাপের বাড়ী চলে গেল। সারাদিন সে চিন্তা করলো। শেষে সন্ধ্যার একটু আগে প্রতিদিনের মতই বাড়ী ফেরার নাম করে রাস্তায় নামলো। কিন্তু আজ তার গতি বাড়ীর দিকে ছিল না, ছিল সেই দিকে, যেখানে দুপুরের দেখা মেয়েটিকে থাকতে বলেছিল।

কিন্তু ওখানে পৌঁছে সে দুপুরের ভিখারিনীর কোন হদিস পেলো না। সে মহা দুর্ভাবনায় পড়ে গেল। চিন্তা করতে লাগলো, কাউকে কিছু না জানিয়ে তার এভাবে চলে আসাটা কি ঠিক হচ্ছে?

www.crusadeseries.com

কিন্তু যেখানে স্বামীর জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন, দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন, সেখানে যদি তাকে জীবনের ঝুঁকিও নিতে হয় তাতে পিছপা হতে পারে না জোহরা। কারণ তার পিতা ও স্বামী উভয়েই তাকে মুজাহিদ হওয়ার প্রেরণা দিয়েছে। সামনে যাই ঘটুক না কেন, তা মেনে নেয়ার জন্য সে নিজের মনকে বুঝাতে লাগলো।

সূর্য যখন ঠিক ডুবতে বসেছে তখন সেখানে এক বোরকাওয়ালী যুবতী এলো। এই মেয়েই দুপুরে বুড়ি সেজেছিল। মেয়েটি তাকে বললো, 'চলুন।'

জোহরা তাকে অনুসরণ করলো। তারা শহর ছেড়ে গ্রামে নেমে এলো। ততোক্ষণে রাতের আঁধার গিলে ফেলেছে সেই গ্রামের বাড়িঘর ও বৃক্ষরাজি। রাস্তার পাশে এক বৃক্ষের আড়ালে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল দু'জন লোক।

একটু পর সেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেল ওরা। মেয়েটি গাছের কাছে পৌঁছেই বিড়ালের ডাক ডাকলো দু'বার। এটা ছিল এক গোপন সংকেত। সংকেত পেয়ে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলো সেই দুই লোক।

মেয়েটি তখন আর ভিখারিনীর ছদ্মবেশে ছিল না। সে এখন এক সুন্দরী যুবতী নারী। সে জোহরাকে বললো, 'আল্লাহর উপর ভরসা রেখে ওদের সাথে চলে যাও, মনে কোন ভয় রাখবে না।'

জোহরাকে একটি অশ্বের পিঠে আরোহণ করানো হলো। লোক দু'জনও দুই ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে বসলো। তারপর

www.crusadeseries.com

অন্ধকারের মধ্যেই অপরিচিত দুই লোকের সাথে অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো জোহরা।

জোহরা এমন এক সফরে যাত্রা করলো যে পথের মঞ্জিল তার জানা নেই। মেয়েটি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। জোহরাদের ঘোড়ার পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলে সে একাকী শহরের পথে ফিরে চললো।

অনেক রাত পর্যন্ত পথ চললো ওরা। জোহরা পথঘাট কিছুই চেনে না। রাত বলে সে আশেপাশে কিছু দেখতেও পাচ্ছে না। কোথায় যাচ্ছে, কতদূর যেতে হবে কিছুই জানা নেই তার। তবু তার চলার বিরাম নেই।

রাত তখন অর্ধেকেরও বেশী পার হয়ে গেছে। এক পাহাড়ের কোলে থামলো ওরা। একজন আরেকজনকে বললো, 'ওর চোখ বাঁধা প্রয়োজন।'

এই মধ্য রাতে অন্ধকার পথে যেখানে জোহরা কোন দিকে যাচ্ছে তাই জানে না, সেখানে হঠাৎ করে তার চোখ বাঁধার কি দরকার পড়লো বুঝতে পারলো না জোহরা। কিন্তু সে একা এবং অসহায়। তাদের বাঁধা দেয়ার কোন ক্ষমতাই নেই জোহরার। তাই সে কোন বাঁধা দিল না। ওরা তার চোখে কালো কাপড়ের পট্টি বেঁধে দিল।

জোহরা যেদিন বাড়ী থেকে পালালো তার দুই দিন পর ঘটনাটি জানাজানি হয়ে গেল। সবাই জানলো, সেনাপতি হাবিবুল কুদ্দুসের ছোট বিবিও নিখোঁজ হয়েছে।

গোয়েন্দারা সন্দেহ করলো, তাঁকেও ছিনতাই করা হয়েছে।

www.crusadeseries.com

কিন্তু সন্দেহ থেকে তো কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা যায় না। তাই আসলে কি ঘটেছে বলতে পারলো না কেউ।

লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, 'তিনি হয়তো খৃস্টান বা সুদানীদের সাথে মিলিত হয়েছেন। তার স্ত্রী জোহরাও হয়তো তাঁর কাছেই চলে গেছে।'

কিন্তু আলী বিন সুফিয়ান ভাবছিলেন অন্য কথা। একজন সেনাপতির অন্তর্ধানের পর তার পরিবারের প্রতি গোয়েন্দাদের যে নজরদারী ছিল তার ফাঁক গলে কেমন করে তার স্ত্রী হারিয়ে যেতে পারে? সে পালিয়ে যাক বা অপহৃত হোক, গোয়েন্দাদের সে ফাঁকি দিতে পেরেছে, এতে তো কোন সন্দেহ নেই?

কায়রোতে যখন এ নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলছিল ততোক্ষণে জোহরা হাবিবুল কুদ্দুসের কাছে পৌঁছে গেছে। তার চোখের পট্টি যখন খোলা হলো তখন সে দেখতে পেলো তার স্বামী হাবিবুল কুদ্দুস তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

সেদিন সারা রাত এবং পরের দিনও অর্ধদিবস তাদের রাস্তায় কাটাতে হয়েছে। রাস্তায় শুধু আহারাদির সময় তার চোখ খুলে দেয়া হতো। তার সঙ্গে আসা দু'জন পুরো পথে তার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করেনি, অপ্রয়োজনীয় কথাও বলেনি। বরং তাকে আরো শান্তনা দিয়ে বলেছে, 'আপনি ভয় পাবেন না। আপনার হেফাজতের জিম্মা আমাদের।'

হাবিবুল কুদ্দুসকে দেখতে পেয়ে তার দেহে যেন প্রাণ ফিরে এলো। খৃস্টান লোকটিও হাবিবুল কুদ্দুসের পাশেই দাঁড়িয়ে

www.crusadeseries.com

ছিল। তাই নিজের আবেগকে সংযত করে সে কোন মতে বললো, 'আপনি কেমন আছেন?'

হাবিবুল কুদ্দুস হেসে জোহরার একটি হাত ধরে বললেন, 'ভাল।' তারপর সঙ্গীদের দেখিয়ে বললেন, 'এরা আমার বন্ধু! এখানে তুমি নিজেকে বন্দী মনে করবে না। তুমি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছো। এখন খাওয়া দাওয়া করো। রাতে আরাম করে একটা ঘুম দাও, দেখবে সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে। কাল সকালে তোমাকে আমি বলবো, কেন তোমাকে এখানে ডেকে এনেছি।'

'কোন বিপদ!' জোহরার শঙ্কিত প্রশ্ন।

'আরে না। তুমি সব সময় বলতে, তুমি পুরুষের মত খোলা ময়দানে যুদ্ধ করতে চাও। আমার এই বন্ধুরা তোমাকে সে রকম একটা সুবর্ণ সুযোগ দিতে চাচ্ছে। সবই জানতে পারবে। এত উতলা হওয়ার কিছু নেই। যাও, ফ্রেশ হয়ে খেয়ে নাও।'

মেয়ে দুটি তাকে পথ দেখিয়ে খাওয়ার রুমে নিয়ে গেল।

জোহরা বধু হলেও এখনও পূর্ণ যুবতী। তার রূপ ও সৌন্দর্যে রয়েছে বিশেষ আকর্ষণ। একহারা দেহের গড়ন। স্বভাবে বন্য হরিণীর চঞ্চলতা ও ক্ষিপ্রতা সহজেই অন্যের দৃষ্টি কেড়ে নেয়।

সন্ধ্যার একটু আগে হাবিবুল কুদ্দুসের কামরায় এলো সেই মেয়েরা, যাদেরকে হাবিবুল কুদ্দুস জলাশয়ে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করতে দেখেছিলেন। তারা তাঁর কামরায় এসে নির্বিবাদে জোহরাকে বান্ধবীর মত টেনে বাইরে নিয়ে গেল।

এই বিরান ধ্বংসপ্রাপ্ত মহলটা ছিল দেখতে ভয়ংকর স্থান। কিন্তু

www.crusadeseries.com

মেয়ে দুটো এখানেই থাকতো। তারা যে কেবল কামরা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতো তাই নয়, পুরুষদের মনোরঞ্জনের দিকেও খেয়াল রাখতো তারা।

জোহরা যে কামরায় ছিল সেখানে ধ্বংসাবশেষের কোন চিহ্নই ছিল না। উচ্চবিত্তের বিলাসী সামগ্রী দিয়ে ঘরটা রুচিস্নিগ্ধভাবে এ মেয়েরাই সাজিয়ে দিয়েছিল।

জোহরাকে কামরা থেকে বের করে নেয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ওদের সাথে একেবারে মিশে গেল। তাদের মধ্য থেকে এক মেয়ে জোহরাকে বললো, 'তোমার মত এমন ফুলের কলিকে তোমার মা বাবা কেমন করে এই বুড়ো লোকের হাতে তুলে দিল। তারা কি খুবই নিষ্ঠুর? নাকি তিনি তোমাকে খরিদ করে এনেছেন?'

'হ্যাঁ!' জোহরা রাগান্বিত কণ্ঠে বললো, 'তিনি আমাকে খরিদ করেছেন। সেনাপতি মানুষ তো, ক্ষমতা ও সম্পদের অভাব নেই। সেই ক্ষমতাবলে আমাকে তার হেরেমে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আমার তো আর সেই শক্তি নেই যে, পালিয়ে যাবো।'

'যদি কোথাও আশ্রয় পাও তবে পালিয়ে যাবে?' প্রশ্ন করলো মেয়েটি।

'যদি সে আশ্রয় বর্তমান জীবনের চেয়ে উন্নত হয় তবে পালাবো না কেন, অবশ্যই পালিয়ে যাবো।' জোহরা বললো, 'তিনি আমাকে এখানে কেন ডেকেছেন? তিনি কি আমাকে এখানে বিক্রি করে দেবেন? তোমরা কারা? তোমরা এখানে কেন?

www.crusadeseries.com

তোমাদেরও কি কেউ এখানে বিক্রি করে দিয়ে গেছে?'
'হ্যাঁ, আমাদেরকেও এখানে বিক্রি করা হয়েছে। তবে তাতে আমরা অখুশী নই। বরং এতে আমাদের জীবন ধন্য হয়ে গেছে। যদি তুমি চাও তোমাকেও আমাদের সাথে নিতে পারি। আমরা এখানে রাজকুমারীর মত আছি। এত সুখে আছি যা জীবনে কোনদিন কল্পনাও করিনি।'
ওরা হাঁটতে হাঁটতে ঝর্ণার কাছে চলে এসেছিল। এক মেয়ে তাকে বললো, 'আমরা কারা সে পরিচয় তুমি অবশ্যই পাবে। তবে তার আগে দেখতে হবে তুমি আমাদের সাথে থাকার যোগ্য কিনা?'
'তোমাদের সাথে থাকতে গেলে কি যোগ্যতার দরকার?'
'তুমি আমাদের সাথে ওই ঝর্ণার পাশে গিয়ে কাপড় চোপর খুলে রেখে এ জলাশয়ে গোসল করতে পারবে?'
'ওই পশুটার কাছ থেকে যদি আমাকে মুক্ত করতে পারো তবে তোমরা যা বলবে তাই করতে পারবো।' জোহরা বললো।
এ সময় এক লোক সেখানে হাজির হয়ে জোহরাকে বললো, 'কামরায় বিকেলের নাস্তা দেয়া হয়েছে। সেনাপতি আপনার জন্য অপক্ষো করছেন।'
জোহরা চলে গেল স্বামীর কাছে। হাবিবুল কুদ্দুসের সাথে যে খৃস্টান কথা বলছিল সে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। হাঁটতে হাঁটতে সে কাছে চলে এলো মেয়েদের।
মেয়েরা তাকে দেখে খুশীতে হাততালি দিল। উচ্ছল আনন্দে কলকন্ঠিয়ে বললো, 'কেল্লা ফতে সরদার। এ মেয়েটা

www.crusadeseries.com

আমাদের ভালই কাজে লাগবে বলে মনে হচ্ছে। সে তার বুড়ো স্বামীকে ভীষণ ঘৃণা করে।
তুমি আদেশ দিলে তাকে আমরা আমাদের মত করে গড়ে তুলতে পারি। তুমি তো দেখতেই পাচ্ছো মেয়েটি অসম্ভব রূপসী। তার মধ্যে চঞ্চলতা ও দুষ্টুমী ভাবও আছে। তাকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে পারলে তীরের মতই লক্ষ্য ভেদ করতে পারবে সে।'
'কিন্তু হাবিবুল কুদ্দুস তো বলেছে, এই স্ত্রীর উপর তার পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস আছে এবং এ মেয়ে তার যোগাযোগ রক্ষার কাজ ঠিক মতই করতে পারবে।' খৃস্টানটি বললো, 'কিন্তু যদি তোমাদের কথা সত্যি হয় এবং এ মেয়ে সত্যি সত্যি তাকে ঘৃণা করে তবে তো তা খুবই ভয়ের কথা। এ মেয়ে তো তবে আমাদের ধোঁকা দিতে পারে এবং আমাদের সবাইকে ধরিয়ে দিতে পারে!'
'তার ঘৃণার কারণটা তুমি বুঝবে না। এটা তার বয়সের দোষ। একজন যুবতী মেয়ে কখনোই একজন বুড়োকে ভালবাসতে পারে না। সেনাপতির বউ বলে প্রকাশ্যে গর্ব করলেও অন্তরের দহন তাতে চাপা পড়ে না। হাবিবুল কুদ্দুসের চাইতেও সহজে আমরা এই মেয়েকে আমাদের দলে টেনে নিতে পারবো।'
'এতো তাড়াহুড়োর কিছু নেই। খাঁচায় বন্দী পাখি এক সময় পোষ মানবেই, ও নিয়ে আমি ভাবি না। আমাদের টার্গেট মেয়েটা নয়, হাবিবুল কুদ্দুস। আসল সুখবরটা তাহলে আমার কাছ থেকে শোন।

www.crusadeseries.com

এ লোক আমাদের জালে পড়ে গেছে। সে আমাকে মিশরী এবং দেশপ্রেমিক মুসলমান বলে বিশ্বাস করেছে। সে আমাদের পরিকল্পনা মত কাজ করতেও রাজী হয়েছে।'

'আর মেয়েটির ব্যাপারে তোমার কি ফয়সালা?'

'যদি মেয়েটি হাবিবুল কুদ্দুসকে ধোঁকা দিতে রাজি থাকে তবে তাকে আমি অন্যভাবে কাজে লাগাবো। আগে মেয়েটিকে যাচাই করে দেখি। তুমি রাতে কিছুক্ষণের জন্য তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। তারপর মেয়েটিকে আমার কামরায় রেখে কোন বাহানায় বাইরে চলে যাবে।''

বৈকালিক নাস্তা শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পর মেয়েরা গিয়ে পুনরায় তাকে নিয়ে এলো। তারা হাসতে খেলতে ও গল্প গুজব করতে লাগলো জোহরাকে সঙ্গে নিয়ে। জোহরাকে তারা আগের চেয়ে খোলামেলা বেপর্দা করে ফেললো।

রাতে খাওয়ার পর আবার তারা গল্পগুজবে মেতে উঠলো। মেয়েরা তাকে নিয়ে এলো নিজেদের কামরায়। এক মেয়ে গিয়ে খৃস্টান লোকটিকে খবর দিল, 'মেয়েটাকে আমাদের কামরায় নিয়ে এসেছি। আপনি ওখানেই তার সাথে দেখা করুন।'

খৃস্টান লোকটি সেখানে গেল। সে জোহরার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। মেয়েরা এক ফাঁকে তাদের একা রেখে বাইরে চলে গেল।

খৃস্টান লোকটি তার সঙ্গে গল্প করছিল আর তাকে গভীরভাবে লক্ষ্য করছিল। এক সময় সে তার সাথে ঘনিষ্ট হয়ে বসলো

www.crusadeseries.com

এবং তার বাহু ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করলো।
জোহরা তার বাহু থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বললো, 'আমি এত সাধারণ ও সস্তা মেয়ে নই যে, সামান্য ইশারাতেই আপনার কোলে গিয়ে পড়বো।'
খৃস্টান লোকটি জোহরার এমন স্পষ্ট কথায় বেজার না হয়ে বরং বেশ খুশীই হলো। বুঝলো, মেয়েটির মধ্যে ব্যক্তিত্ব আছে। এমন মেয়েই দরকার যে সহজে কারো হাতের খেলনা হয় না। লোকটি জোহরার সাথে আরো কিছুক্ষণ কথা বলে তার সাহস ও বুদ্ধিমত্তা দেখে চমৎকৃত হলো। গোয়েন্দাগিরীতে এমন মেয়েদেরই প্রয়োজন। সে মেয়েদের সাথে একমত হলো, এমন মেয়েকে উপযক্ত প্রশিক্ষণ দিলে সে তীরের মতই নিশানা ভেদ করতে সমর্থ হবে।
লোকটি আলাপ করে বুঝলো, স্বামীর প্রতি এ মেয়ের যথার্থই ঘৃণা আছে। তবে নিরূপায় বলেই সে মুখ ফুটে বা আচরণের মাধ্যমে তার অবজ্ঞার কথা প্রকাশ করে না। আর তাই হাবিবুল কুদ্দুস মনে করেন, এ মেয়ে তার জন্য পাগলপারা।
লোকটি জোহরাকে বললো, 'তুমি তোমার মনের ভাব এখনি ওর কাছে প্রকাশ করতে যেয়ো না। আমি ওর থেকে তোমাকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করবো। তোমাকে এমন জীবন দান করবো যাতে তুমি রাজকুমারীর মত জীবন যাপন করতে পারো। তুমি এখানেই বসো, আমি তোমার বান্ধবীদের তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'
সে কামরা থেকে বের হয়ে গেল। মেয়েদের কাছে গিয়ে

www.crusadeseries.com

বললো, 'তোমরা ঠিকই বলেছো। মেয়েটি আসলেই চালাক চতুর ও কাজের মেয়ে। তাকে তোমরা পাশে পাশে রেখে গড়ে তোলার চেষ্টা করো।'

সে আরো বললো, 'হাবিবুল কুদ্দুস তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। এই মেয়েকে দিয়েই আমি হাবিবুল কুদ্দুসকে বশে রাখবো এবং আমার কাজ আদায় করে নেবো।

মেয়েটিকে তোমরা বুঝাও, সে যেন হাবিবুল কুদ্দুসকে উন্মাদিনীর মত ভালবাসার অভিনয় করে যায়। তাহলে তিনি তাঁর বিশ্বাসী কমান্ডারদের সাথে এ মেয়ের মাধ্যমেই যোগাযোগ করিয়ে দেবেন আমাদের।

তোমাদের কাজ হলো এ মেয়েকে জালে আটকে রাখা। তাকে জীবনের এমন রঙিন স্বপ্ন দেখাবে যাতে সে মনে মনে রাজকুমারী বনে যায়। আর কিভাবে তাকে এ কাজের জন্য প্রস্তুত করতে হবে তা তো তোমাদের ভাল করেই জানা আছে।'

জোহরা অন্তর থেকেই স্বামীকে গভীরভাবে ভালবাসতো। এখানে এসে তার সেই ভালবাসা বহু গুণ বেড়ে গেল। খৃস্টান মেয়েরা ভাবলো, জোহরা তাদের নির্দেশে হাবিবুল কুদ্দুসের সাথে প্রেমের অভিনয় ভালই করছে।

জোহরা সুযোগ পেলেই মেয়েদেরকে বুঝাতে চাইতো, এই বুড়ো স্বামীকে সে কোন কালেই ভালবাসেনি। তাদের অনুরোধে ভালবাসার অভিনয় করলেও এখন সে তার স্বামীকে আগের চাইতেও বেশী ঘৃণা করে।

www.crusadeseries.com

মেয়েরা তাকে তাদের কাছে কাছে রাখে। একান্ত অন্তরঙ্গ বান্ধবীর মতই তাকে নিয়ে বাইরে বেড়াতে যায়। তাকে নিয়ে ঝর্ণার জলাশয়ে সাঁতার কাটে মনের আনন্দে।

প্রথম দিকে গোসলের সময় বিবস্ত্র হতে ইতস্তত করতো জোহরা। মেয়েরা তাকে বুঝালো, 'এতে কোন অপরাধ নেই। জীবনকে উপভোগ করতে শেখো। এমন লাজুকলতা হয়ে থাকলে তুমি তো ভীতুর ডিম হয়ে যাবে। আর যারা ভীতু তারা জীবনে কিছুই অর্জন করতে পারে না।'

খুব দ্রুত জোহরা সাহসী হয়ে উঠলো। সে ওদের মত বিবস্ত্র হয়ে পানিতে ঝাঁপ দিতে শিখলো। ওদের মত স্বল্প বসনে পুরুষদের সাথে মেলামেশা করতে শিখলো। শেষে এ সব বিষয় তার দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলো।

রাতটি সে স্বামী হাবিবুল কুদ্দুসের সাথেই কাটায়। কিন্তু দিনের অধিকাংশ সময় তার কাটে মেয়ে দুটির সাথে। মাঝে মাঝে খৃস্টান লোকটির সঙ্গেও বন্ধুর মত গল্প করে।

জোহরা চার পাঁচ দিনের মধ্যেই মেয়ে দুটির মত অসভ্য হয়ে গেল। তার দুষ্টামী ও নির্লজ্জতা দেখে মেয়েরা এবার তার সামনে মেলে ধরতে শুরু করলো তাদের রহস্যময় জীবনের কথা।

ইতিমধ্যে খৃস্টান লোকটি হাবিবুল কুদ্দুসের সাথে বসে বিদ্রোহের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে ফেললো। হাবিবুল কুদ্দুসও এ পরিকল্পনা গ্রহণে তাকে অনেক তথ্য দিয়ে সাহায্য করলো। যে সব তথ্য জানা না থাকলে তাদের পরিকল্পনা সফল হতো না

www.crusadeseries.com

বলে বিশ্বাস করতে বাধ্য হলো খৃস্টান লোকটি।
হাবিবুল কুদ্দুসের প্রতি এখন এ লোকের পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস জন্মে গেল। হাবিবুল কুদ্দুস মিশরের সেনাদলের কয়েকজন বড় বড় সামরিক অফিসারের নাম বললো যারা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সেনাদলে থাকলেও তারা মূলতঃ আইয়ুবী বিরোধী। তারা মনে করতো, আইয়ুবীর মতই একটি বিশাল বাহিনী পরিচালনা করার মত ক্ষমতা ও দক্ষতা তাদের আছে, কিন্তু আইয়ুবীর বর্তমানে তাদের সে দক্ষতা প্রদর্শনের কোন সুযোগ নেই।
খৃস্টান লোকটি হাবিবুল কুদ্দুসকে সব সময় বলতে লাগলো, 'একজন দেশপ্রেমিক মিশরীয় মুসলমান বলেই আইয়ুবীর বিরুদ্ধে আমার অবস্থান। আইয়ুবীর মতাদর্শের সাথে আমার কোন সংঘাত নেই। মিশরকে স্বাধীন করতে পারলে আমাদের জাতীয় ঐক্যের ভিত হবে ইসলাম। তখন যদি আইয়ুবী চান, আমরা স্বাধীন দেশের সেনা পাঠিয়ে তাকে ফিলিস্তিন উদ্ধারেও সহায়তা করতে পারি।'
সে যে একজন খৃস্টান ষড়যন্ত্রকারী সে কথা সে বেমালুম চেপে গেল। কারণ সে ভেবে দেখলো, হাবিবুল কুদ্দুসকে এ পথেই ব্যবহার করা অধিক সহজ।
জোহ্‌রা ততোদিনে মেয়েদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে নিয়েছে। বলতে গেলে এখন সে তাদেরই একজন হয়ে উঠেছে। তার কথাবার্তা বা চলন বলন দেখে ওদের থেকে তাকে আলাদা করা অসম্ভব। সে যে কোন ভদ্র ঘরের সন্তান

www.crusadeseries.com

এবং একজন সেনাপতির বেগম এ কথা তাকে দেখে বুঝার উপায় নেই। অথচ হাবিবুল কুদ্দুস তাকেই তার সবচেয়ে অনুগত ও বিশ্বস্ত বেগম মনে করতেন।

জোহরা তখনো জানতো না এই বিজন পাহাড় ও ধ্বংসাবশেষটি কোথায় অবস্থিত। একদিন সে কথায় কথায় মেয়েদের জিজ্ঞেস করলো, 'এই বিরান ধ্বংসস্তুপ ও পাহাড় ঘেরা ক্ষুদ্র পরিবেশ ছাড়া কি আর কোন দুনিয়া নেই? খোলামেলা প্রান্তর, মরুদ্যান বা কোন শহর?'

মেয়েরা বললো, 'থাকবে না কেন? দাঁড়াও, কাল তোমাকে এক সুন্দর জায়গায় নিয়ে যাবো।'

পরদিন সত্যি সত্যি তারা তাকে ওই এলাকা থেকে দূরে এক জায়গায় নিয়ে গেল। পাহাড়ের সংকীর্ণ রাস্তা অতিক্রম করে এক ঝিলের পাশ দিয়ে যখন তারা আরও সামনে এগিয়ে গেল তখন তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো নীলনদের উত্তাল ঢেউ।

নীলনদ থেকে একটি নালা ভেতরের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল, এতোক্ষণ তারা সেই নালার পাশ দিয়েই হেঁটে এসেছে। নীলনদের পানি সেই নালা দিয়ে পাহাড়ে প্রবেশ করেছে। আবার পাহাড়ী ঝর্ণার পানিও সেই নালা দিয়েই নীলনদে এসে পড়ছে।

জোহরা দেখতে পেলো নালার মুখে একটি নৌকা বাঁধা। নৌকার পাটাতনে পড়ে আছে দুটো বৈঠা। নদী ও নালার সঙ্গমস্থলটা অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর।

ওরা সেখানে পৌঁছে ঘাসের ওপর লুটোপুটি খেল। হাসাহাসি ও

www.crusadeseries.com

খেলাধুলায় মেতে উঠলো।
'এখানে ফেরাউনের রাজকন্যারা খেলা করতো।' এক মেয়ে বললো।
'আর তোমরা দু'জন যেন নব্য ফেরাউনের কন্যা।' জোহ্‌রা হেসে বললো, 'তাই তো বলি, তোমাদেরকে রাজকন্যার মত লাগছে কেন?'
'তোমার রূপের কাছে আমরা তো নস্যি। অমন ঢলোঢলো অঙ্গ আর যৌবন নিয়ে আমাদের টিটকারী মারছো! আরে, তুমি যদি রাজকন্যা হও তবে আমরা বড়জোর তার প্রেতাত্মা হতে পারি।' চোখ উল্টে বললো অন্য মেয়েটি।
'শোন জোহরা।' এক মেয়ে তাকে বললো, 'নিশ্চয়ই তুমি জেনেছো, তোমার এই বৃদ্ধ স্বামী এখানে কেন লুকিয়ে আছে এবং তোমাকেই বা কেন এখানে নিয়ে আসা হয়েছে?'
'সে তো তিনি প্রথম দিনেই জানিয়ে দিয়েছেন।' জোহ্‌রা বললো, 'আমিও তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু তিনি কেন যে কাজে নামছেন না!
যখনি আমি তাকে তাড়া দেই, তিনি বলেন, 'সবুর করো রাণী, কাজটা জটিল। সাবধানে এগুতে হবে। একবার ফেঁসে গেলে সব ভেস্তে যাবে। তখন তুমিও রাণী হতে পারবে না, আমার মাথায়ও রাজমুকুট জুটবে না। তাই ভালমত চিন্তা ভাবনা করে আঁটঘাট বেঁধে নামতে হবে।'
তিনি বলেছেন, পরিকল্পনা হয়ে গেছে। এখন আবার পুরো পরিকল্পনাটা খতিয়ে দেখছি কোথাও কোন ত্রুটি রয়ে গেল কি

www.crusadeseries.com

না? ভেবো না, শিগগীরই কাজে নেমে পড়বো।'

'তাহলে তুমি এটাও জানো, আমরা স্বাধীন মিশরের রাজকুমারী হতে যাচ্ছি?'

'হ্যাঁ। তা তো জানিই।' জোহরা মুখ ভার করে বললো, 'তোমাদের কপাল ভালো, তোমরা হবে স্বাধীন মিশরের রাজকুমারী। আর আমাকে আমার বুড়োহাবড়া স্বামীর রঙমহল আলো করে বসে থাকতে হবে।'

জোহরা মন খারাপ করে বললো, 'তোমরা বলছো, তোমাদের কথা মত কাজ করলে আমাকে তার বন্ধন থেকে মুক্তি দেবে। কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? তিনি তো তখন হবেন দেশের সর্বেসর্বা। তার হাত থেকে তোমরা আমাকে কেমন করে মুক্ত করবে?'

'বোকা মেয়ে! এই নিয়ে ভাবছো তুমি? আরে আমরা যদি শাহজাদী হই তুমি আমাদের সাথে থাকবে না ভাবলে কি করে? বরং তোমার যা রূপ তাতে তোমাকে শাহজাদী বানিয়ে আমরা হবো রাজকন্যার বান্ধবী, কি বলিস রে সই?' ওদের সম্পর্ক এখন তুই-তোকারী পর্যায়ে নেমে এসেছে। জোহরা বললো, 'কিন্তু কেমন করে? দেখ, আমাকে খুশী করার জন্য মিছেমিছি বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলবি না।'

'মিথ্যে গল্প বানাতে যাবো কেন? তাহলে শোন আমরা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু ভাবছি, তোকে এখনি বিষয়টা বলা ঠিক হবে কি না? তুই তো আবার বুড়োর খাস প্রেমিকা, যদি মুখ ফসকে তার সামনে বলে ফেলিস?'

'যদি বলেই ফেলি তাহলে তোদের তো কোন ক্ষতি দেখি না। তোরা কি মনে করিস আমি এতই বোকা যে, আমার ফাঁসির দড়ি আমিই বাঁধবো? ভয় নেই, আমি অত কাঁচা মেয়ে নই। তোরা কি ভেবেছিস আমাকে খুলে বলতে পারিস।'

'আমরা যা ভেবেছি তা সফল করতে হলে তোকেও কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। প্রয়োজনে কিছুটা নিষ্ঠুরতা দেখাতে হবে। কাউকে হত্যা করতে বললে তখন তো আবার মায়া মমতা এসে তোর হাত খামছে ধরবে না?'

'সেটা সময় হলে দেখতে পাবি।' জোহরা বললো, 'আমি এক সৈনিক পরিবারের কন্যা। আমার বাপ সৈনিক, ভাই সৈনিক। তারা আমাকে শিখিয়েছে, উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কাউকে খুন করা নিষ্ঠুরতা নয়, বরং ওটা কর্তব্য। আর যে সৈনিক নিজের কর্তব্য ঠিক মত করে না সে নিজেই নিজেকে হত্যা করার জন্য যথেষ্ট। আমি এই পৃথিবীতে আরো কিছুদিন বাঁচতে চাই, তাই নিজেকে খুন করার কোন ইচ্ছা আপাততঃ আমার নেই।'

'তাহলে সবুর কর। তোর মুক্তির ব্যবস্থা আমরা অবশ্যই করবো।'

পরের দিনও জোহরা মেয়েদের সাথে নদীর পাড়ে চলে গেল। প্রথম দিন মেয়েরা যে রাস্তায় তাকে নদীর তীরে নিয়ে গিয়েছিল, সে রাস্তাটি ছিল প্রাকৃতিক, বহু পুরানো এবং খুবই সংকীর্ণ। অনেক কাল সে পথে লোক চলাচল করে না বলে রাস্তার চিহ্ন জায়গায় জায়গায় মুছে গিয়েছিল। এমন গোপন পথ সহজে কারো পক্ষে খুঁজে পাওয়া যেমন কষ্টকর তেমনি একবারের

www.crusadeseries.com

যাতায়াতে তা মনে রাখাও সহজসাধ্য ছিল না। পথটি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেছে। ঝোঁপঝাড় ও লতাপাতায় হারিয়ে গেছে পথের নিশানা।

জোহরা সে পথটি মনের আয়নায় গেঁথে নিতে চাচ্ছিল। তাই সে দ্বিতীয় দিনের মত সে পথে তাদের নিয়ে নদী দেখতে গেল। এসে বুঝলো, একা এলে সে কিছুতেই রাস্তা খুঁজে নদী পর্যন্ত পৌঁছতে পারতো না।

নদী তীরে পৌঁছে জোহরা তাদের বললো, 'চলো নৌকায় চড়ে নদী ভ্রমণ করি।'

মেয়েরা তাকে বাঁধা দিয়ে বললো, 'মেয়েদের একা নৌকায় চড়া বারণ আছে। এখানে কোন পুরুষ নেই যে কোন দুর্ঘটনায় পড়লে তারা এসে আমাদের উদ্ধার করতে পারবে।'

ফলে জোহরার নৌকায় চড়া হলো না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল, মেয়েরা বললো, 'চলো ফিরে যাই।'

হাবিবুল কুদ্দুসের উপর এখন আর আগের মত নিষেধাজ্ঞা জারী নেই। তিনি তাদেরকে আশ্বস্ত করেছিলেন, তিনি এখন স্বাধীন মিশরের প্রত্যাশী এবং সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর গদি দখল করতে বদ্ধপরিকর।

খৃস্টান লোকটি বিদ্রোহের সময় নিয়ে কথা বলতে এলে তিনি বললেন, 'চাঁদের দিকে খেয়াল রাখো। অমাবশ্যার রাতে বিদ্রোহ ঘটবে। এর তিন দিন আগে তুমি জোহরাকে নিয়ে কায়রো যাবে। তবে কায়রোতে ঢুকবে রাতের বেলা। আর জোহরাকে ছদ্মবেশে সাজিয়ে নেবে।

www.crusadeseries.com

জোহরাকে বলে দেবো সে কেমন করে আমার লোকদের সাথে দেখা করবে এবং তাদেরকে তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে। আমি কয়েকজন অফিসারের নামে চিঠি দেবো। তুমি সেই চিঠি দেখিয়ে বাকী কাজ তাদের পরামর্শ মত আঞ্জাম দেবে।'

এরপর থেকে সেই লোক আর তার সাথে বিদ্রোহ নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করে না। তবে জোহরার সঙ্গে এ নিয়ে সৈনাপতির আলোচনা হয় গভীর রাতে, খুবই গোপনে ও নিচু কণ্ঠে, যাতে তাদের এ আলোচনা আর কারো কানে না যায়।

দু'দিন পরের কথা। ধ্বংসস্তুপের গোপন মহলে হাবিবুল কুদ্দুসের কক্ষে একদিন আরও দু'জন নতুন লোক এলো। তাদের একজন সুদানী ও অপরজন মিশরী। তারা হাবিবুল কুদ্দুসের সঙ্গে সাক্ষাত করে বললো, 'বিদ্রোহের ব্যাপারে আপনার সাথে কিছু আলাপ করতে চাই।'

তিনি লোক দু'জনকে চিনলেন না, তবে অনুমান করলেন তারা সামরিক বিশেষজ্ঞ। তাদের কাছে মিশর, সুদান ও আরবের ম্যাপ ছিল এবং কিছু কাগজপত্রও ছিল। তারা সেই ম্যাপ মেলে ধরে হাবিবুল কুদ্দুসের সাথে দীর্ঘ সময় নিয়ে বিদ্রোহের বিষয়ে শলাপরামর্শ করলো।

হাবিবুল কুদ্দুস এ ব্যাপারে শুধু আগ্রহই প্রকাশ করলেন না, বরং তাদেরকে এমন সব পরামর্শও দিলেন, যা তারা চিন্তাও

www.crusadeseries.com

করেনি।
তারা হাবিবুল কুদ্দুসের আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে সুলতান আইয়ুবীর কয়েকজন সেনাপতি ও কমান্ডারের নাম বললো, যারা মিশরের সেনা বাহিনীতে থাকলেও গোপনে সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে ছিল। তারা জানালো, 'এরা আমাদের সাথে আছে। আপনি অভিযানের সময় যে কোন ব্যাপারে এদের ওপর নির্ভর করতে পারবেন।'
হাবিবুল কুদ্দুসের কাছে এ তথ্যটুকুর মূল্য ছিল অনেক। তিনি চিন্তা করে পেলেন না, আলী বিন সুফিয়ানের চোখকে ফাঁকি দিয়ে এরা কি করে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার সাহস পেলো।
তারা হাবিবুল কুদ্দুসকে আরো জানাল, মিশর সীমান্তে মিশরের যে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী আছে সেখানেও আমরা ফাঁক খুঁজে পেয়েছি। সময় মত ওখানেও আমাদের লোকজন সক্রিয় হয়ে উঠবে। আপনি শুনে খুশী হবেন, সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীর একটি ফাঁড়ির সৈন্যদের সেদিন এমন নির্দেশ দেয়া হবে যাতে তারা অন্যত্র ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই ফাঁকে সুদানের কিছু সৈন্য ভেতরে প্রবেশ করবে এবং তারা আপনাকে সম্ভাব্য সাহায্য সহযোগিতা করবে।'
'বিদ্রোহ সফল হওয়ার পর মিশরের শাসক কে হবেন?' হাবিবুল কুদ্দুস জিজ্ঞেস করলেন।
'এ ব্যাপারে আমরা আলাপ আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, যেহেতু প্রধান সেনাপতি আপনি থাকবেন এবং আপনার নেতৃত্বেই এই বিপ্লব সাধিত হবে সে জন্য আমীরও

www.crusadeseries.com

আপনিই হবেন।' মিশরের লোকটি বললো।

সে আরো বললো, 'সালাহউদ্দিন আইয়ুবী অবশ্যই আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা চালাবেন। প্রথম ধাক্কায় ক্ষমতা দখল করতে না পারলে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। সে জন্য এমন একজনের নামে এই স্বাধীনতার ডাক দিতে হবে যার প্রতি সেনাবাহিনী ও জনগণ আস্থাশীল হতে পারে।

আমরা গভীর পর্যালোচনা করে সবাই এ ব্যাপারে একমত হয়েছি, মিশরে এ ক্ষেত্রে আপনার কোন বিকল্প নেই। তাই আমরা সবাই চাই, আমাদের প্রথম আমীর আপনিই থাকবেন।'

'যুদ্ধকালীন অবস্থায় কোন বেসামরিক লোককে গদীতে বসানো ঠিক নয়। তাই আপনার ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করেনি।'বন্ধুর কথার সূত্র ধরে বললো সুদানী লোকটি।

এ কথা শুনে হাবিবুল কুদ্দুসের বুক ফুলে উঠলো এবং বলিষ্ঠ প্রত্যয় নিয়ে তিনি ঘাড় সোজা করে বসলেন।

'আশা করি এ ব্যাপারে আপনার কোন আপত্তি থাকবে না। খৃস্টানরা আইয়ুবীর চির শত্রু। সেই হিসাবে আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যারাই দাঁড়ায় তাদেরকে তারা সাহায্য করে কোন শর্ত ছাড়াই। আমরা খৃস্টানদের সাথেও যোগাযোগ করেছি। তারাও আমাদের সাহায্য করবে বলে ওয়াদা করেছে।' সুদানী বললো।

'বিনিময়ে ওরা কি মূল্য নেবে?' হাবিবুল কুদ্দুস প্রশ্ন করলো।

'বিনিময়ে ওরা কিছুই চায় না। আমরা সম্মিলিত ভাবে সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মিশরকে স্বাধীন করলেই ওরা খুশী।' মিশরের লোকটি বললো, 'তারা মিশর চায় না, চায়

www.crusadeseries.com

মিশরকে ঘাঁটি বানিয়ে আইয়ুবী যে ফিলিস্তিন দখলের পাঁয়তারা কষছে তার হাত থেকে রক্ষা পেতে। আমরা যে পরিমাণ সাহায্য চাইবো তাই নিয়ে তারা মিশর ছুটে আসতে প্রস্তুত। তবে তাদের সাথে কথা হয়েছে, মিশরের বিদ্রোহ সফল হলে অর্থাৎ মিশর আইয়ুবীর কবল থেকে মুক্ত হয়ে গেলে তারা ফিরে যাবে।

তাদের বলা হয়েছে, যদি তারা মিশরের উপর সামরিক অভিযান চালানোর চিন্তা মাথায় নিয়ে আসে তবে মিশরের সৈন্যরা তা বরদাশত করবে না। এমনটি করলে মিশরের সৈন্যরা আইয়ুবীর সাথে মিলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।'

সব শুনে হাবিবুল কুদ্দুস বললেন, 'প্রস্তুতি মোটামুটি ভালই মনে হচ্ছে। এখন বাকী কাজ সুচারু রূপে সমাধা হলেই হয়।'

হাবিবুল কুদ্দুস তাদের দু'জনকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'আমার অধীনে যে সাত হাজার সৈন্য আছে তারা আমার ইশারায় যে কোন সময় জীবনবাজি রাখতে প্রস্তুত। সময় মত বিদ্রোহের সূচনা তারাই করবে। আমাদের যারা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত তাদের সাথে কিভাবে সমন্বয় করা যায় এখন সেটাই ঠিক করা দরকার।'

'হ্যাঁ, এটা করতে হলে আগে সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার আপনি কোথায় থেকে এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেবেন এবং কি পদ্ধতিতে বিদ্রোহ পরিচালনা করবেন?'

'সবচে উত্তম হতো যদি আমি সশরীরে কায়রো ফিরে গিয়ে সরাসরি নেতৃত্ব হাতে নিতে পারতাম।' হাবিবুল কুদ্দুস

www.crusadeseries.com

বললেন, 'কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, আমার সেখানে ফিরে যাওয়া উচিত হবে না। কারণ আমাকে পেলেই প্রথম যে প্রশ্নটি করা হবে তা হলো, এতদিন আমি কোথায় ছিলাম?

স্ত্রীর মাধ্যমে আমি জানতে পেরেছি, আমি যে স্বেচ্ছায় শত্রুদের দলে চলে গেছি এ কথা আলী বিন সুফিয়ান গিয়াস বিলকিসকে রিপোর্ট করেছেন। ফলে কায়রো গেলে তারা আমাকে বন্দী করে ফেলবে। তাতে আমাদের খেলা শুরু হওয়ার আগেই সব পন্ড হয়ে যাবে।

আমি আসলে একটা বিরাট ভুল করে ফেলেছি। আমার স্ত্রীকে এখানে ডেকে আনা ঠিক হয়নি। যদি সবার এরকম সহযোগিতা পাবো জানতাম তবে তাকে ডেকে আনতাম না। এখন তাকে ফেরত পাঠালে তার সঙ্গেও ভাল ব্যবহার করা হবে না। সে জন্য আমাকে এখানেই থাকতে হবে।

তোমরা যে তথ্য দিলে তাতে আমাকে নতুন করে একটু চিন্তা করতে দাও। তোমাদের সাথে কোন কোন কমান্ডারকে ভিড়িয়ে দিলে ভাল হবে ভেবে দেখি।'

হাবিবুল কুদ্দুসের এ আলোচনা শোনার পর তার ব্যাপারে আর কারো কোন সন্দেহ রইল না যে তিনি অচিরেই বিদ্রোহ করবেন।

'হলবের অবরোধ কোন খেল তামাশার ব্যাপার নয়।' সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ফোরাত কূলে বসে তার সেনাপতিদের বললেন, 'তোমাদের সকলেরই মনে থাকার কথা, আমরা

www.crusadeseries.com

আগেও একবার এ শহর অবরোধ করতে গিয়ে হলবের বাসিন্দাদের দিয়ে প্রচন্ড বাঁধা প্রাপ্ত হয়েছিলাম। শেষে বাধ্য হয়ে আমাদের অবরোধ উঠাতে হয়েছিল। সেটা হলবের বাসিন্দাদের বীরত্ব। তারা আমাদের ফিরে আসতে বাধ্য করেছিল।

এখন আর সে অবস্থা নেই, তবুও আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। এখান থেকে যাদের সৈন্য দলে ভর্তি করা হয়েছে তাদের উপর পুরোপুরি নির্ভর করা যায় না। মিশর থেকে সামরিক রসদ ও সাহায্য চাইতে হবে। ভাবছিলাম হাবিবুল কুদ্দুসের বাহিনীই নিয়ে আসবো।'

এই কথা বলে সুলতান আইয়ুবী নিরব হয়ে গেলেন। তার চেহারার রঙ পাল্টে গেল। তিনি ধীরস্থির কণ্ঠে বললেন, 'আমি মেনে নিতে পারছি না, হাবিবুল কুদ্দুসের মত বিশ্বস্ত সেনাপতি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তবে সে গেল কোথায়? আমি যখন মিশর থেকে যাত্রা করলাম তখন সে আমাকে বলেছিল, 'আপনি মিশরের চিন্তা মন থেকে দূর করুন। খৃস্টান ও সুদানীরা যদি আপনার অনুপস্থিতিতে মিশরে আক্রমণ চালায় তবে আমার তিন হাজার পদাতিক ও দুই হাজার অশ্বারোহী বাহিনীই তাদের আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারবে।'

সে আরো বলেছিল, 'আর যদি কেউ মিশরে বিদ্রোহ করে তবে তার মাথা আর দেহের সাথে থাকবে না। আমরা আল্লাহর সৈনিক, কিন্তু সে আল্লাহর দুশমন।'

'মনে হয় তার এ সব গুণ লক্ষ্য করে শত্রুরা তাকে অপহরণ করেছে।' এক সেনাপতি বললো, 'কারণ তার সৈন্যদের উপর

www.crusadeseries.com

তার গভীর প্রভাব রয়েছে। এই কারণে তিনি নিজেকে যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করেন। শত্রুরা আমাদেরকে সেই শক্তি থেকে বঞ্চিত করতে চাইছে।'

'যদি তাকে পাওয়া না যায় তবে তার বাহিনীকেই আমি এখানে নিয়ে আসবো।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তাদের নিয়ে আসা সম্ভব না। কারণ মিশরের প্রতিরক্ষা তাতে দুর্বল হয়ে পড়বে। সেখানে নতুন ফৌজ পাঠাতে হবে।

কিন্তু ভয় ও আশংকার কারণ হচ্ছে এটাই যে, বাইরের আক্রমণের চেয়ে ভেতরে কেউ বিদ্রোহ করে বসে কি না। কারণ অচেনা বেঈমান গাদ্দারের দল ভেতরে বসে আছে। তারাই তো ফিলিস্তিনকে আমাদেরকে থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।'

সুলতান যখন ফোরাতের কূলে বসে এই আলাপ করছিলেন, সুলতানের বিশ্বস্ত সেনাপতি হাবিবুল কুদ্দুস তখন কায়রো থেকে দূরে পাহাড় ঘেরা এক ভয়ংকর স্থানে পুরাতন মহলের ধ্বংসস্তুপের এক কামরায় বসে মিশরে বিদ্রোহ ঘটানোর পরিকল্পনা করছিলেন।

পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে সেই ধ্বংসস্তুপের মধ্যে সে রাতে তারা আনন্দ ফুর্তিতে মেতে উঠেছিল। যদি বাইরের কেউ সে সময় সেখানে আসতো তবে তারা ভয়ে পালিয়ে যেতো। তারা ভাবতো, জ্বীন পরীরা সেখানে আনন্দ নৃত্য করছে। যে সুন্দরী মেয়েরা নাচছিল তাদের কেউ মানুষ না ভেবে ভাবতো পরী।

www.crusadeseries.com

ওখানে লোক ছিল মাত্র আটজন। হাবিবুল কুদ্দুস ও এক খৃস্টান তো প্রথম দিন থেকেই ছিল। আর ছিল দুই রূপসী ও এক পাহারাদার। মিশরী ও সুদানী দু'জন যোগ দিলে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় সাত-এ। আর আছে হাবিবুল কুদ্দুসের স্ত্রী জোহরা।

বিদ্রোহের নীল নকশা ও পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়ে গেছে। হাবিবুল কুদ্দুস ও জোহরা সবার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সেখানে কেউ শত্রু নেই। ফলে সেখানে পাহারায় সতর্কতারও কোন প্রয়োজন বোধ করলো না কেউ।

তাদের একজনকে হাবিবুল কুদ্দুস শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু এটা তখনকার কথা যখন হাবিবুল কুদ্দুস তাদের পরিকল্পনা জানতো না। এখন আর সেখানে পাহারার প্রয়োজন ছিল না, কারণ এই সেনাপতি এখন তাদের বিশ্বস্ত বন্ধু। তাঁকে তারা গোপনে পরীক্ষা করে দেখেছে, বিদ্রোহের ব্যাপারে তিনি সত্যি দৃঢ়সংকল্প।

রাতে পুরো দলটিই আনন্দে মেতে উঠলো। একেবারে উৎসবের আমেজ। রাজকীয় খানাপিনার আয়োজন করা হয়েছে সবার জন্য। মদের পাত্রগুলো হাতে হাতে ফিরছে। দুই মেয়ে প্রাণ খুলে নাচছে, গাইছে।

হাবিবুল কুদ্দুসও উৎসবে শরীক হয়েছেন। তার সামনে তুলে ধরা হলো সুরার পাত্র। তিনি অবজ্ঞা ভরে ফিরিয়ে দিলেন সে পাত্র। এ নিয়ে আর জোরাজুরি করলো না কেউ।

উৎসবে হাজির জোহরাও। মেয়েরা হাতে তুলে নিল সুরাপাত্র। পানপাত্র তুলে দেয়া হলো জোহরার হাতেও। সে হাত পেতে

www.crusadeseries.com

তা গ্রহণ করলো কিন্তু পান না করে কৌশলে তা ফেলে দিল সবার অলক্ষ্যে।

খৃষ্টান লোকটি মিশর ও সুদান থেকে আগত লোক দু'জনের সাথে কথা বলছিল। সুদানী বললো, 'জোহরা মেয়েটাকে বলে দাও, ও যেন খুব সতর্কতার সাথে হাবিবুল কুদ্দুসের দিকে নজর রাখে। নইলে যে কোন সময় মত বদলে ফেলতে পারে সেনাপতি।'

জোহরা অন্য মেয়েদের মত নির্লজ্জ আচরণ না করলেও আনন্দ উৎসবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে যাতে তার ব্যাপারে কারো মনে কোন সন্দেহ সৃষ্টি না হয়।

মধ্যরাত পর্যন্ত সবাই এ আনন্দ মাহফিলে কাটিয়ে দিল। মদের নেশায় যখন চোখগুলো ঢুলুঢুলু তখন একে একে উঠতে শুরু করলো জলসা থেকে।

মিশরী ও সুদানী দু'জন চলে গেল তাদের কামরায়। মেয়েরাও নিজেদের কামরার দিকে পা বাড়াল। কেউ কেউ নেশায় বেহুশ হয়ে ওখানেই পড়ে রইলো। জোহরা হাবিবুল কুদ্দুসকে চোখ দিয়ে ইশারা করলো।

তিনিও সেখান থেকে উঠে গেলেন। জোহরা সেখান থেকে বেরিয়ে মেয়েদের কামরার দিকে গেল। কামরা খালি, দু'জনের কেউ কামরায় নেই।

জোহরা মিশরী ও সুদানী লোকে দু'জন যেখানে থাকে সেখানে গেল। কামরা ভেতর থেকে বন্ধ। ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছে নারী ও পুরুষের জড়িত কণ্ঠ। সমস্ত পরিবেশটাই বেহুশ

www.crusadeseries.com

মাতালদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে।

জোহরা জানতো এই দুস্কৃতকারীদের অস্ত্রশস্ত্র কোথায় থাকে। সে একটি বর্শা, একটি তলোয়ার, দুটি ধনুক ও ব্যাগ ভর্তি তীর উঠিয়ে নিল।

হাবিবুল কুদ্দুস তার অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে ছিল নির্দিষ্ট জায়গায়। জোহরা সেখানে পৌঁছলে তিনি জোহরার হাত থেকে তলোয়ারটি নিয়ে নিলেন। একটি ধনুক ও তীর কোষ নিজে কাঁধে নিয়ে অপর ধনুক ও তীর কোষ জোহরার কাঁধে লটকে দিলেন। বর্শাটা জোহরার হাতেই রইলো।

'চলো এদেরকে হত্যা করে ফেলি।' জোহরা হাবিবুল কুদ্দুসকে বললো।

'না, এখন এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে যাওয়া উচিত।' তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে নদী পর্যন্ত নিয়ে যাও।'

জোহরা নদী পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তা ভাল করে দেখে রেখেছিল। যদি এ রাস্তা তার দেখা না থাকতো তবে তাদের পক্ষে সেখান থেকে বের হওয়া সম্ভব হতো বলে মনে হয় না।

জোহরা আগে, হাবিবুল কুদ্দুস তার গা ঘেঁষে পা টিপে টিপে এগিয়ে যাচ্ছিল নদীর দিকে। তাদের কান দুটো বনের প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ্য করছিল। হাবিবুল কুদ্দুস তার তলোয়ার খাপে না ভরে হাতে নিয়ে এগুচ্ছিল। জোহরা এগুচ্ছিল তার হাতের বর্শা বাগিয়ে।

জোহরা তার স্বামীকে নৌকা পর্যন্ত নিয়ে গেল। নৌকাটি পাহাড়ের আড়ালে নালার খানিকটা ভেতরে যেখানে পানি

www.crusadeseries.com

জলাশয়ের রূপ নিয়েছিল সেখানে বাঁধা ছিল।
দু'জনেই নৌকা খুলে শান্তভাবে তাতে চড়ে বসলো। তারা অতি সাবধানে ধীরে ধীরে বৈঠা মারতে লাগলো যেন শব্দ না হয়। প্রতিটি মুহূর্ত তাদের কাটছিল ভয় ও আতঙ্কের মধ্যে। মনে হচ্ছিল, এই বুঝি টের পেয়ে গেল ষড়যন্ত্রকারীরা। এই বুঝি অদৃশ্য থেকে ছুটে এলো কোন তীর।
কিন্তু না, সব আশঙ্কাকে অমূলক ও ভিত্তিহীন প্রমাণ করে নৌকা পাহাড়ের সংকীর্ণ নালা বেয়ে নদীর দিকে এগিয়ে চললো।

সংকীর্ণ নালা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সামনেই নদী। নদীর কলতানের শব্দ শুনতে পাচ্ছে ওরা। হাবিবুল কুদ্দুস বললেন, 'আল্লাহকে স্মরণ করো। মনে হচ্ছে ওদের ফাঁকি দেয়া সম্ভব হবে। এখন আর বৈঠার শব্দ শুনতে পাবে না ওরা। তুমিও একটা বৈঠা হাতে নাও।'
হাবিবুল কুদ্দুস জোহরাকে বললেন, 'তুমি জিহাদে অংশ নেয়ার ইচ্ছা করেছিলে। আল্লাহ তোমাকে সে সুযোগ করে দিয়েছে।'
'আপনার কি মনে হয় আমরা এখন বিপদ মুক্ত?'
'না, আমরা এখনও বিপদ মুক্ত হইনি। নৌকা ফোরাতের স্রোতে পড়লে বিপদ আরো বাড়বে। এত ছোট নৌকা সেই প্রবল তরঙ্গের ঝাপটা কেমন করে সইবে তাই ভাবছি।'
জোহরা একটা বৈঠা নিয়ে পানিতে ফেললো। হাবিবুল কুদ্দুসের সাথে সমান তালে সে বৈঠা চালাতে লাগলো। দু'জনে বৈঠার ঘায়ে নৌকা এগিয়ে চললো তরতর করে। অল্পক্ষণ পরেই

www.crusadeseries.com

নৌকা নালা থেকে বেরিয়ে স্রোতস্বিনী ফোরাতের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

হাবিবুল কুদ্দুস শক্ত হাতে হাল ধরে নৌকার গতি থামাতে চেষ্টা করলো। চিৎকার করে বললো, 'বৈঠা রেখে পাটাতন আঁকড়ে ধরো জোহরা।'

জোহরা ভয় পেয়ে বৈঠা রেখে পাটাতন আঁকড়ে ধরলো। তাকিয়ে দেখলো, নৌকা তীরের মত মাঝ নদীর দিকে ছুটে চলেছে। হাবিবুল কুদ্দুস সর্ব শক্তি দিয়ে নৌকাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করলো। সে নৌকার মুখ ভাটির দিকে ঘুরিয়ে ধরলো। শেষ পর্যন্ত নৌকা মাঝ নদীতে না গিয়ে তীর ধরে ছুটে চললো ভাটির দিকে।

ওদের দৃষ্টি থেকে পাহাড়ের কালো ছায়ারা ভূতের মত ধীরে ধীরে পিছনে সরে যেতে লাগলো। দেখতে দেখতে সুউচ্চ পাহাড়শ্রেণী ছোট হয়ে গেল।

নদীতে তখন ভরা জোয়ার। উত্তাল ঢেউয়ের মাতামাতিকে অগ্রাহ্য করে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে নৌকা। প্রচন্ড ঢেউ এসে গ্রাস করে ফেলতে চাচ্ছে ক্ষুদে নৌকাটি। যখন নৌকা ঢেউয়ের ভেতর ঢুকে যায় তখন চারদিকে পানি ছাড়া ওরা আর কিছুই দেখা যায় না। নিচে পানি, মাথার ওপর পানি, মনে হয় পানিময় সারা দুনিয়া।

ভয় ও আতঙ্কে জোহরা চিৎকার দিতেও ভুলে গেল। ভাবলো, পানি নয়, এ তো মৃত্যুদুত আজরাইল।

পরক্ষণে ঢেউয়ের চূড়ায় চড়ে বসে নৌকা। ঢেউয়ের ঝাপটায়

www.crusadeseries.com

ছিটকে আসা পানিতে ভেসে যায় পাটাতন। হাবিবুল কুদ্দুস নৌকাটি তীরের দিকে নেয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকেন।

নদীর মাঝখানে প্রবল স্রোতের বেগ ও ঢেউ। এ ছোট্ট নৌকা নিয়ে মাঝ নদীতে যাওয়ার কথা পাগলও ভাববে না। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের হাত থেকে বাঁচতে হলে তাদের নদীর ওপারে চলে যাওয়া উচিত। মাঝ নদীর সেই স্রোত ও ঢেউয়ের মোকাবেলা না করে ওপারে যাওয়ার কোন উপায় নেই।

হাবিবুল কুদ্দুস জানতেন এ ঢেউয়ের কথা। কিন্তু তা এমন ভয়ংকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে ভাবেননি তিনি। নদীর তীর ধরে এগুনোর মাঝেও বিপদের আশংকা আছে। কোন পাথরে আঘাত লেগে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে নৌকা। ওরা যে পালিয়েছে দুশমন যদি তা কোন মতে টের পায় তবে ঘোড়া নিয়ে ওরা ছুটে আসতে পারে তীর ধরে। মোট কথা, বিপদ সর্বত্র গুখরো সাপের মতই ফনা তুলে আছে।

প্রবল স্রোতের টানে ভাটির দিকে তীব্র বেগে ছুটছিল নৌকা। উত্তাল তরঙ্গ দোলায় উপর নিচে উঠানামা করছিল। একবার হারিয়ে যাচ্ছিল ঢেউয়ের ভেতর আবার ভেসে উঠছিল দুই বিস্মিত নর-নারীর চোখের সামনে।

হাবিবুল কুদ্দুস জোহরাকে বললেন, 'ভয় পেও না। আমরা ডুববো না ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ যখন খৃস্টান দুর্বৃত্তদের কবল থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ দিয়েছেন, এই উত্তাল তরঙ্গেও তিনিই আমাদের রক্ষা করবেন।'

www.crusadeseries.com

'আপনি আমাকে নিয়ে চিন্তা করবেন না।' জোহরা বললো, 'ডুবে গেলেই বা কি? কাফেরদের জাহান্নাম থেকে তো উদ্ধার পেয়েছি।'

হাবিবুল কুদ্দুস শক্ত হাতে হাল ধরে পিছন ফিরে তাকালেন পাহাড়ের দিকে। এখন পাহাড়টিকে মাটির উপরে ছোট্ট এক ঢিবির মত দেখাচ্ছে। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। তারপর আবেগের সাথে বললেন, 'আমি এই স্থানটি চিনি। এই পাহাড়ী অঞ্চল ও বিজন মরু প্রান্তরে আমি আমার বাহিনীকে যুদ্ধের ট্রেনিং দিয়েছিলাম। কিন্তু তখন নদীর দিকে আসিনি।

জোহরা, আমরা এখন সোজা কায়রোর দিকে যাচ্ছি। নীল নদের স্রোত আমাদের দ্রুত কায়রোর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাও জোহরা। এটা আল্লাহর অপরিসীম দয়া ও মদদ।'

'আল্লাহ আমাদের নিয়ত ভাল করেই জানেন। আমরা তার দ্বীনের জন্যই বাঁচতে চাই, মরলেও দ্বীনের জন্যই মরতে চাই। ফলে আমাদের বাঁচা বা মরায় কোন পার্থক্য নেই। শুধু দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের কবুল করে নেন। এখান থেকে কায়রো কত দূর?'

'কায়রো এখনো অনেক দূর।' হাবিবুল কুদ্দুস বললেন, 'কিন্তু কায়রো পৌঁছার আগেই আমাদের এক জায়গায় থামতে হবে। পথে কায়রোর আগেই নদীতে একটি বাঁক পড়বে।

সেখানে আমাদের একটি সেনা ছাউনি আছে। নদীতে পাহারা দেয়ার জন্য তাদের কাছে শক্ত এবং বড় নৌকাও আছে। আমি

www.crusadeseries.com

তোমাকে সেই শিবিরে রেখে সেখানকার সৈন্য নিয়ে ওই পাহাড়ে অভিযান চালাবো। আমি এই দুর্বৃত্ত কাফেরদের গ্রেফতার করবো।'

'আপনি অভিযানে যাবেন আর আমি বসে থাকবো শিবিরে? না, তা হবে না। আল্লাহ যখন সুযোগ দিয়েছেন তখন আমিও আপনার সাথে জেহাদের ময়দানেই ছুটে বেড়াবো। দয়া করে আমাকে একাকী রেখে আপনি কোথাও যাবেন না।'

'কিন্তু তারা তো ততোক্ষণে জেনে যাবে আমাদের পালিয়ে আসার কথা। তারা নিশ্চয়ই সচেতন হয়ে উঠবে এবং আমার জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করবে। ওখানে তোমার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি আমার মত এক মুজাহিদকে দুশমনের কবল থেকে উদ্ধার করে এনেছো, এ কি কম বড় কৃতিত্বের কথা? আল্লাহ তোমাকে এর জাযা দান করুন।'

'আমি আশা করি কাল দুপুর পর্যন্ত তাদের কেউ জেগে উঠবে না।' জোহরা বললো, 'আমি নিজ হাতে তাদেরকে প্রচুর মদ পান করিয়েছি। সেই মদের মধ্যে মেশানো ছিল এক প্রকার গুঁড়ো পাউডার।'

'গুঁড়ো পাউডারটা আবার কি জিনিস?'

'হাশিশ। যেই মেয়েরা আমাকে তাদের দলের একজন বানাতে চেয়েছিল গতকাল তারা আমাকে হাশিশ দেখিয়েছিল এবং তার ব্যবহার শিখিয়েছিল।

তারা একটা কৌটা খুলে হাশিশের পাউডার দেখিয়ে বললো, 'কোন লোককে অজ্ঞান করার প্রয়োজন হলে এর সামান্য অংশ

www.crusadeseries.com

সরবত বা পানির সাথে মিশিয়ে অথবা খাবারের সঙ্গে খাইয়ে দিলে তাতেই সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। তখন তাকে যেখানে খুশী নিয়ে যাও, সে কোন কিছু টেরই পাবে না।'

রাতে যখন আনন্দ উৎসব চলছিল তখন হাশিশের কৌটা থেকে কিছু পাউডার আমি মদের সুরাহীর মধ্যে ঢেলে দিলাম। মেয়েদের কথা যদি সত্যি হয়, তবে যে পরিমাণ হাশিশ মিশিয়েছি তাতে আগামী কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের কারো চেতনা আসবে না।'

হাবিবুল কুদ্দুস আবার পিছন ফিরে তাকালেন পাহাড়ের দিকে। অন্ধকারের জন্য এখন আর পাহাড় দেখা যাচ্ছে না। নৌকা অনেক কিনারে চলে এসেছে। এখানে ঢেউয়ের প্রচন্ডতা কম। হাবিবুল কুদ্দুস আবেগ ভরা কণ্ঠে বললো, 'আমি তোমাকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছিলাম জোহরা। আমি তোমাকে যে দুনিয়ার সন্ধান নিতে বলেছিলাম, সে দুনিয়া রহস্যময়। সে দুনিয়া বড় বিচিত্র বর্ণিল কিন্তু পাপের কালিমায় ভরা। তুমি আমার জন্য বিরাট কোরবানী দিয়েছো জোহরা।'

'আমি আপনার জন্য নয়, ইসলামের গৌরবের জন্য এ কোরবানী দিয়েছি।' জোহরা বললো, 'আমি আপনার কাছে এ জন্য কৃতজ্ঞ যে, আপনি আমাকে পবিত্র দায়িত্ব পালন করার সুযোগ করে দিয়েছেন। পাপের আকর্ষণীয় জগতে পা রেখেও আমি যে আমার পবিত্রতা রক্ষা করতে পেরেছি, মনে হয় আপনি তা বিশ্বাস করতে পারছেন না।

সত্যি এ এক অভিনব বিচিত্র জগত। মনে হয়, এতসব ঘটনা

www.crusadeseries.com

বাস্তবে ঘটেনি, সবই আমার স্বপ্ন বা অলীক কল্পনা। আপনি বুদ্ধি করে আমাকে এখানে না আনলে আমি এই জগতের কিছুই জানতে পারতাম না।'

'আর ওরা যদি তোমাকে বিশ্বাস করে আমার সঙ্গে একাকী রাতে থাকার সুযোগ না দিত তবে আমিও তোমাকে বলতে পারতাম না, আমি কেন তোমাকে ডেকেছি।'

'আমিও জানতে পারতাম না, এরা আপনাকে দিয়ে বিদ্রোহ করানোর জন্য ছিনতাই করে এখানে নিয়ে এসেছে। তবে আমাকে এই মেয়েরা নির্লজ্জ হতে বাধ্য করেছে।'

'কিন্তু তুমি তো এইসব ট্রেনিং পাওয়া মেয়েদেরও টেক্কা মেরেছো। ওদের মনে কোন রকম সন্দেহ না জাগিয়েই ওদেরকে বুঝাতে পেরেছো, তুমি আমাকে ঘৃণা করো এবং সুযোগ পেলেই তুমি ওদের সঙ্গে পালিয়ে যেতে প্রস্তুত।' হাসিমাখা কণ্ঠে বললেন হাবিবুল কুদ্দুস।

হাসি দেখা দিল জোহরার ঠোঁটেও। বললো, 'আপনি যখন বললেন, ওই মেয়েদের চরিত্র খারাপ এবং আরো বললেন, তাদের সাথে মিশে যেতে, আমি প্রথমে একটু ভয়ই পেয়ে ছিলাম। কারণ আমি কল্পনাও করতে পারিনি, আমি তাদের ধোঁকা দিতে পারবো। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, কেমন করে যেন বিনা চেষ্টাতেই সব হয়ে গেল।'

'এটাই আল্লাহর কুদরত। তিনিই তোমাকে সাহায্য করেছেন। শত চেষ্টা করেও যা তুমি করতে পারতে না, আল্লাহ তোমাকে দিয়ে তাই করিয়ে নিয়েছেন। তোমাকে সফলতাও দান

www.crusadeseries.com

করেছেন।'

'যদি ওই মেয়েরা আমাকে নদী পর্যন্ত রাস্তা না দেখাতো তবে আমরা সেখান থেকে বেরই হতে পারতাম না। আপনি কি আমাকে এই কারণেই এখানে ডেকে এনেছিলেন?'

'না!' হাবিবুল কুদ্দুস বললেন, 'এ পথ তোমার আসার পরে এমনিতেই সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমি অন্য রকম চিন্তা করেছিলাম। আমার মুক্তির জন্যই তোমাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম। অর্থাৎ তোমাকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম।

কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা দেখে আমার মনে নতুন চিন্তা এলো। তাই তোমাকে খুলে বললাম নতুন পরিকল্পনা। আর তুমিও চমৎকার কাজ করে দেখালে।

তুমি এত সুচারুভাবে কাজ সমাধা করতে পারবে, ধারনা করিনি আমি। তুমি আমার আশার চাইতেও বেশী করেছো। তোমার সাহস ও বুদ্ধিমত্তায় আমি অভিভূত।'

'আমার ধারণা ছিল, ওরা খুব চালাক ও সাবধান। তাই আমিও সতর্ক ছিলাম। তবে আমার সফলতার কারণ আমি মনে করি আমাদের মহত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আমাদের ঈমান ছিল অটুট। নিজের জ্ঞান বুদ্ধিকে আমরা কাজে লাগিয়েছিলাম নিবিড় করে। তাই আল্লাহ আমাদের সহায় হয়েছেন। আল্লাহর সাহায্য ছিল বলেই আমরা ওদেরকে বোকা বানাতে পেরেছি। মিশরী লোকটি নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করলেও আমি প্রথম দিনই জানতে পেরেছিলাম, লোকটা খৃস্টান। আমরা যে

www.crusadeseries.com

খৃস্টানদের ষড়যন্ত্রের জালে ফেঁসে আছি এ কথা আমার সব সময়ই মনে ছিল।'

সেই পাহাড়ী অঞ্চল অনেক পিছনে ফেলে এসেছিল ওরা। নীলনদের গতি তখনো তীব্র। নৌকা প্রকৃতির দয়ার উপর উঠানামা করছিল। হাবিবুল কুদ্দুস চেষ্টা করছিলেন তীরের কাছাকাছি থাকতে কিন্তু বড় বড় ঢেউ বার বার ঠেলে নৌকা মাঝনদীতে নিয়ে যাচ্ছিল।

স্রোতের টানে নৌকা এগুচ্ছিল দ্রুত গতিতে। হাল ধরে বসে থাকা ছাড়া হাবিবুল কুদ্দুসের করার কিছুই ছিল না। জোহরার কাজ ছিল পাটাতন আঁকড়ে ধরে নিজেকে রক্ষা করা। দাঁড় টানা বা বৈঠা চালানোর কোন অবস্থা ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না।

সামনে নদী কিছুটা চাপা। দুই দিকের পাহাড় এগিয়ে আসার ফলে সংকীর্ণ হয়ে গেছে নদী। ফলে নদীর বেগ ও স্রোত সেখানে তীব্র আকার ধারণ করেছে।

হাবিবুল কুদ্দুস বললেন, 'জোহরা! সাবধান হও। সামনে বাঁক আছে। এই বাঁকের পরেই আমাদের সেনা ক্যাম্প। কিন্তু বাঁকে স্রোত খুব প্রচন্ড। নৌকার তাল সামলানো কঠিন। আর যদি নৌকা ঘূর্ণিপাকে পড়ে যায় তাহলে মুহূর্তে তলিয়ে যেতে পারে।'

ওরা বাঁকের কাছাকাছি চলে এলো। হাবিবুল কুদ্দুস নিজের সমস্ত মনোযোগ একত্র করে শক্ত হাতে বৈঠা ধরলেন। প্রচন্ড আক্রোশে ফুঁসছে নদী। ঢেউ ভাঙার অবিরাম শব্দ বিকট

www.crusadeseries.com

আওয়াজ তুলছে।

ভুস করে নৌকা ঢুকে গেল স্রোতের চক্রে। হাবিবুল কুদ্দুস স্রোতের সাথে দিক বদল করলো নৌকার। নৌকা বিদ্যুৎ বেগে এগিয়ে গিয়ে এক ঘুর্ণিচক্রে পড়ে ঘুরতে লাগলো চরকির মত। মুহূর্তে করণীয় ঠিক করে ফেললো হাবিবুল কুদ্দুস। নৌকার হাল ছেড়ে দিয়ে জোহরাকে নিয়ে লাফ দিল। পলকে দেখতে পেলো ঘুর্ণিপাকের কেন্দ্রে পৌঁছে গেছে নৌকা। সঙ্গে সঙ্গে সেই পাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল তাদের দুঃসময়ের একমাত্র বাহন নৌকাটি।

ওদের ভাগ্য ভাল, সময় মত লাফিয়ে পড়ে হাবিবুল কুদ্দুস সর্ব শক্তি নিয়োগ করে চক্রের বাইরে চলে যেতে পেরেছিলেন।

'জোহরা!' হাবিবুল কুদ্দুস বললেন, 'তুমি শক্ত করে আমার গলা জড়িয়ে ধরে পিঠের ওপর শুয়ে পড়ো।'

জোহরা তাঁর দুই কাঁধ দু'হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে পিঠের ওপর চড়লো। হাবিবুল কুদ্দুস বললেন, 'খুব শক্ত করে ধরে থাকবে, যেন সামান্যও শিথিল না হয়। নইলে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্রোতের টানে হারিয়ে যাবে।'

নৌকা ঘুর্ণিপাকে পড়ায় তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে জোহরাকে নিয়ে লাফিয়ে পড়েছিলেন তিনি। সৌভাগ্যক্রমে দেহের সর্বশক্তি নিয়োগ করে পাঁকের বাইরে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। কিন্তু প্রচন্ড ঢেউ আর স্রোতে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন তখনো। এক হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছিলেন জোহরাকে অন্য হাতে চেষ্টা করছিলেন ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা পেতে।

www.crusadeseries.com

জোহরা তার কাঁধ আকড়ে ধরলে একটু দম নেয়ার সুযোগ পেলেন হাবিবুল কুদ্দুস।

এখানে নদীর দুই পাড়েই পাহাড়। জোহরা সাঁতার জানতো না, সে শুধু আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে লাগলো।

হাবিবুল কুদ্দুস তার ভার পিঠে নিয়ে সেই উত্তাল ঢেউ ও স্রোতের মধ্য দিয়ে সাঁতরে চললেন তীরের দিকে। তাঁর সবচে বড় ভয়, স্রোত টেনে নিয়ে যে কোন সময় শক্ত পাথরের ওপর আছড়ে ফেলতে পারে। সে জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন নিজের ও জোহরার মুখটা পানির উপরে রাখতে। কিন্তু প্রবল ঢেউ বার বার তাদের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। তখন আর কিছু দেখতে পাচ্ছিল না তারা।

শিগ্রই তারা বাঁক পেরিয়ে নদীর সংকীর্ণ মুখ থেকে প্রশস্ত এলাকায় গিয়ে পড়লো। হাবিবুল কুদ্দুসের বাহু ও পা ততোক্ষণে শিথিল ও নিস্প্রাণ হয়ে গেছে। তিনি তার শেষ শক্তি প্রয়োগ করে বাঁচার চেষ্টা করছিলেন।

তিনি অনুভব করলেন, জোহরার বাহু বন্ধন শিথিল হয়ে আসছে। তিনি জোহরাকে ডাকলেন, কিন্তু কোন সাড়া পেলেন না। তার বাহু সম্পূর্ণ ঢিলা হয়ে গেল।

তিনি বুঝতে পারলেন, জোহরার নাক মুখ দিয়ে সমানে পানি ঢুকছে। অজ্ঞান জোহরাকে বাঁচানো ও তাকে নিয়ে সাঁতার দেয়া কঠিন হয়ে গেল হাবিবুল কুদ্দুসের জন্য। তারপরও তিনি এক হাত দিয়ে জোহরাকে ধরে রাখলেন এবং অন্য হাত দিয়ে প্লাবনের গতি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালালেন।

www.crusadeseries.com

স্রোতের বেগ আগের চাইতে এখানে কম ছিল। কিন্তু কিনারা তখনও দূরে। ঢেউয়ের চাপ কম থাকায় সাঁতার দেয়া সহজ হয়ে উঠলেও এতটা পথ জোহ্‌রাকে নিয়ে সাঁতরে পার হওয়া তার কাছে অসম্ভব বলেই মনে হলো। তিনি সাহায্যের আশায় চিৎকার দিতে শুরু করলেন।

তিনি তীরের দিকে আরো কিছু দূর এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ তার আড়ষ্ট হাত থেকে ফসকে গেল জোহরা। তিনি ডুব দিয়ে আবার তাকে ধরে ফেললেন। এ সময় একটি নৌকা তাদের কাছে এসে গেলো। তিনি জোহরাকে ধরে সাঁতার বাদ দিয়ে কেবল ভেসে থাকার চেষ্টা করলেন। এ সময় তিনি একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন, 'আপনি কে?'

নৌকাটিকে দেখতে পেলেন তিনি। একদম কাছে এসে গেছে। তিনি উত্তর না দিয়ে থাবা দিয়ে ধরে ফেললেন নৌকার কাঠ। আস্তে করে বললেন, 'আগে একে আমার পিঠের উপর থেকে উঠিয়ে নাও।'

নৌকার সিপাইরা তার পিঠ থেকে জোহ্‌রাকে টেনে নৌকায় তুলে ফেললো। জোহরা তখনও অজ্ঞান। নৌকাটি তাদেরই ছিল, কারণ সুলতান আইয়ুবী এখানে একটি সেনা ক্যাম্প করেছিলেন নদীতে পাহারা দেয়ার জন্য।

তারা হাবিবুল কুদ্দুসের চিৎকার শুনে ছুটে এসেছিল কোন বিপন্ন মানুষকে উদ্ধার করতে। কিন্তু তারা জানতো না তাদেরই এক সেনাপতি সাহায্যের জন্য ডাকছে।

জোহ্‌রাকে তোলার পর তারা তাকেও টেনে নৌকায় তুলে

www.crusadeseries.com

নিল। তারপর তাদের নিয়ে গেল সেনা ফাঁড়িতে।

ক্যাম্পে গিয়ে তিনি বললেন, 'আমি সেনাপতি হাবিবুল কুদ্দুস। আগে মেয়েটির জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করো। কিভাবে কি ঘটেছে সব আমি বলছি।'

ফাঁড়ির কমান্ডার তাঁকে চিনতে পারলেন এবং তাকে এভাবে দেখতে পেয়ে খুবই বিস্মিত হলেন। জোহরা তখনো বেহুশ হয়ে পড়েছিল। হাবিবুল কুদ্দুসের নির্দেশ পেয়ে কমান্ডার জোহরাকে মাটিতে শুইয়ে দিলেন এবং তার পেটে ও পাশে প্রবল চাপ দিলেন। চাপ খেয়ে জোহরার মুখ ও নাক দিয়ে হরহর করে বেরিয়ে এলো পানি।

হাবিবুল কুদ্দুস উঠে বসলেন। জোহরার জ্ঞান তখনও ফেরেনি। তিনি কমান্ডারকে বললেন, 'দুটি বড় নৌকায় দশ জন করে বিশ জন সৈন্য দাও।'

তিনি কমান্ডারকে জানালেন সেই দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চল ও ধ্বংসপ্রাপ্ত মহলের কথা। বললেন, 'ওখানে এখনি অভিযান চালাতে হবে। সেই পাহাড়ী অঞ্চলের দুর্ভেদ্য ভগ্নাবশেষের মধ্যে কয়েকজন খৃস্টান দুর্বৃত্ত বেহুশ হয়ে পড়ে আছে। তাদের পাকড়াও করতে হবে। এমনও হতে পারে, সেখানে তাদের আরও কিছু লোক আছে, যাদের আমরা দেখিনি।'

'নৌকা নিয়ে উজান ঠেলে ওখানে পৌঁছতে অনেক সময় ব্যয় হয়ে যাবে।' কমান্ডার বললো, 'আমরা স্থলপথে যেতে পারি না?'

'স্থলপথে যাওয়ার কোন রাস্তা আমার জানা নেই।' হাবিবুল

www.crusadeseries.com

কুদ্দুস বললেন।
'আমার জানা আছে।' কমান্ডার বললো, 'স্থল পথে যাওয়া অনেক সহজ হবে।'
'ঠিক আছে। তাহলে বিশ জন অশ্বারোহীকে তৈরী হতে বলো।'
কয়েক মিনিটের মধ্যে বিশ জন অশ্বারোহী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে হাজির হলো হাবিবুল কুদ্দুসের সামনে। তার জন্য ব্যবস্থা করা হলো শুকনো কাপড়ের। তিনিও পোশাক পাল্টে প্রস্তুত হলেন। ততোক্ষণে জ্ঞান ফিরে এলো জোহরার। কিন্তু সে খবর না নিয়েই তিনি ঘোড়ায় চেপে বসলেন।
বিশজন অশ্বারোহীর অগ্রভাগে হাবিবুল কুদ্দুস ও সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার। প্রভাতের আলো তখনও স্পষ্ট হয়নি। যখন তারা পাহাড়ী এলাকায় প্রবেশ করলো তখন তিনি হুকুম দিলেন, 'ঘোড়া এখানেই রাখো। অশ্বখুরের আওয়াজ তাদের কানে পৌঁছুক, চাই না আমি।'
নিরবতার খাতিরে অশ্বগুলো পাহাড়ের বাইরে রেখে পায়ে হেঁটে অগ্রসর হলো তারা। নদীতে সাঁতরানোর কারণে হাবিবুল কুদ্দুসের অবস্থা ছিল কাহিল। তবুও তিনি দুর্বল শরীর নিয়েই হাঁটতে লাগলেন সৈন্যদের সাথে। আবেগ ও আক্রোশ তার শরীরের দুর্বলতা দূর করে দিয়েছিল।
তিনি এখনো জানেন না, ক্যাম্পে তাঁর স্ত্রীর জ্ঞান ফিরেছে কি না। তা দেখার মত সময় তার হাতে ছিল না। তিনি তখন অনুভব করছিলেন দুর্বৃত্তদের ধরার ব্যাঘ্র ব্যাকুলতা।

www.crusadeseries.com

তিনি পাহাড় ও জঙ্গলের আঁকাবাঁকা গোলক ধাঁধাঁর রাস্তা অতিক্রম করে দ্রুত সেই মহলে পৌঁছতে চাচ্ছিলেন, যেখানে রাতে তাদের হাশিশ মেশানো মদ পান করানো হয়েছিল। কিছু দূর যেতেই তার সামনে ভেসে উঠলো সেই পুরাতন ধ্বংসাবশেষ ও মহল।

মহলে প্রবেশ করলেন হাবিবুল কুদ্দুস ও তার বাহিনী। তাদের সামনে প্রথমেই পড়লো সেই খৃস্টান নেতা। তখনও নেশায় তার পা টলমল করছিল। তাকে গ্রেফতার করা হলো। পরিপূর্ণ জ্ঞান ফিরে আসার আগেই গ্রেফতার হওয়ায় সে বুঝতে পারলো না কি ঘটছে। সে গালাগালি ও বকবক শুরু করে দিল।

বাকীদেরও বেহুশ অবস্থাতেই পাকড়াও করা হলো। মেয়ে দুটিকে পাওয়া গেল মিশরী ও সুদানী লোক দুটির রুমে। ওদেরও বন্দী করা হলো। মহলে যত আসবাবপত্র ও সোনা রূপা ছিল উঠিয়ে নিল সৈনিকরা। তারপর সবাইকে অশ্বপৃষ্ঠে চাপিয়ে ক্যাম্পে নিয়ে আসা হলো।

ক্যাম্পে ফিরেই হাবিবুল কুদ্দুস খোঁজ নিলেন স্ত্রী জোহরার। জানতে পারলেন জোহরার জ্ঞান ফিরেছে।

দিনের প্রথম প্রহর যখন শেষ হলো তখন দুর্বৃত্তদের জ্ঞান ফিরলো। হাবিবুল কুদ্দুসের বাহিনী তখন দুর্বৃত্তদের নিয়ে কায়রোর পথে রওনা হয়ে গেছে।

দুর্বৃত্তরা সজাগ হয়ে নিজেদের আবিষ্কার করলো অশ্বপৃষ্ঠে। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তারা তখন বিশজন সৈন্যের পাহারায় এগিয়ে চলেছে কায়রোর দিকে।

www.crusadeseries.com

জ্ঞান ফিরলেও হাবিবুল কুদ্দুস তাদের সঙ্গে কোন কথাই বললেন না। তার নির্দেশে কোন রকম বিরতি ছাড়াই কাফেলা এগিয়ে চললো।

কায়রো শহর। মধ্য রাত। চমৎকার নিরবতা বিরাজ করছিল শহর জুড়ে। হাবিবুল কুদ্দুস কাফেলা নিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হলেন গভর্ণর হাউজে। ঘুম থেকে জাগানো হলো কায়রোর ভারপ্রাপ্ত আমীরকে।

একটু পর আলী বিন সুফিয়ানের চাকর তাকে জাগিয়ে বললো, 'আমীর সাহেব আপনাকে এখুনি তার মহলে যেতে বলেছেন।' বড় রকমের কোন সমস্যা হয়েছে ভেবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। হাবিবুল কুদ্দুসকে সঙ্গে নিয়ে গিয়াস বিলকিস বসে ছিলেন সেখানে। আলী বিন সুফিয়ান গিয়াস বিলকিসের সঙ্গে হাবিবুল কুদ্দুসকে বসে থাকতে দেখে যারপরনাই বিস্মিত হলেন।

হাবিবুল কুদ্দুস আবার তার অপহরণ হওয়া থেকে শুরু করে মুক্তি ও দুর্বৃত্তদের পাকড়াও করার অভিযান কাহিনী ওদের সামনে তুলে ধরলেন। এরপর তিনি সবাইকে চমকে দিয়ে এমন কয়েকজন সামরিক অফিসার ও বেসামরিক নেতার নাম উল্লেখ করলেন, যারা ছিল খৃস্টান ষড়যন্ত্রকারী দুর্বৃত্তদের দোসর। এ নাম কয়টি তিনি পেয়েছিলেন বন্দী অবস্থায় খৃস্টান নেতা এবং মিশর ও সুদান থেকে আগত দুই আগন্তুকের কাছ থেকে।

এই অফিসার ও নেতারা সবাই গাদ্দার ও ষড়যন্ত্রকারী ছিল। আলী বিন সুফিয়ান বললেন, 'এরা সত্যি বিদ্রোহ সফল করার

www.crusadeseries.com

কাজে জড়িত ছিল কি না আগে তা প্রমাণিত হওয়া দরকার। সত্যি ওরা দোষী সাব্যস্ত হলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে ওদের।'

আমীরের আদেশে তখুনি কমান্ডো বাহিনী রাতের আঁধারে সংশ্লিষ্ট অফিসার ও নেতাদের বাড়ীগুলো ঘিরে ফেললো। বাড়ীতেই পাওয়া গেল সবাইকে। কমান্ডোরা তাদের সবাইকে গ্রেফতার করে নিয়ে এলো দরবারে। তাদের ঘরে যে সব উপঢৌকন ও বিলাস সামগ্রী পাওয়া গেল তাতেই তাদের অপরাধ সত্য বলে প্রমাণ হয়ে গেল।

সে সময় সুলতান আইয়ুবী হলব শহর অবরোধের জন্য শহরের পাশেই আল আখদার ময়দানে সামরিক ঘাঁটি করে অবস্থান করছিলেন। তিনি সিরিয়া ও বিভিন্ন রাজ্যে তার যে সৈন্য ছিল তা থেকে কিছু কিছু অংশকে ডেকে নিজের বাহিনীর সাথে শামিল করার কাজে ব্যস্ত।

হলব সম্পর্কে তিনি তার সেনাপতিদের আগেই জানিয়েছিলেন, এই শহরের নাগরিকবৃন্দ দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, তারা আগেও এমন প্রমাণ রেখেছে। ফলে এখানে বিজয় পেতে হলে কঠিন মোকাবেলার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ওদিকে তার গোয়েন্দা সংস্থা হলবের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে যে রিপোর্ট দিয়েছে তার চিত্র ভিন্ন। গোয়েন্দা সংস্থা জানিয়েছে, দীর্ঘদিন গৃহযুদ্ধ করার ফলে তাদের আগের সেই অবস্থা নেই। গৃহযুদ্ধের ফলে কেবল শক্তির দিক দিয়েই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন নয়, তাদের চিন্তা-চেতনা এবং মানসিকতায়ও পরিবর্তন এসেছে। এ ক্ষেত্রে সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দারাও

www.crusadeseries.com

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

সেখানকার শাসক সুলতান ইমাদুদ্দিনকে এখন হলবের অধিকাংশ নাগরিক ক্ষমতালোভী ও স্বৈরাচারী মনে করে। বিলাসবহুল জীবন যাপনের কারণে তিনি এখন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন।

সুলতান আইয়ুবী এ সব শোনার পরও তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলেন না। কারণ ইমাদুদ্দিন যথেষ্ট হুশিয়ার ও কুশলী সমরনায়ক। ইয়াজউদ্দিনের চাইতে তিনি সাহসীও বটে। তাই সুলতান এদিক ওদিক থেকে সৈন্য এনে আল আখদার ময়দানে জড়ো করতে থাকেন।

সৈন্য সংগ্রহ শেষ হলে তিনি তার সেনাপতিদের একত্রিত করলেন। অভিযান শুরুর আগে তিনি সেনাপতিদের শেষ বারের মত নির্দেশ দিচ্ছিলেন। এ সময় কায়রো থেকে তার কাছে এক কাসেদ এলো।

কায়রোর কাসেদ এসেছে শুনেই তিনি বক্তৃতা বন্ধ করে কাসেদকে ডাকলেন। কাসেদ তাঁর হাতে আলী বিন সুফিয়ানের চিঠি তুলে দিল।

আইয়ুবী মনযোগ দিয়ে চিঠিটি পড়লেন। খুশীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তার চেহারা। তিনি হাসিমাখা মুখে সেনাপতিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার মন বলছিল, হাবিবুল কুদ্দুস আমাকে ধোঁকা দিতে পারে না। আল্লাহ ইসলামের প্রত্যেকটি মেয়েকে যেন জোহরার মত ঈমান ও জোশ দান করেন।'

আলী বিন সুফিয়ান সেনাপতি হাবিবুল কুদ্দুসের অন্তর্ধান থেকে

www.crusadeseries.com

শুরু করে ষড়যন্ত্রকারীদের গ্রেফতার করার কাহিনী পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে লিখেছেন চিঠিতে। সব শেষে তিনি জানতে চেয়েছেন, 'সেনাবাহিনীর যেসব অফিসার এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত হয়েছিল তাদের ব্যাপারে আপনার নির্দেশ কি?'

তিনি দেরী না করে চিঠির উত্তর লিখতে বসে গেলেন। তিনি লিখলেন, 'গাদ্দারদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া দরকার, যাতে অন্যরা লোভে পড়ে এই রোগে আক্রান্ত হতে সাহস না পায়। তুমি তাদের জন্য সে রকম শাস্তিরই ব্যবস্থা করবে। তাদেরকে ঘোড়ার পেছনে বেঁধে শহরের রাস্তায় ঘোড়া ছুটিয়ে দেবে। যতোক্ষণ তাদের মাংস ও চামড়া শরীর থেকে খসে না পড়বে ততোক্ষণ ঘোড়া থামাবে না।'

কাসেদকে বিদায় করার দু'দিন পর। সুলতান আইয়ুবী তার মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে হলবের উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালালেন। এবার আর অবরোধ নয়, সরাসরি আক্রমণ।

বড় মেঞ্জানিক দিয়ে শহরের মূল ফটকে পাথর ও পেট্রোলের বোমা নিক্ষেপ করা হলো। শহরের দেয়ালেও নিক্ষেপ করা হলো পাথর। দূর থেকে দেয়ালের ওপর দিয়ে শহরের ভেতরে পেট্রোলের হাড়ি নিক্ষেপ হলো। প্রাচীরের ওপর থেকে যেসব সৈন্য তীর বর্ষণ করে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছিল তাদের ওপর চালানো হলো অগ্নি-তীর।

মেঞ্জানিকের পেট্রোল বোমা ও অগ্নি-তীরের তুমুল আক্রমণের ফাঁকে একদল সৈন্য ছুটে গেল দেয়ালের পাশে। তারা ওখানে পৌঁছেই দেয়াল ভাঙ্গার কাজ শুরু করলো।

www.crusadeseries.com

কিন্তু আইয়ুবীর বাহিনীর এই প্রবল আক্রমণের তুলনায় শহরবাসীর প্রতিরোধ ছিল খুবই অনুল্লেখযোগ্য। জনসাধারণের স্বতঃস্ফুর্ততা তো ছিলই না, শহরের সৈন্যদের তরফ থেকেও প্রতিরোধের ধরন ছিল মামুলী।

কাজী বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ লিখেছেন, হলবের আমীর ইমাদুদ্দিন, তার মন্ত্রীবর্গ ও অফিসাররা খৃস্টানদের কাছ থেকে সামরিক সাহায্য ছাড়াও প্রচুর আর্থিক সাহায্য পেয়েছিল। তারা খৃস্টানদের কাছ থেকে নিয়মিত সোনা, রূপা ও মূল্যবান উপহার সামগ্রী পেতো। ইমাদুদ্দিন, তার মন্ত্রী ও অফিসারদের দৃষ্টি সব সময় সেদিকেই নিবদ্ধ ছিল।

তারা জানতো এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতো, একদিন সুলতান আইয়ুবী নিশ্চয়ই হলব আক্রমণ করবেন। ইমাদুদ্দিনও আগে থেকেই সুলতান আইয়ুবীর প্রবল আক্রমণের আশংকা করছিলেন। ফলে তাদের মধ্যে আইয়ুবী আতংক এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, আক্রান্ত হওয়ার পর তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো।

ইমাদুদ্দিন অবস্থা বেগতিক দেখে হলবের কেল্লাধিপতি হিশামুদ্দিনকে পাঠালেন সুলতান আইয়ুবীর কাছে। তিনি হিশামুদ্দিনের মাধ্যমে সুলতানের কাছে এই আর্জি পাঠালেন, 'মাননীয় সুলতান, এই কেল্লা ও রাজ্য আপনি গ্রহণ করুন। বিনিময়ে আমাকে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিন। আপনি যদি আমাকে মুশেলের কোথাও থাকার অনুমতি দান করেন তাহলে আমি ওয়াদা করছি, আমি আর কখনো আপনার

www.crusadeseries.com

বিরুদ্ধে কোন তৎপরতায় অংশ নেবো না।'

সুলতান আইয়ুবী তার এ শর্ত মেনে নিলেন। এ সংবাদ যখন শহরে পৌঁছলো তখন শহরের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে পড়লো এ খবর। শহরের জনগণ দলে দলে এসে ইমাদুদ্দিনের মহলের সামনে জড়ো হলো। তারা ইমাদুদ্দিনের কাছে জানতে চাইলো, 'আমরা যা শুনছি তা কি সত্যি?'

ইমাদুদ্দিন বললেন, 'হ্যাঁ, এ সংবাদ সত্য। আমি হলব শহর ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি। তোমরা ইচ্ছা করলে নতুন আমীর মনোনীত করে সুলতান আইয়ুবীর কাছে পাঠাতে পারো। তোমরা সুলতানের সাথে আপোষও করতে পারো আবার ইচ্ছে করলে লড়াইও করতে পারো। আমি আর এসবের মধ্যে নেই, তোমরা যা ভাল মনে করো তাই করো।'

শহরের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ জার্দুক আন নূরী ও জয়নুদ্দিনকে প্রতিনিধি করে সুলতান আইয়ুবীর কাছে পাঠালেন। জার্দুক আন নূরী ছিলেন দাস বংশের। ১১৮৩ সালের জুন মাসে তারা সুলতান আইয়ুবীর কাছে গেলেন।

সুলতান আইয়ুবীর সাথে আলাপ শেষে তারা শহরে এসে সমস্ত সৈন্যদেরকে নিয়ে শহরের বাইরে গেলো এবং হলবের সেনাবাহিনীকে সুলতান আইয়ুবীর কাছে সমর্পন করে দিল।

সেনাবাহিনীর সাথে হলবের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, ইমাদুদ্দিনের উজির ও সভাসদবৃন্দও সুলতান আইয়ুবীর সামনে হাজির হয়ে তার বশ্যতা স্বীকার করে নিল। তিনি সবাইকে মূল্যবান

www.crusadeseries.com

পোষাক পরিচ্ছদ প্রদান করে তাদের বরণ করে নিলেন।

অভিযানের ষষ্ঠ দিন। হলবের বাহিনীর আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী মুজাহিদ বাহিনীর বিজয় সুসম্পন্ন হয়েছিল। সুলতান আইয়ুবী এই সফলতার আনন্দে ছিলেন উৎফুল্ল। সেই মুহূর্তে তার কাছে সংবাদ এলো, তাঁর ভাই তাজুল মুলক মৃত্যুবরণ করেছেন। তাজুল মুলক এই রণাঙ্গণেই আহত হয়েছিলেন। তার শাহাদাতের খবর সুলতান আইয়ুবীর আনন্দকে নিরানন্দে পরিণত করে দিল।

তাজুল মুলকের জানাজা অনুষ্ঠিত হলো হলবের এক বিশাল ময়দানে। সুলতানের বাহিনী ছাড়াও এই জানাজায় শরীক হলো হলবের আত্মসমর্পিত বাহিনী। ইমাদুদ্দিন তখনো হলব ত্যাগ করেননি, তিনিও শরীক হলেন জানাজায়।

জানাজার পর তাজুল মূলককে নিয়ে যখন বিশাল মিছিল রওনা হলো তাকে দাফন করতে, ইমাদুদ্দিন তখন তার দীর্ঘদিনের মসনদ, পরিচিত শহর ও তার সকল অনুগত সৈন্য, উজির-নাজির, চামচা-চাটুকার সবাইকে রেখে হলব থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হলেন মুশেলের দিকে।

সুলতান হলবকে নিজের রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করে সেখানে নতুন প্রশাসক নিয়োগ করলেন। এরপর তিনি মনযোগ দিলেন নতুন একটি বিষয়ের প্রতি।

তার যে সমস্ত সৈন্য দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ করছিল তাদেরকে সাময়িক বিশ্রামের সুযোগ দেয়ার কথা ভাবলেন তিনি। তিনি পুরনো সৈন্যদের কিছুদিনের ছুটি দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন।

www.crusadeseries.com

নিজে ব্যস্ত হয়ে গেলেন হলবের শাসন ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো ও নবাগত সৈন্যদের প্রশিক্ষণ কাজে।

তার চোখে তখনো ভাসছিল অবরুদ্ধ বায়তুল মোকাদ্দাস। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই বাহিনীকে সংগঠিত করে তাদের উপযুক্ত ট্রেনিং দিয়ে বায়তুল মোকাদ্দাস উদ্ধারে বেরিয়ে পড়তে চান তিনি। তিনি সেনাপতিদের হুকুম দিলেন, 'আমার মূল বাহিনীর সদস্যরা ছুটি থেকে ফিরে আসার আগেই হলবের এই বাহিনীকে উপযুক্ত করে গড়ে নাও। এবার আমাদের টার্গেট হবে ফিলিস্তিন। আমাদের প্রথম কেবলা দুশমন মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আরামে ঘুমানোর কোন সুযোগ নেই আমাদের।'

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর চেহারায় খেলা করছিল আনন্দের আলো। তার এ উৎফুল্ল ভাব দেখেই তার সেনাপতি ও কমান্ডাররা বুঝে নিলেন, সুলতান কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন। কারণ তাদের জানা ছিল, সুলতানের মুখে এমন আনন্দের আভা তখনই দেখা দেয়, যখন তিনি কোন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান।

কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছার আগে তিনি বিস্তর ভাবেন। তখন তার চেহারায় খেলা করে গাম্ভীর্য। তিনি বিষয়টি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সাথে আলাপ করেন। উপদেষ্টা ও সেনাপতিদের সাথে মত বিনিময় করেন। সবার মতামতের সাথে নিজের প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি মিলিয়ে তিনি যখন কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছান তখনই এমন আলোকিত হয়ে উঠে তার চেহারা।

www.crusadeseries.com

একটি কথা তার শত্রুরাও জানে, তিনি কোন ব্যাপারে একবার সিদ্ধান্ত নিলে সেখান থেকে সহজে ফেরেন না। শত বিপদ মুসিবতেও তিনি তার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য থাকেন সদা তৎপর।

১১৮৭ সালের মার্চ মাস। হিজরী সন অনুযায়ী মুহররম মাস চলছে। তিনি দামেশকে অবস্থান করছেন। ইতিমধ্যে তিনি সমস্ত মুসলিম জাহানের শাসকদেরকে তাঁর অধীনে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছেন।

কেউ তার আনুগত্য কবুল করেছেন সানন্দে, কেউ বা নিরূপায় হয়ে তার আনুগত্য মেনে নিয়েছেন। তিনি তার এই বিশাল অনুগত বাহিনীর প্রত্যেকের ওপর কড়া নজর রাখছিলেন।

ছোট ছোট কেল্লার আমীররা কি করছে এটা যেমন তিনি জানতেন, তেমনি জানতেন দুশমনরা এখন কি ভাবছে। আর এ সবই সম্ভব হচ্ছিল তার চৌকস গোয়েন্দা বাহিনীর কল্যাণে।

এখন তিনি জানেন, প্রকাশ্যে এমন একজন মুসলিম শাসকও নেই যিনি খৃস্টানদেরকে তার বন্ধু বলে ঘোষণা করতে পারে। যারা খৃস্টানদের বন্ধু বানিয়ে নিয়েছিল এবং তাদের নিয়ে জোটভুক্ত হয়েছিল, তিনি সেই সব গাদ্দারকে ক্ষমতার মসনদ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। আর এ কাজ তাকে কঠোর হাতেই সমাধা করতে হয়েছিল।

এদের মধ্যে তিনি সবচে বেশী বাঁধার সম্মুখীন হয়েছিলেন হলব ও মুশেলের আমীর ইয়াজউদ্দিন ও ইমাদুদ্দিনের কাছ থেকে। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে গৃহযুদ্ধের পর তারা সুলতান আইয়ুবীর

www.crusadeseries.com

কাছে অস্ত্র সমর্পন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।
তিনি তাদের পরাজিত করে তাদের সৈন্যবাহিনী নিজের সেনাবাহিনীর সাথে যুক্ত করে নিয়েছিলেন। এভাবেই মুসলিম বিশ্বের বিশাল সামরিক শক্তি একটি একক কমান্ডের অধীনে চলে আসে।
তিনি তখনই দামেশকে ফিরে গিয়েছিলেন যখন তিনি তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছিলেন। তিনি শপথ করেছিলেন, ফিলিস্তিন আক্রমণের আগে তিনি সমস্ত গাদ্দারদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দেবেন। তিনি বিশ্বাসঘাতকদের মাথা হাঁটুর নিচে নামিয়ে তারপরই দামেশকে ফিরেছিলেন।
অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছিলেন, যতবার তিনি ফিলিস্তিন অভিযানকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাবেন ততবারই জাতির ভেতর লুকিয়ে থাকা সাপ গর্ত থেকে বেরিয়ে পেছন থেকে তাকে ছোবল মারার জন্য ফনা তুলবে। তাই তিনি চাচ্ছিলেন, প্রথম কেবলা উদ্ধার অভিযানের প্রাক্কালে আর যেন তাকে পিছন ফিরে তাকাতে না হয়।
কিন্তু তিনি সাপের বিষদাঁত ভাঙতে গিয়ে জাতির শিরা-উপশিরাকে রক্তাক্ত করতে চাচ্ছিলেন না। তিনি যেসব গাদ্দারকে তলোয়ারের ঝলক দেখিয়ে পথে এনেছিলেন তাদেরকে শুধু এ কারণেই নিঃশেষ করে দেননি। তিনি তাদের সঠিক পথে এনে কখনোই বলেননি, 'দেখো, সুলতান আইয়ুবীর তলোয়ারের ধার দেখো।'
তিনি তাদের কথা স্মরণ করে শুধু একটি কথাই বলতেন, 'হায়,

www.crusadeseries.com

ইসলামের ইতিহাসে এই অধ্যায়টা বড়ই ঘৃণিত অধ্যায় হয়ে থাকবে। কারণ ইতিহাসে লেখা থাকবে, সুলতান সালাহউদ্দিনের যুগটা ছিল অন্ধকার যুগ। ফেতনার তুফানের মোকাবেলা করতে গিয়ে তিনি সত্যের বীজটুকু বোনার মত সময়ও পাননি।

ইতিহাস আরো লিখবে, হাজার হাজার খোদার সৈনিক বর্তমান থাকার পরও মুসলমানদের প্রথম কেবলা ছিল খৃস্টান বিধর্মীদের দখলে। তারা যখন বায়তুল মোকাদ্দাসে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে বসেছিল তখন মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে প্রকারান্তরে মদদ জোগাচ্ছিল খৃস্টানদের। আর যদি আমরা সবাইকে একত্রিত করে ফিলিস্তিন অভিমুখে অভিযান চালাতে পারি তখন ঐতিহাসিকরা বলবে, ঐক্যবদ্ধ মুসলিম শক্তি খৃস্টানদের পরিকল্পনা ধ্বংস করে দিয়েছিল।

সেদিন যখন সুলতান আইয়ুবী তাঁর সেনাপতি ও উপদেষ্টাদের সভা আহবান করেন, সবাই সুলতান আইয়ুবীর চেহারায় খুশীর ঝলক লক্ষ্য করে নিজেরাও উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। তারা বুঝতে পারছিল, সুলতান কোন অভিযানে বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেলেছেন। আর তাঁর সেই অভিযানের লক্ষ্যস্থল যে বায়তুল মোকাদ্দাস তাও তারা অনুমান করতে পারছিল।

তারা এ ব্যাপারে সুলতানের মুখ থেকে ঘোষণা শুনতে চাচ্ছিল। তারা জানতে চাচ্ছিল, কোন দিন কোন সময়ে তিনি যুদ্ধ যাত্রা করবেন আর কি প্রক্রিয়ায় তিনি যুদ্ধ চালাবেন। তারা

www.crusadeseries.com

এটাও জানতে চাচ্ছিল, এ অভিযান কোন রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হবে।

'হে আমার বন্ধুগণ! হে আমার সঙ্গীগণ!' সুলতান আইয়ুব থেমে থেমে বলতে লাগলেন, 'আপনারা অবশ্যই আমার কথা বুঝতে পেরেছেন। আমরা এখন বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রস্তুত। আজ আমি আপনাদের সামনে যে কথা বলবো, আমি জানি তা একদিন ইতিহাস হয়ে থাকবে।

আপনারাও এ অভিযানের ব্যাপারে খোলামেলা মতামত প্রকাশ করুন। আপনাদের মতামত, আপনাদের সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা সবই একদিন ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আপনারা থাকবেন না, কিন্তু আপনাদের শপথের বাণী যুগ যুগ ধরে এমনকি শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রেরণা যোগাবে সত্য পথের সৈনিকদের। আমাদের কথা, আমাদের প্রতিজ্ঞা ইতিহাসের অংশ হয়ে পৌঁছে যাবে আমাদের শেষ বংশধর পর্যন্ত।

একটি কথা মনে রাখবেন, এ দুনিয়ায় আমরা আমাদের কর্ম রেখে যাবো, কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যাবো আমাদের কর্মফল। দুনিয়ার প্রতিটি কর্মের ফলই সঙ্গী হবে আমাদের এবং আমরা সেই কর্মফল নিয়েই আল্লাহর দরবারে হাজির হবো।

এখন আপনাদেরকে সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যে সিদ্ধান্ত আমাদের জন্য বয়ে আনবে প্রকৃত কল্যাণ। যে সিদ্ধান্ত ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে আমাদের মুখ করবে উজ্জ্বল। যে সিদ্ধান্ত আল্লাহর দরবারে লজ্জিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করবে আমাদের।

www.crusadeseries.com

বিজয়ের নিশ্চয়তা কেউ কাউকে দিতে পারে না। কারণ বিজয় দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। কিন্তু আমরা যে নিশ্চয়তা দিতে পারি তা হচ্ছে, আমরা প্রাণপণে যুদ্ধ করবো। আমরা মরবো কিন্তু পিছু হটবো না। আমরা আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবো পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সাথে। আমরা শপথের মর্যাদা রক্ষা করবো।

লাশের পাহাড় আর রক্তের নদী সাঁতরে আমরা এগিয়ে যাবো আমাদের মঞ্জিলের দিকে। কোন ভয়-ভীতি, লোভ, দুনিয়ার টান, কিছুই আমাদের অব্যাহত অগ্রযাত্রার গতি রোধ করতে পারবে না।'

সুলতান আইয়ুবী একে একে তাকালেন তার উপদেষ্টা ও সেনাপতিদের দিকে। দেখলেন সবার চোখে মুখে শপথের দৃঢ়তা। প্রতিটি চোখে খেলা করছে অনড় ও অনমনীয় আপোষহীনতার ছাপ।

তার মুখের হাসি আরো বিস্তৃত হলো। তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের বিজয়ের ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা দিতে পারবো না। কিন্তু তাই বলে আমাদের মধ্যে যেন কারো এ ভয় না হয় যে, খৃস্টান বাহিনী আমাদের দ্বিগুণ এবং আমরা বহু দূর থেকে যুদ্ধ করতে এসেছি।'

তিনি একটু দম নিলেন। তারপর সেনাপতিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমরা এখন সংখ্যায় ততো নগন্য নই। বরং এর চেয়েও কম সংখ্যক সৈন্য নিয়ে বিশাল শত্রু বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে আমরা বিজয়

www.crusadeseries.com

লাভ করেছি।
যুদ্ধ শুধু সংখ্যা দিয়ে হয় না, বুদ্ধি, কৌশল ও প্রেরণা দিয়ে যুদ্ধ করতে হয়। যদি ঈমান হয় মজবুত তবে তার বাহু, তলোয়ার আর মনও দৃঢ় হয়ে যায়। আমাদের মাঝে ঈমানের দুর্বলতা নেই, যুদ্ধের কৌশল, বুদ্ধি এবং জযবারও অভাব নেই। অতএব বলা যায়, আমাদের কিছুরই অভাব নেই।' সুলতান থামলেন।
'আমাদের মধ্যে এমন একজনও নেই, যে শত্রুর সাথে নিজের শক্তির তুলনা করে।' কমান্ডো বাহিনীর সেনাপতি ছালেম মিশরী দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমাদের শুধু জানা প্রয়োজন, আমরা কোন দিক দিয়ে বায়তুল মোকাদ্দাসে গিয়ে পৌঁছবো আর আমাদের গতি কেমন হবে?'
'তবে আমি চলার পথের প্রতি কদমে সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরী মনে করি। আমাদের অহংকারী হওয়া যেমন মানায় না, তেমনি স্বপ্নবিলাসী হওয়াও কোন সৈনিকের কাজ নয়।' বললেন সুলতান।
সালেম মিশরী বললো, 'আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ হবে বাস্তবতার নিরিখে। আর আপনি যেমন বললেন, ঈমান, সাহস, বুদ্ধি ও কৌশল হবে আমাদের অস্ত্র।'
'আমি আপনাদেরকে এই কথাই বলতে চেয়েছি।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আমি যুদ্ধের প্ল্যান পরিকল্পনা আপনাদের পরামর্শেই তৈরি করেছি। আমি গত কয়েক রাত চিন্তা ভাবনা

www.crusadeseries.com

করে এই সিদ্ধান্তে এসেছি, আমাদের প্রথম লক্ষ্য হবে হাতিন। যুদ্ধের কৌশলগত ক্ষেত্র হিসাবে আপনারা হাতিনের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত আছেন। সেখানে আমরা তেমন স্থান পেয়ে যাবো যেখানে আমরা খৃস্টানদেরকে ময়দানে পেতে চাই।

আমরা এবার কোন নীতিতে যুদ্ধ চালাবো সে কথা আমি আপনাদের আগেই জানিয়েছি। আমি আবারও বলছি, যুদ্ধের জন্য আপনারা সেই স্থান নির্বাচন করবেন, যেখানে ময়দানে আপনাদের প্রাধান্য বজায় থাকবে।

ময়দান নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার পূর্ব শর্ত হচ্ছে অনুকূল স্থানে শত্রুকে টেনে আনা, যাতে ময়দান আপনাদের উপকারে আসে ও শত্রু বিপাকে ও বিপদে পড়ে যায়। এমন ময়দান আমাদের পক্ষে একমাত্র হাতিনেই পাওয়া সম্ভব।

যুদ্ধ জয়ের শর্ত হচ্ছে, গোপনীয়তা রক্ষা করে দ্রুত গতিতে ও দৃঢ় পদক্ষেপে ময়দানে পৌঁছা এবং শত্রুকে সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা।'

তিনি হাতিনের ম্যাপ মেলে ধরলেন সেনাপতিদের সামনে। বললেন, 'হাতিন এলাকায় উচ্চ ভূমিও আছে, পানিও আছে। আপনারা পানি ও উচ্চ ভূমি কব্জা করতে পারলে মনে করবেন অর্ধেক যুদ্ধ জয় করে ফেলেছেন।

কিন্তু এমন ময়দানে শত্রুদের নিয়ে আসা সহজ ব্যাপার নয়। আমাদের পরিকল্পনার কোন একটি অংশ যদি কার্যকরী করা না যায় তবে সমস্ত পরিকল্পনাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যাবে। আর ব্যর্থতা আমাদের এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে, যেখান

www.crusadeseries.com

থেকে ফিরে আসার কোন পথ থাকবে না।

আমার মতে এই মাসের মাঝামাঝি আমরা দামেশক থেকে যাত্রা করতে পারি। আমি হলব ও মিশরে কাসেদ পাঠিয়েছি। তাদের বলেছি, তারা যেন প্রস্তুত হয়ে থাকে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন তারা দ্রুত গতিতে অভিযানে এসে শরীক হয়। তারা রাস্তায় আমাদের সঙ্গে মিলিত হবে।

তারপর আমাদের সমস্ত সৈন্য এক স্থানে একত্রিত হবে। বাইরে থেকে আসা সৈন্য ও আমাদের নিয়মিত সৈন্যদের একত্রিত করে তাদেরকে নতুন করে সাজাতে হবে। নতুন করে সৈন্য বিন্যাস করে সেনাপতি ও কমান্ডাদের প্ল্যান বুঝিয়ে তাদের দায়িত্ব ভাগ করে দিতে হবে।'

তিনি বললেন, 'আমাদের অগ্রাভিযান সবার এক রকম হবে না এবং একই পথে হবে না। পরিকল্পনা মত সৈন্যদের অগ্রাভিযান বিভিন্ন গতির এবং প্রত্যেক সৈন্যদলের রাস্তা হবে ভিন্ন।

এ মুহূর্তে গোপনীয়তা রক্ষা করার দিকে আমাদের সবচে বেশী সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সেনাপতি ও কমান্ডার ছাড়া কোন সৈন্য জানতে পারবে না আমরা কোথায় যাচ্ছি আর কোন পথে যাচ্ছি। আমাদের গোয়েন্দারা শত্রু এলাকায় কাজ করছে। তারা শত্রুদের সামান্য গতিবিধির খবরও জানিয়ে যাচ্ছে আমাদের। আমরা দুশমন গোয়েন্দাদের এমন কোন সুযোগ দিতে চাই না।'

তিনি বলতে লাগলেন, 'এখন প্রয়োজন দুশমন গোয়েন্দাদেরকে অন্ধ বধির ও পথহারা করে দেয়া। বিভিন্ন পথে সৈন্য চালনা

www.crusadeseries.com

করে আমরা তাই করবো। সে সব শত্রু গোয়েন্দা আমাদের এলাকায় থেকে কাজ করছে তারা পরস্পর বিরোধী খবর পাঠাতে থাকবে শত্রু শিবিরে।

হাসান বিন আবদুল্লাহ দুশমন গোয়েন্দাদের বিভ্রান্ত করার জন্য আরো কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যা আপনাদের সবার জানা দরকার নেই। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ আমি তাকে আগেই দিয়ে রেখেছি।'

আবারও একটু বিরতি নিলেন তিনি। এরপর তিনি তাদের বললেন নতুন কথা। বললেন, 'আমি আপনাদের জানিয়ে দেয় জরুরী মনে করছি, সৈন্য দলের একটি অংশ আমার সঙ্গে থাকবে। আমি তাদের নিয়ে আপনাদের সঙ্গে না গিয়ে ভিন্ন পথ ধরবো। আমার গতি সম্পূর্ণ গোপন থাকবে। যত দ্রুত সম্ভব আমি আমার বাহিনী নিয়ে ক্রাকে পৌঁছে যাবো।'

সুলতান আইয়ুবী সহসা নিরব হয়ে গেলেন। তাঁর চেহারার সেই জ্যোতি ও উৎফুল্লতাও মিলিয়ে গেল। সেখানে এসে বাসা বাঁধলো গাম্ভীর্য। কিছুক্ষণ তিনি মাথা নিচু করে চুপ করে থাকলেন। তার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে গেল অবাধ্য অশ্রুতে। তিনি হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছলেন। তারপর আবার মাথা উঁচু করে ভরাট কণ্ঠে বললেন, 'চার বছর আগে আমি একটি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। এখন সে প্রতিজ্ঞা পূরণ করার সময় হয়েছে আমার।'

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর এই প্রতিজ্ঞা একটি ঐতিহাসিক ঘটনার জের। তিনি চার বছর আগের সেই ঘটনা সবাইকে

www.crusadeseries.com

স্মরণ করিয়ে দিলেন।

তখন খৃস্টান সরকার মুসলমানদের সাথে এমন শিষ্টাচার বর্জিত ও বিবেকহীন আচরণ করতো যার বিবরণ আপনারা আগেই শুনেছেন। মুসলমানদের যেসব কাফেলা পবিত্র ধর্মীয় কর্তব্য পালনের জন্য হজ্জে যেতো সেই নিরস্ত্র কাফেলায় লুটতরাজ চালাতো খৃস্টান সেনাবাহিনী।

কোন নিয়মিত বাহিনী এ ধরনের ডাকাতি কাজে জড়িত হতে পারে মুসলমান কেন, কোন সভ্য মানুষই তা ভাবতে পারে না। তারা কাফেলায় কেবল লুটতরাজ চালাতো তাই নয়, কাফেলার পুরুষদের তারা নির্বিচারে হত্যা করতো। মেয়েদের ধরে নিয়ে লুট করতো তাদের ইজ্জত।

সবচে জঘন্য আচরণটি তারা করতো শিশুদের সাথে। সুন্দর মেয়ে শিশু হলে তাকে ধরে নিয়ে যেতো এবং তাকে লালন পালন করে তাদের পাঠিয়ে দিত মুসলিম শাসকদের চরিত্র হননের জন্য। আর ছেলে শিশুকে বিনা অপরাধে হত্যা করতো যাতে ভবিষ্যতে মুসলিম মুজাহিদের সংখ্যা বাড়তে না পারে।

হজ্জ মৌসুমে হেজাযের পথে খৃস্টান সৈন্যরা হাজীদের কাফেলা লুট করার জন্য ওঁত পেতে থাকতো। এ কাজে ক্রাকের শাসক খৃস্টান সম্রাট আরনাত ছিল অগ্রণী। তার আদেশেই সৈন্যরা এ লুটপাট করতো। এ জন্য সে প্রকাশ্যে গর্ব করে বেড়াতো।

হাজীদের নিরস্ত্র কাফেলা লুট ও কাফেলার লোকজনকে খুন করা হয়েছে খবর পেলেই আনন্দে ও গর্বে তার বুক ভরে উঠতো। যুদ্ধ জয়ের মত এটাকেও সে বিরাট বিজয় মনে

www.crusadeseries.com

করতো। কিন্তু এটা যে স্রেফ ডাকাতি সে কথা সে মানতো না।

তার এই ডাকাতি কাজের উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন ঐতিহাসিক। ইউরোপের ঐতিহাসিকরাও তার এই ডাকাতির বিস্তারিত বিবরণ লিখেছেন তাদের গ্রন্থে। সে বিবরণ পড়লেই বুঝা যায়, কি জঘন্য উপায় অবলম্বন করতো এইসব খুনী ও ডাকাতরা।

১১৮৩ সালের হজ্জ মৌসুম। হেজায থেকে মিশরে ফিরে যাচ্ছিল হাজীদের একটি কাফেলা। আরনাতের সেনাবাহিনী সেই কাফেলায় আক্রমণ করে বসলো।

তারা কাফেলার সব সম্পদ লুট করে নিল। সেই কাফেলায় ছিল সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর এক কন্যা।

আরনাতের সেনাবাহিনী মিশরের হজ্জ কাফেলা লুট করেছে এই খবর যখন সুলতান আইয়ুবীর কানে পৌঁছলো, সুলতান আইয়ুবী চিৎকার দিয়ে বললেন, 'হায়! এ কাফেলায় যে আমার মেয়ে ছিল।'

কাফেলায় যুবতী মেয়ে যারা ছিল খৃস্টানরা তাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সুলতান আইয়ুবী তখুনি এর প্রতিশোধ নেয়ার কসম খেয়ে বলেছিলেন, 'আরনাত যা করছে তা অমানবিক, পাশবিক। সে আমার মেয়েকেই শুধু অপবিত্র করেনি, এই ঘটনার মধ্য দিয়ে সে সমগ্র মুসলিম নারী সমাজকে কলঙ্কিত করার প্রয়াস পেয়েছে। আমি কসম খেয়ে বলছি, আমি তাকে ক্ষমা করবো না, আমি নিজ হাতে তাকে হত্যা করবো।'

www.crusadeseries.com

উপস্থিত সবারই চোখ ভরে গেল পানিতে। তাদের মনে পড়ে গেল চার বছর আগের সেই দুঃসহ স্মৃতি। তারা সবাই সুলতানের মনোবেদনা অনুভব করে নিজেরাও কাতর হয়ে পড়লো। সুলতানকে তারা এমন ভঙ্গিতে আর কখনও কথা বলতে দেখেনি।

মাথা নিচু করা লোকগুলো এক সময় চোখ তুলে তাকালো সুলতানের দিকে। দেখলো রাগে, ক্ষোভে, কষ্টে সুলতানের চেহারা বিবর্ণ হয়ে আছে। সেখানে খেলা করছে শপথের দৃঢ়তা ও তীব্র উত্তেজনা।

পরিস্থিতি যাই হোক, সুলতান ক্ষিপ্ত হওয়া মোটেও পছন্দ করতেন না। কখনো উত্তেজিত হতেন না। কিন্তু আজ তার চেহারা ভিন্ন। এ চেহারার দিকে তাকালেও ভয় ধরে যায় অন্তরে।

সবাই বুঝে নিল, এটা সুলতানের প্রতিজ্ঞা : অতএব এটা রদ হওয়ার নয়। এমনিতেই তিনি কোন সিদ্ধান্ত নিলে তা থেকে সরে আসেন না। অতএব আজকের এ কঠিন প্রতিজ্ঞা থেকেও তাকে কেউ ফেরাতে পারবে না।

সকল খৃস্টান সম্রাটই ইসলাম বিরোধী। তারা সবাই মুসলমানদের শত্রু। কিন্তু সম্রাট আরনাতের ইসলাম বিদ্বেষের সাথে তাদের কোন তুলনা হয় না। তার নিচতা ও হীনতা ছিল ক্ষমার অযোগ্য।

তিনি নবী করিম (সা.)কে অবমাননা করতেন। বন্দী মুসলমানদের নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে রাসুল (সা.) এর

www.crusadeseries.com

উপর জঘন্য অপবাদ আরোপ করে গালাগালি করতেন।

বলতেন, 'এখন ডাকো তোমার আল্লাহকে। ডাকো তোমার কাবার প্রভুকে। দেখি কেমন করে তিনি তোমাকে সাহায্য করেন। তোমার রাসুলকে ডাকো। বলো, হে নবী, বাঁচাও আমাকে। দেখি কেমন করে তিনি তোমাকে বাঁচান। আল্লাহর বাণী পাঠ করো, দেখি কেমন করে তুমি উদ্ধার পাও। হা হা হা।'

এভাবে বন্দী মুসলমানদের তিরষ্কার করতেন আর উচ্চস্বরে হাসতেন। তার এমন আচরণ সম্পর্কে জানতো সবাই। সুলতান আইয়ুবীও জানতেন।

এ জন্যই যখন তিনি আরনাতের নাম শুনলেন এবং শুনতে পেলেন তার মেয়ে যে কাফেলায় ছিল সেই হজ্জ কাফেলা লুট করিয়েছে আরনাত তখন তাঁর মন বিষিয়ে উঠলো এবং তিনি এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ হলেন।

আজ চার বছর পর যখন তাঁর মনে হলো খৃস্টানদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত-হানার প্রস্তুতি তিনি সম্পন্ন করতে পেরেছেন তখনই তার মনে পড়ে গেল অতীতের সেই বেদনাময় স্মৃতি।

তিনি সেনাপতি ও কমান্ডারদের সামনে অতীতের সেই স্মৃতি তুলে ধরে বললেন, 'এই হতভাগা আরনাতের সাথে বোঝাপড়া করার সময় হয়েছে আমার। আমি নিজ হাতে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে চাই।

বন্ধুরা, তোমরা দোয়া করো, আল্লাহ যেন আমাকে সেই সুযোগ ও সাহস দান করেন, যাতে আমি আমার প্রিয়তম রাসুলের

www.crusadeseries.com

অবমাননাকারীর অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারি।'

তিনি সেনাপতিদের বললেন, 'আমি আশা করি, তিন মাসের মধ্যেই আমি তোমাদের সাথে মিলিত হতে পারবো। তিন মাস পর নতুন ঋতু শুরু হবে। তার আগেই আমি হাতিন এলাকায় পৌঁছে যাবো।

তোমরা কি জানো আগামী ঋতু কেমন হবে? তখন সূর্য তার নিজ মহিমার পূর্ণ প্রকাশ ঘটাবে। তার কিরণ পানির ফোটার ওপর পড়লে সেই পানি বাষ্প হয়ে মিশে যাবে বাতাসের সাথে। বালির কণার ওপর তার কিরণ পড়লে জ্বলন্ত অঙ্গারের মতই উত্তপ্ত হয়ে উঠবে সেই কণা। তার ওপর মানুষের দেহ রাখলে সেই দেহ ভাজা ভাজা হয়ে যাবে।

আমি খৃস্টানদের তখন যুদ্ধে নামাবো যখন সূর্য থাকবে মাথার ওপর। খৃস্টানরা লোহার বর্ম ও সর্বাঙ্গে জড়নো পোষাক পরে ময়দানে নামবে। সূর্যের কিরণ সেই বর্ম ও পোষাককে বানিয়ে দেবে তপ্ত অঙ্গার। তারা সেই তাপে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

তারা লোহার পোষাক পরে তীর ও তলোয়ারের আঘাত থেকে বাঁচার জন্য। আমরা এমন সময় আঘাত হানবো যখন আমাদের তীর ও তলোয়ার আঘাত হানার আগেই খৃস্টানরা নিজের দেহে জড়ানো অগ্নিকুন্ডে ভস্মীভূত হয়ে যাবে।'

ঐতিহাসিকগণ ও ইউরোপের যুদ্ধ অভিজ্ঞ সমালোচকগণ সুলতান আইয়ুবীর এই পদক্ষেপের প্রশংসা করে বলেছেন, 'তিনি যুদ্ধের জন্য যে ঋতু বেছে নিয়েছিলেন সেটা ছিল জুন মাস। এ সময় মরুভূমি জ্বলন্ত কয়লার মত গরম থাকে।

গ্রীষ্মকালের এ প্রচন্ড দাবদাহ খৃস্টান সৈনিকদের জন্য ছিল মৃত্যু ফাঁদের মত। লোহার শিরস্ত্রাণ ও পোষাক তাদের নিরাপদ না করে বরং তন্দুরের মত ভাজা ভাজা করছিল।

খৃস্টান নাইটরা আপাদমস্তক লৌহবর্ম ও মোটা চামড়ার পোষাক পরতো। তাই তীর ও তলোয়ারের আঘাত সহজে তাদের ক্ষতি করতে পারতো না। কিন্তু সুলতান আইয়ুবী তাদের এ লোহার বর্ম ও পোষাককে তাদের জন্য বড় বিপদ ও ক্ষতির কারণ বানিয়ে দিলেন।

একে তো তিনি কমান্ডো ধরনের যুদ্ধ করতেন। সামান্য সৈন্য দিয়ে পাশ থেকে বিদ্যুৎ বেগে আক্রমণ চালিয়ে প্রতিপক্ষের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে সরে পড়তো আইয়ুবীর বাহিনী। এই যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন ক্ষীপ্র গতির সৈনিক। কিন্তু লোহার পোষাক পরে খৃস্টান সৈন্যদের পক্ষে দ্রুত গতিতে চলা সম্ভব ছিল না। এই সুযোগটাই নিত সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যরা। তারা ক্ষিপ্রবেগে আক্রমণ চালাতো এবং দ্রুত বেগে পালিয়ে যেতো।

জুনের খরতাপে সূর্য যখন মাথার উপর থাকে মরুভূমি তখন আগুনের কুন্ড হয়ে যায়। লোহার পোষাক তখন তপ্ত তাওয়ার মত জ্বলতে থাকে। পিপাসায় কণ্ঠ ও শরীর শুকিয়ে যায়।

মরুভূমির ঝলসানো তাপ মুসলিম সৈন্যদেরও অসুবিধার সৃষ্টি করতো। কিন্তু তাদের পোষাক হালকা পাতলা হওয়ায় তাদের অবস্থা থাকতো তুলনামূলকভাবে ভালো।

যুদ্ধের আগেই সুলতান আইয়ুবী পানি নিজের দখলে নিয়ে

www.crusadeseries.com

নিতেন। ঘোড় সওয়ার, উষ্ট্রারোহীসহ সুলতানের সব সৈন্যদের ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করার ট্রেনিং দেয়া হতো। এই ট্রেনিং-এর ফলে তারা এমন কষ্টসহিষ্ণু হতো, যুদ্ধের সময় তারা কেউ সহজে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হতো না।

সুলতান আইয়ুবী তার সৈনিকদের বলতেন, 'বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল রোজার মাসে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা জয় করে জেহাদের প্রেরণা আমাদেরকে সেখান থেকে গ্রহণ করতে হবে। রোজার মাসে গুটিকয় মুমীনকে বিশাল বাহিনীর সামনে দাঁড় করিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই আমাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন।'

শারিরীক ট্রেনিং ছাড়াও তিনি সৈন্যদের জন্য মানসিক ও আধ্যাত্মিক ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতেন। যুদ্ধের জন্য শারিরীক শক্তির চেয়েও বেশী প্রয়োজন মানসিক শক্তি। যেই সেনাপতি সেই শক্তিতে তার সৈন্যদের বলীয়ান করতে পারে না, বিজয় কখনো তাদের হাতে ধরা দিতে পারে না।

আইয়ুবীর সৈন্যদের বুঝিয়ে বলা হতো, 'তোমরা আল্লাহর সৈনিক! তোমরা দ্বীন ইসলামের অতন্ত্র প্রহরী! তোমরা কোন সুলতান বা বাদশাহর চাকর নও যে, তোমাদের ত্যাগ বিফলে যাবে।

যেই আল্লাহ এই সারা জাহানের মালিক তিনি তোমাদেরকে তার সৈনিক হওয়ার বিরল সম্মান দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, দুনিয়ায় তার দ্বীনের পথে যারা জেহাদ করবে আল্লাহ তাদেরকে পরকালে মনোরম জান্নাত দান করবেন।

www.crusadeseries.com

মনে রাখবে, মাল সম্পদ বা গনীমত পাওয়ার আশায় মুমীন জেহাদ করে না। এটা জিহাদের বাড়তি পুরস্কার। আসল পুরস্কার তো থাকে আল্লাহ্‌র হাতে।'

তাদেরকে জাতীয় দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হতো। বিশ্বের নির্যাতীত মুসলমানদের করুণ ইতিহাস তাদের সামনে তুলে ধরে বলা হতো, 'তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এইসব নির্যাতীত মানুষের পাশে দাঁড়ানো। তোমরা জানো, মুসলমান মেয়েদেরকে খৃস্টান লুটেরারা উঠিয়ে নিয়ে যায়। ওরা তোমাদের বোন, তোমাদের মা। তাদের আহাজারিতে কেঁপে উঠে আল্লাহ্‌র আরশ।

তোমরা সেই সব মহিলার কথাও জানো, যারা খৃস্টান শাসিত অঞ্চলে পশুর মত জীবন যাপন করছে। খৃস্টানদের শত অত্যাচার আর নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এই অসহায় নির্যাতীত মা-বোনদের চোখের অশ্রু মোছানোই আল্লাহর সৈনিকের কাজ।

পৃথিবীর যেখানেই অন্যায়, অবিচার, শোষণ, জুলুম, নির্যাতন সেখানেই ঝলসে উঠবে আল্লাহর এইসব সৈনিকদের তলোয়ার। হোক এই অত্যাচারকারী খৃস্টান, ইহুদী বা কোন নামধারী মুসলমান। যদি কোন মুসলমান মানবতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, তবে মনে রাখবে, সে মুসলমান নামের কলঙ্ক, সে রাসূলের সুন্নতের বিরোধী, আল্লাহ্‌র নাফরমান।'

তাদেরকে আরো জানানো হতো, 'যে জাতি তার শহীদদের ভুলে যায়, জাতির নির্যাতীত মেয়েদের কান্নার কথা ভুলে যায়,

www.crusadeseries.com

সে জাতির ভাগ্যে লেখা থাকে বিজাতির গোলামী।
যে জাতি তার গাদ্দার সন্তানদের পরিচয় পাওয়ার পরও তাদের মাথায় তুলে নাচে সেই জাতির অন্ধকার রজনী কোনদিন ভোর হয় না। দুর্ভাগ্য তাদের পায়ে পায়ে চলে। আর গাদ্দার চেনার সবচে সহজ উপায় হচ্ছে, তারা কৌশলে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস পায়। আবেগের নামে বিবেক বর্জিত পথে ঠেলে দেয় মানুষকে।'
বিপদ দেখলে গর্তে লুকিয়ে পড়ার নাম যেমন জেহাদ নয় তেমনি আগ-পিছ না ভেবে পতঙ্গের মত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার নামও জেহাদ নয়। মুমীনের সিদ্ধান্ত হবে দায়িত্বপূর্ণ, আচরণ হবে সহানুভূতিপূর্ণ আর শপথ হবে আপোষহীন।
নীতির সাথে সে আপোষ করবে না, পরিবেশ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আপন সিদ্ধান্ত গ্রহণে আহাম্মকিও করবে না। সে পথ চলবে পরামর্শ করে, কর্তব্য নির্ধারণ করবে আল্লাহকে হাজির-নাজির জেনে।'
এমন সব আলোচনা সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যদের উজ্জীবিত করতো। তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতো ঐক্যের চেতনা ও অটল সাহস। সেনাপতি ও কমান্ডারদের সবার মুখে সব সময় এ ধরনের প্রেরণাময় কথা উচ্চারিত হতো বলে সৈনিকদের মধ্যেও পড়তো তার ব্যাপক প্রভাব।
সুলতান নিজেও সৈন্যদের মধ্যে ঘোরাফেরা করে বাড়িয়ে দিতেন তাদের সাহস। তিনি তাদের সাথে আলোচনায় মিলিত হতেন। উপদেশ ও নির্দেশ দিতেন।

www.crusadeseries.com

তিনি বলতেন, 'সৈন্যদের ওপর জাতি যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে, যদি সৈন্যরা তাদের সে দায়িত্ব পালন না করে তবে তাদের জন্য দুনিয়াতেও রয়েছে ভীষণ লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে ভীষণ আজাব।'

সামনে বিশাল এক ক্রুশ চিহ্ন। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আক্রার বড় পাদ্রী। খৃস্টানদের বিশ্বাস, এটাই সেই আসল ক্রুশ যার উপর হজরত ইসা (আ.)কে ক্রুশ বিদ্ধ করা হয়েছিল। বলা হয়, এই বিশাল কাঠের ক্রুশের সাথে এখনও হযরত ইসা (আ.)-এর রক্তের দাগ লেগে আছে।

এ কারণেই এই ক্রুশ সমগ্র খৃস্টান জগতে মহা সম্মানিত। এই মহান ক্রুশ আক্রায় থাকায় এর রক্ষক এখানকার পাদ্রীকে বলা হয় মহান পিতা। সমগ্র খৃস্টজগতে এই পাদ্রী মহা সম্মানিত। তার আদেশকে খৃস্টানরা তাদের সম্রাটের আদেশের চেয়েও বেশী গুরুত্ব দেয়। সত্যি কথা বলতে কি, খৃস্টান সম্রাটরাও তার আদেশের তাবেদার।

তিনি বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিধনে সরাসরি ভূমিকা রাখেন। খৃস্টান গোয়েন্দা মারফত বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সংবাদ নিয়মিত পেয়ে-যান তিনি। সেই আলোকে খৃস্টান দুষ্কৃতকারীদের কোথায় কি ভূমিকা নিতে হবে জানিয়ে দেন।

প্রকাশ্যে তিনি মানবতার কথা বলেন, মানুষে মানুষে সম্প্রীতি ও প্রেমের কথা বলেন। কিন্তু তলে তলে মানুষ মারার পরিকল্পনা ও নির্দেশ সরবরাহ করেন খৃস্টান গোয়েন্দা বাহিনীকে।

www.crusadeseries.com

ইহুদী ও খৃস্টান মেয়েরা তারই নির্দেশে মুসলমান এলাকায় গোয়েন্দগিরী, চরিত্রহনন ও নাশকতামূলক তৎপরতা চালায়। এই কাজের জন্য ট্রেনিং শেষ হলে মেয়েরা মহান ক্রুশ রক্ষক পাদ্রীর দোয়া নিয়ে চলে যায় তার নতুন কর্মক্ষেত্রে।

পাদ্রী মেয়েদেরকে নতুন দায়িত্বে পাঠানোর আগে নিয়ে যায় বিশাল ক্রুশের কাছে। তাদেরকে বলে, 'এই ক্রুশের উপর হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করো, সর্বদা ক্রুশের ভক্ত থাকবে, কখনও ক্রুশের সাথে প্রতারণা করবে না।'

শুধু এই মেয়েদের নয়, অন্যান্য গোয়েন্দাদের কাছ থেকেও এমনি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে পাঠানো হতো নিজ নিজ দায়িত্বে। গোয়েন্দা বাহিনীর প্রতিটি সৈন্য এবং অফিসারকেও শপথবাক্য পাঠ করানো হতো। তারপর ছোট একটি ক্রুশ চিহ্ন তাদের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে বিদায় দেয়া হতো তাদের।

নাসিবা নামক স্থানে খৃস্টান সৈন্য ও তাদের সম্রাটরা সব একত্রিত হলো। এই সম্রাটদের মধ্যে আছে সম্রাট গে অব লুজিয়ান, ত্রিপোলীর সম্রাট রিমান্ড, গ্রান্ড মাস্টার গ্রাড, মাউন্ট ফ্রেড, হ্যামফ্রে, ইমারাস্ক ও ক্রাকের সম্রাট আরনাত। আক্রার বিশাল ক্রুশের মহান রক্ষক পাদ্রী মহাশয়ও হাজির সেখানে।

সম্রাটদের জন্য চমৎকার করে সাজানো হয়েছে নসিবার রংমহল। ত্রিপোলী থেকে আনা মোটা সিল্কের কাপড়ের সামিয়ানা টানানো হয়েছে মহলের বাইরে।

রাজপ্রাসাদের মত ঝলমল করছে মহলের প্রতিটি কামরা ও

www.crusadeseries.com

আঙিনা। চাকর বাকর ও সেবাদাসীতে ভর্তি মহল। বিভিন্ন রংয়ের ঝাড়বাতির আলোয় সামিয়ানাগুলো মহলের চেয়েও আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে।

সম্রাটদের তাবুর চারদিকে নাইটদের পৃথক তাবু। তার পাশেই বিপুল সংখ্যক সৈন্যের তাবুর সারি।

সামিয়ানার নিচে জড়ো হয়েছে সম্রাটরা। তাদের হাতে মদের পাত্র। সুন্দরী মেয়েরা মদ পরিবেশন করছে। সম্রাটরা মদ পানের ফাঁকে ফাঁকে খোশগল্প করছে। উপভোগ করছে যুবতী নারীদের আকর্ষণীয় রূপ মাধুর্য।

এরা সেই মেয়ে যারা ভাইকে ভাইয়ের শত্রু বানিয়ে দিতে পারে, বাপ আর বেটাকে বানিয়ে দিতে পারে পরস্পরের দুশমন।

এক সামিয়ানার নিচে মহলের মত করে সাজানো হয়েছে বিশাল কামরা। সেই বিশাল কামরায় রাখা হয়েছে আক্রা থেকে নিয়ে আসা বিশাল ক্রুশ। এই ক্রুশের পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন আক্রার সম্মানিত পাদ্রী। তার সামনে খৃস্টান রাজন্যবর্গ ও তাদের সামরিক জেনারেলগণ। তাদের সাথে বসে আছে বাছাই করা নাইটগণ।

সকলেই জানতো, এটা এক ঐতিহাসিক সম্মেলন। অচিরেই ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হতে যাচ্ছে। এই অধ্যায় সংযোজনের দায়িত্ব নিয়েছেন সম্মিলিত খৃস্টান সম্রাটগণ। তারা নতুন এক অভিযান শুরু করতে যাচ্ছেন। অভিযানের শিরোনাম দেয়া হয়েছে: 'কিলিং ইসলাম।'

www.crusadeseries.com

'হে মহান ক্রুশের রক্ষকবৃন্দ।' আক্রার পাদ্রী বললেন, 'এই সেই ক্রুশ, যার উপর হাত রেখে তোমরা সবাই শপথ করেছিলে। আজ সেই ক্রুশ তোমাদের সামনে আক্রা থেকে এনে হাজির করা হয়েছে।

এটা এখানে হাজির করার উদ্দেশ্য, এর সঙ্গে তোমরা সবাই যে শপথ করেছিলে সেই শপথের কথা আবার তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়া। যেন তোমাদের অন্তরে সেই চেতনা আবার জীবন্ত হয়ে উঠে, যে চেতনার কারণে তোমরা সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে। কিন্তু আইয়ুবীকে তোমরা নিঃশেষ করতে পারোনি বরং সে দিনে দিনে আরো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

এখন তোমাদের এক রক্তাক্ত যুদ্ধ ও চূড়ান্ত সমরের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই যুদ্ধ তোমাদেরই করতে হবে। তোমরা সবাই বীর, যোদ্ধা ও সামরিক জেনারেল। তোমাদের জীবন সমর ক্ষেত্রেই অতীত হয়ে গেছে।'

পাদ্রী বললেন, 'আমি এই ময়দানের লোক নই। আমি তোমাদের একজন ধর্মীয় নেতা মাত্র। আমি শুধু তোমাদের এ কথাই বলতে এসেছি, সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে পরাজিত ও নিঃশেষ করে আরব জাহানে ক্রুশের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

বায়তুল মোকাদ্দাস আমাদের অধিকারে আছে এই খুশীতে আত্মহারা হওয়ার কোন অবকাশ নেই। দুনিয়া থেকে ইসলামের নাম নিশানা মুছে দিতে হলে আমাদেরকে মক্কা ও মদীনার

www.crusadeseries.com

উপরও আধিপত্য বিস্তার করতে হবে এবং এই মহান ক্রুশ চিহ্ন কাবার উপরে স্থাপন করতে হবে। মক্কা ও মদীনাকে খৃষ্টের ধর্মীয় স্থান বানাতে হবে।

তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, তোমরা একবার মদীনার একদম নিকটে পৌঁছে গিয়েছিলে। ওখান থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে ছিল মদীনা। কিন্তু মুসলমানদের প্রবল বাঁধার মুখে তোমরা আর এই সামান্য পথটুকু অতিক্রম করতে পারলে না। তাদের সেই উন্মাদনার কথা কি তোমাদের মনে আছে? আজ সময় এসেছে তোমাদেরও সেই উন্মাদনা নিয়ে যুদ্ধ করার। মুসলমানরা তাদের কাবা ঘর ও নবীর ঘর রক্ষার জন্য যে রকম পাগলপারা হয়ে যুদ্ধ করেছিল তেমনি পাগলপারা হয়ে তোমাদের লড়াই করতে হবে তা দখল করার জন্য।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী সব আঁটঘাট বেঁধে দৃষ্টি দিয়েছে জেরুজালেমের দিকে। তোমরা যদি তার হাত থেকে জেরুজালেমকে রক্ষা করতে চাও তবে তোমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে মক্কা মদীনার দিকে। তোমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের যুদ্ধ সুলতান আইয়ুবীর সাথে নয়, আমাদের যুদ্ধ ইসলামের সাথে। এই ক্রুসেড দুই ধর্ম বিশ্বাস ও আকিদার যুদ্ধ। এ যুদ্ধে আমরা জিততে না পারলে আমাদের পরবর্তী বংশধররা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

মনে রেখো, শেষ পর্যন্ত এই দুই ধর্মের একটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে, আর সেই ধর্মটির নাম হচ্ছে ইসলাম। যেদিন ইসলামের বিলুপ্তি ঘটবে সে দিনটি হবে বিশ্ব ইতিহাসের সবচে স্মরণীয়

www.crusadeseries.com

দিন। এর পর আর খৃস্ট ধর্মকে চ্যালেঞ্জ করে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি থাকবে না।'

পাদ্রী একটু থামলেন। তারপর আবার শুরু করলেন, 'আমরা মুসলমানদের পরাজিত করার জন্য অন্য পথ অবলম্বন করে দেখেছি। কিন্তু সে পদ্ধতি শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেনি।

তোমাদের ভুলে যাওয়ার কথা নয়, সে পদ্ধতি অবলম্বন করতে গিয়ে আমাদের কত মেয়ে নষ্ট হয়েছে। মুসলমান শাসকদেরকে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে উসকে দেয়ার জন্য সোনাদানা, সহায় সম্পদ আমরা কম ব্যয় করিনি। কিন্তু কি লাভ হয়েছে তাতে?

আমরা মেয়ে মানুষ ও সোনা রূপা দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিলাসিতা জাগাতে পেরেছি। মদ পান করিয়ে তাদের মধ্যে নেশার ঘোর সৃষ্টি করতে পেরেছি। কিন্তু তাতে কি ইসলাম শেষ হয়ে গেছে?

না, তা হয়নি। তবে আমাদের এত চেষ্টার বিনিময়ে আমরা মুসলমানদের মধ্যে কয়েক বছর গৃহযুদ্ধ চালু রাখতে পেরেছি। মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে সামরিক শক্তি ধ্বংস করেছে। সুলতান আইয়ুবীর কিছু দক্ষ সৈনিক নিহত হয়েছে, তার কিছু দূরদর্শী সেনানায়ক ও কমান্ডার মারা গেছে। কিন্তু যে জন্য এত চেষ্টা, এত সাধনা আমাদের সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি।'

'সম্মানিত পিতা!' এক সম্রাট বললেন, 'এতে যে আমাদের কোন উপকার হয়নি এমনটি আপনি বলতে পারেন না। এর

www.crusadeseries.com

ফলে আমরা সাত আট বছর তার আক্রমণ থেকে নিরাপদে ছিলাম।
এই দীর্ঘ সময়ে আমরা আমাদের সামরিক শক্তিকে অনেক সংহত ও মজবুত করে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি। আমরা জেরুজালেমের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে পেরেছি। আমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল যে গুটিকয় মুসলিম খন্ডরাজ্য অর্থনৈতিক অবরোধ গড়ে আমরা তাদের কোমর ভেঙে দিয়েছি।
সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর জন্য জেরুজালেমের রাস্তায় পা রাখা আর মৃত্যু পথে পা রাখা এক কথা। সামগ্রিকভাবে মুসলিম শক্তি দুর্বল হয়েছে। নিজেরা নিজেদের মেরেছে ও মরেছে। এটা কি আমাদের সফলতা নয়?'
'কেন তোমরা মুসলমানকে মারতে চাও? চাও তো এ জন্য যে, এতে ইসলাম বিপন্ন হবে। কিন্তু তা কি তোমরা পেরেছো? আইয়ুবীর শক্তি কি তাতে কমেছে? না, কমেনি। বরং এখন তিনি আগের চাইতে অনেক বেশী শক্তিশালী।
আমরা যে ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়েছিলাম তা ধরা পড়ে গেছে। তিনি মুসলমানদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, 'ওই দেখো গাদ্দার! সে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য নাসারাদের সাথে হাত মিলিয়েছে। আমরা যে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে আছি এতে আমাদের কোন হাত নেই, এটাও খৃস্টানদের ষড়যন্ত্রের ফল। এভাবেই তারা আমাদের দুর্বল করে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখতে চায়।'

www.crusadeseries.com

তার এসব ভাষণ বৃথা যায়নি। মুসলিম জনগণ এখন আগের চাইতে অনেক সচেতন। বিশেষ করে মুসলিম যুবকদের মধ্যে যে প্রাণচাঞ্চল্য শুরু হয়েছে তার ঢেউ তোমরা দেখতে না পেলেও আমি দেখতে পাই।

যুদ্ধে জিততে হলে সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো দেখার সৎ সাহস থাকতে হবে তোমাদের। বাস্তবতাকে অস্বীকার করলে পরিণামে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তোমরা না জানলেও আমি জানি, সুলতান আইয়ুবী এখন আর সে অবস্থায় নেই গৃহযুদ্ধের আগে যেমন ছিলেন। তোমরা যেমন শক্তিশালী হয়েছো তেমনি তিনিও নিজের দুর্বলতা থেকে মুক্তি লাভ করেছেন।

এখন হলব ও মুশেলের বাহিনী তাঁর সামরিক বাহিনীর সাথে যুক্ত হয়েছে। সমস্ত মুসলমান শাসকরা তার আনুগত্য মেনে নিয়ে তার সমর্থক হয়ে গেছে। মুজাফফরুদ্দিন ও কাকবুরির মত সেনাপতি, একদিন যারা আমাদের বন্ধু হয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল তারা এখন পক্ষ বদল করে তার কাছে চলে গেছে।

আমরা যে সব মুসলমানের ঈমান কিনে নিয়েছিলাম তারা একে একে ধরা পড়ছে। যারা ধরা পড়েনি তারা ভয়ে নড়াচড়া করার সাহস পাচ্ছে না। গাদ্দার মুনাফেকদের তিনি এমন দুর্বল ও অসহায় করে দিয়েছেন যে, এখন তারা আমাদের কোনই কাজে আসবে না।'

তিনি বললেন, 'এখন আর কোন মুসলমান শাসক নেই যে

www.crusadeseries.com

সুলতান আইয়ুবীকে পিছন থেকে আক্রমণ চালাবে। আমরা মদ ও হাশিশ ব্যবহার করে তাঁকে চার পাঁচ বার হত্যার চেষ্টা চালিয়ে দেখেছি, তাঁকে হত্যা করা সম্ভব হয়নি।'

পাদ্রী মহাশয় তার কথা শেষ করলেন এই বলে, 'এখন তার বিরুদ্ধে আমাদের সম্মিলিত আক্রমণ করা ছাড়া কোন পথ নেই। আমি তোমাদের সে পরামর্শই দেবো।'

এক জেনারেল দাঁড়িয়ে বললো, 'আপনার পরামর্শকে আমি যথেষ্ট মূল্যবান মনে করি। কিন্তু তার সাথে একাধিক যুদ্ধের কারণে আমার বিবেচনা একটু অন্য রকম। আমি মনে করি, তাকেই আগে আক্রমণ করতে দেয়া উচিত।

এর দুটি কারণ আছে। প্রথমত এর ফলে আমাদের সৈন্যদের বেশী দূরে নেয়ার প্রয়োজন হবে না। তাতে খাদ্য সামগ্রী ও প্রয়োজনীয় রসদ সম্ভার দূর পথে বয়ে নেয়ার কষ্ট থেকে বেঁচে যাবে আমাদের বাহিনী। তারা ক্লান্ত ও অনিশ্চিত স্থানে না থাকার কারণে পূর্ণ শক্তি নিয়ে লড়াই করতে পারবে।

আর অপর কারণটি হলো, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী যে পদ্ধতিতে যুদ্ধ করেন তাতে আমাদের সৈন্যদের দূর দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে হয়। এখন মুসলিম এলাকায় আমাদের কোন বিশ্বস্ত সাহায্যকারী বা সমর্থক নেই। এ অবস্থায় তাকে আমাদের অনুকূল জায়গায় এনে নিতে পারলে সে বেকায়দায় থাকবে। তাই আমি মনে করি, আমাদের যুদ্ধের বিষয়ে খুব ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

'আমাদের বেশী চিন্তা ভাবনা ও দেরী করার সময় আইয়ুবী

www.crusadeseries.com

দেবে না।' বললেন পাদ্রী, 'গোয়েন্দাদের তথ্য অনুযায়ী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী জেরুজালেমের দিকে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। ফলে তাকে মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত আমাদের এখনই নিতে হবে। এখন দেখতে হবে, তাকে কি আমরা জেরুজালেম আসার সুযোগ দেবো নাকি মক্কা মদীনার দিকে অভিযান চালিয়ে তাকে আমরা সরিয়ে দেবো এ পথ থেকে।'

'তাকে জেরুজালেমে আসার পথে ফাঁদে ফেলতে পারি আমরা। গতবারও আমরা তাই করেছিলাম এবং ফাঁদে সে ঠিকই পড়েছিল। কিন্তু যখন সে মোকাবেলা না করে সরে পড়তে চাইলো তখন আমরা তাকে বাঁধা দেইনি। যদি সেদিন তার পথ আগলে দাঁড়াতাম তবে আজকে নতুন করে অভিযান চালানোর জন্য সে আজ বেঁচে থাকতো না। এবার আর সে ভুল করা যাবে না। পিছু হটার পথ বন্ধ করে পিষে মারতে হবে তাকে।'

'তাহলে তোমাদের দেখতে হবে তিনি কোন পথে অভিযান নিয়ে আসছেন। তিনি কি সোজা জেরুজালেমের দিকে আসেন নাকি অন্য দিক ঘুরে জেরুজালেমের পথ ধরেন দেখতে হবে আমাদের।

আরেকটি বাস্তবতা মেনে নিতে হবে আমাদের। এখন আর আমাদের কারো একার পক্ষে তার সাথে মোকাবেলা করার অবস্থা নেই। সে যেভাবে ইসলামী শক্তিকে সংহত করে ময়দানে নামছে আমাদেরও তেমনি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে

www.crusadeseries.com

সম্মিলিত শক্তি নিয়ে দাঁড়ানো উচিত।'

তিনি উপস্থিত সকল সম্রাট, জেনারেল ও নাইটদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই বিশাল ক্রুশ এখানে আনার উদ্দেশ্য হলো, তোমরা সবাই একসাথে মহান ক্রুশে হাত রেখে শপথ গ্রহণ করবে। তোমরা সবাই ওয়াদা করবে, ব্যক্তিগত দলাদলি ও মান-অভিমান ভুলে তার বিরুদ্ধে একাত্ম হয়ে যুদ্ধ করবে। ব্যক্তিগত আক্রোশ ও ব্যক্তিগত লাভের চিন্তা পরিহার করে সবাই সম্মিলিত কল্যাণের কথা চিন্তা করবে। লড়াই শুধু পবিত্র ক্রুশ ও মহান যিশুর নামে হবে আর তোমাদের সবার লক্ষ্য হবে ইসলামের ধ্বংস সাধন করা।'

তিনি চুপ করলেন এবং বক্তৃতা বন্ধ করে বললেন, 'তোমরা কি আমার এ প্রস্তাব মেনে নিতে প্রস্তুত?'

সবাই উঠে দাঁড়ালো এবং বিনীত কণ্ঠে বললো, 'মহামান্য পিতা! আপনার হুকুম অমান্য করি এমন দুঃসাহস আমাদের কারো নেই। আপনি আদেশ করুন। আমরা আপনার আদেশ আন্তরিকতার সাথেই মেনে নেবো।'

তিনি বললেন, 'তাহলে উঠে এসো এবং এই মহান ক্রুশের উপর হাত রেখে শপথ করো।'

সবাই যার যার আসন ছেড়ে আক্রা থেকে আনা বিশাল ক্রুশটিকে ঘিরে দাঁড়ালো। আক্রার পাদ্রী তাদের হলফ বাক্য পাঠ করালেন এবং উপস্থিত সম্রাট, জেনারেল ও নাইটরা জোরে জোরে সে শব্দ উচ্চারণ করে শপথ বাক্য পাঠ করলো।

পরের দিন। সকলেই অনেক দেরী করে ঘুম থেকে উঠলো।

www.crusadeseries.com

রাতে পাদ্রীর শপথ অনুষ্ঠান শেষ হলে শুরু হয় মদ ও নাচের আসর। সেই আসর চলে গভীর রাত পর্যন্ত। সবাই নিজ নিজ পছন্দ মত মেয়ে নিয়ে বসে যায় সেই আসরে।

নাচ গান ও সম্রাটদের মনোরঞ্জনের জন্য সেরা রূপসীদের হাট বসে যায় সেখানে। তাদের রূপের জৌলুস, চোখের বিলোল কটাক্ষ আর দামী মদের প্রাচুর্য সে স্থানটিকে তাদের জন্য পৃথিবীর স্বর্গ বানিয়ে দিয়েছিল।

সেই স্বর্গ থেকে বেরিয়ে ওরা যখন ঘুমোতে যায় তখন ভোর হওয়ার বেশী বাকী ছিল না। পরের দিন যখন সূর্য উঠে তখন খৃস্টানদের সেই রাজকীয় ক্যাম্পে মৃত্যুর নিরবতা বিরাজ করছিল।

সম্রাট আরনাতের তাবু থেকে এক যুবতী বেরিয়ে এলো। মেয়েটি অপূর্ব রূপসী। লম্বা একহারা গড়ন। গায়ের বর্ণ ফর্সা ও আকর্ষণীয়। চোখে মায়াময় অদ্ভুত সম্মোহনী দৃষ্টি।

মেয়েটির রূপ আর দশটি ইহুদী ও খৃস্টান মেয়ের মত নয়। মেয়েটাকে মিশরীয় বা সিরিয়ান আরবী মেয়ে বলে মনে হচ্ছিল। মেয়েটিকে সম্রাট আরনাত কোত্থেকে জোগাড় করেছে সেই জানে, তবে তাকে সঙ্গে করেই তিনি এখানে এসেছেন।

তাকে দেখে এক বৃদ্ধা চাকরাণী দৌড়ে তার কাছে গেল। সেখানে তেমন সৈন্য বা রক্ষী ছিল না, ছিল যত চাকর চাকরাণী। সেই আরবী মেয়েটাকে সম্রাট আরনাত প্রিন্সেস লিলি বলে ডাকতো। তাকে দেখাতো ঠিক রাজকুমারীর মত।

www.crusadeseries.com

সে চাকরাণীকে বললো, 'আমার জন্য নাশতা নিয়ে এসো এবং জলদি পালকি গাড়ী তৈরী করতে বলো, আমি একটু এলাকাটা ঘুরে দেখবো।'

সম্রাট আরনাত তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। অন্যান্য সম্রাট এবং জেনারেলরাও ঘুমের কোলে আশ্রয় নিয়ে মরার মত পড়ে আছে বিছানায়। তাদের এত ভোরে জাগার কোন প্রয়োজন নেই। আরামের ঘুম ছেড়ে তাহলে তারা উঠতে যাবে কেন?

শুধুমাত্র পাদ্রী সকালে জেগেছিলেন এবং প্রাতকালীন উপাসনা শেষ করে তিনিও আবার শুয়ে পড়েছেন।

প্রিন্সেস লিলিরও এই সাত সকালে কোন কাজ ছিল না। কিন্তু ভোরের বাতাসে ঘুরে বেড়ানো তার প্রিয় এক অভ্যাস।

নাশতা আসতে আসতে সে কাপড় পরে প্রস্তুত হয়ে গেল। নাশতা এলে দ্রুত নাশতাও সেরে নিল।

ইতিমধ্যে ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে হাজির হলো সহিস। দুই ঘোড়ায় টানা পালকি গাড়ী, দেখতে খুব সুন্দর। ক্রাক থেকে এই গাড়ীতে চড়েই সে সম্রাট আরনাতের সঙ্গে এসেছে।

গাড়ীতে বসার আগে সে গাড়ীর চালককে বললো, 'এলাকাটা মনে হয় দেখতে খুবই সুন্দর হবে। এমন সবুজ অঞ্চল সচরাচর দেখা যায় না। আমি এলাকাটি ঘুরে দেখতে চাই। তুমি তো এ এলাকা সম্পর্কে তেমন জানো না, সঙ্গে একজন গাইড নেবে নাকি?'

'না ম্যাডাম, তার দরকার হবে না। আমি খুব ভাল করেই চিনি এ এলাকা। আগেও সম্রাটকে নিয়ে এখানে এসেছি আমি।'

www.crusadeseries.com

চালক আরো বললো, 'যদি আপনি শিকার করতে চান তবে আমি ধনুক ও তীর সঙ্গে নিতে পারি। এখানে শিকার করার মত অনেক কিছুই পাবেন। খরগোশ আর প্রচুর পাখী আছে। আপনি ইচ্ছা করলে ওগুলো শিকার করতে পারবেন।'

'হরিণ পাওয়া যায় না?' প্রিন্সেস লিলি হেসে বললো, 'তুমি আমাকে শিকারী ভাবো নাকি? যাও, তীর ধনুক সঙ্গে নিতে চাইলে নিয়ে নাও।'

'হরিণ কিছু কিছু দেখা যায় বটে, তবে খুবই কম। সে তুলনায় খরগোশ আছে অনেক।' গাড়ী চালক বললো, 'আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখুনি তীর ধনুক নিয়ে আসছি। দেখবেন, শিকার করতে আপনার ভালই লাগবে।'

'আমি তো আর পাকা তীরন্দাজ নই যে শিকার করবো। দেখা যাবে তোমার তীর শেষ হয়ে গেছে কিন্তু কোন তীর শিকারের গায়ে লাগেনি।'

'তাতে কোন অসুবিধা নেই।' চালক বললো, 'আপনি তো আর যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন না। শিকার করতে গিয়ে তীর মিস্ গেলেও আনন্দের তাতে ঘাটতি পড়ে না।'

সে দৌড়ে চলে গেল, ধনুক ও তীর নিয়ে ফিরে এলো সঙ্গে সঙ্গেই।

দুই অশ্ব চালিত গাড়ীটি লিলিকে নিয়ে অনেক দূর চলে গেল। অঞ্চলটি সত্যি মনোরম। চারদিকে সবুজ ও শ্যামলের সমারোহ। গাছপালাও আছে প্রচুর। উঁচু নিচু পাহাড় চূড়াও কাউকে আকৃষ্ট করার জন্য যথেষ্ট।

www.crusadeseries.com

সময়টা ছিল বসন্তকাল। মার্চ ও এপ্রিলের এ সময়টাতে প্রকৃতি নতুন রূপে, নতুন সাজে ধরা দেয়। বসন্তের সেই রূপবৈচিত্র দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছিল ওরা।

গাড়ী চলছিল ধীরে ধীরে। সামনে পাহাড়ের ঢালে ঘাসের সবুজ গালিচা। পথের এক পাশে বৃক্ষ ও ছোট বড় ঝোপঝাড়। লিলির নির্দেশে বড়সড় এক গাছের নিচে গাড়ী থামানো হলো।

গাড়ীর চালক সায়বল, জাতিতে খৃষ্টান। সে আক্রার বাসিন্দা, বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। সুদর্শন ও সুঠামদেহী যুবক দেখেই সম্রাট আরনাত তাকে গাড়ীর চালক হিসাবে নিযুক্তি দিয়েছে।

লিলিরও এ যুবককে ভাল লাগে তার আচরণ ও ব্যবহারের জন্য। লোকটি সপ্রতিভ, ভদ্র এবং কর্মঠ। লিলি আরনাতের কাছে আসার এক বছর পর সায়বল এ চাকরী পায়।

লিলি গাছের নিচে বসলো। সায়বলের দিকে ফিরে বললো, 'আমাকে একটু পানি খাওয়াও তো।'

সায়বল চামড়ার মশক থেকে পানি এনে দিল তাকে। লিলি বললো, 'সীমান্ত আর কত দূর? এর পরেই তো মুসলমানদের রাজ্যের সীমানা শুরু হয়েছে, তাই না সায়বল?'

'হ্যাঁ, বলতে পারেন।' গাড়ী চালক বললো, 'আমি যতদূর জানি, এখান থেকে সাত-আট মাইল দূরে সমুদ্রের মত এক হ্রদ আছে। সে হ্রদের নাম গেলিলি সাগর। সে সাগরের পাড়ে তিববিয়া নামে এক গ্রাম আছে। সেই গ্রামের পর থেকেই মুসলমানদের এলাকা শুরু হয়ে গেছে।'

'তার মানে সীমান্ত এলাকা এখান থেকে বেশী দূরে নয়?' লিলি

www.crusadeseries.com

বললো, 'আমরা কি গাড়ীতে হ্রদ পর্যন্ত যেতে পারবো?'
'আমরা ক্রাক থেকে এ গাড়ীতেই এসেছি।' সায়বল বললো, 'গেলিলি সাগর তো কাছেই, ঘোড়া বিনা ক্লান্তিতেই সেখানে আমাদের পৌছে দিতে পারবে।'
'তুমি হ্রদের রাস্তা ঠিক চিন তো?' লিলি শিশুর মত তার কাছে রাস্তার কথা জিজ্ঞেস করতে থাকে, 'রাস্তা কি ভাল? গাড়ী যাবে তো? তুমি আগে কখনও গিয়েছো?'
গাড়ীর চালক মাটিতে রেখা টেনে তাকে রাস্তার নকশা বুঝিয়ে দিতে থাকে।
'এ পথ তো দামেশকের দিকে চলে গেছে?' লিলি প্রশ্ন করলো।
সায়বল তাকে নতুন একটি রাস্তার নকশা এঁকে বললো, 'না, দামেশকের দিকে গেছে এ রাস্তা।'
লিলি বললো, 'তীর ধনুক দাও দেখি পাখী শিকার করতে পারি কি না?'
লোকটি তীর ধনুক এনে লিলির হাতে দিল। লিলি কোষ থেকে তীর বের করে গাছের দিকে তাকিয়ে পাখী খুঁজতে লাগলো। সে গাছের ওপর একটি পাখী দেখতে পেয়ে তীর চালালো। কিন্তু তীরটি পাখীর গায়ে না লেগে দূর দিয়ে উড়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে পাখীটিও উড়াল দিয়ে পালিয়ে গেল।
হেসে ফেললো লিলি। গাড়ী চালক তাকে তীর চালানোর নিয়ম শিখিয়ে দিয়ে বললো, 'এই ভাবে নিশানা ঠিক করতে হয়।' সে এদিক ওদিক কয়েকটি তীর চালিয়ে দেখালো।

www.crusadeseries.com

‘আরও একটু আগে চলো।’ লিলি গাড়ী চালককে বললো, ‘এমন স্থানে চলো, যেখানে হরিণ পাওয়া যায়। আমি হরিণ শিকার করবো।’

সায়বল তাকে নিয়ে আরও দেড় দু'মাইল এগিয়ে গেল। এক স্থানে গাড়ী থামিয়ে বললো, ‘এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, হয়ত কোন হরিণ বা খরগোশ দেখতে পাবেন।’

এই বলে সে লিলির হাতে তীর ধনুক তুলে দিয়ে নিজে একদিকে সরে গেল। গজ বিশেক দূরে একটি গাছ ছিল, সায়বল তার নিচে গিয়ে দাঁড়াল। সে ওখানে দাঁড়িয়ে লিলির জন্য হরিণ ও খরগোশ খুঁজতে লাগলো।

লিলির দিকে ছিল তার পিঠ। লিলি ধনুকে তীর লাগিয়ে সায়বলের পিঠে নিশানা করলো। তার এমন অবস্থা যদি কেউ দেখতো তবে বলতো, মেয়েটা একটু তামাশা করছে।

সে ধনুক টানলো। তার হাতের ধনুক কাঁপছিল। এক চোখ বন্ধ করে সে সায়বলের পিঠে তীর নিক্ষেপের প্রস্তুতি নিল।

সে ধনুক আরও জোরে টেনে ধরে তীর নিক্ষেপ করলো। তীর সায়বলের কাঁধের উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে এক গাছের ডালে বিদ্ধ হলো।

সায়বল ভীত হয়ে ঘুরে দ্রুত লিলির দিকে তাকালো। সে একবার গাছে বিদ্ধ তীরের দিকে আবার লিলির দিকে তাকাতে লাগলো। কিন্তু লিলি তখন মোটেও হাসছিল না।

গাড়ীর চালক লিলির মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। সে দেখতে পেলো, লিলির চেহারায় অনমনীয় প্রতিজ্ঞার ছাপ।

www.crusadeseries.com

এমন কঠিন সংকল্পের ছাপ এর আগে সে আর কখনও দেখেনি তার মুখে।

তবুও সে হেসে বললো, 'আপনি আমার উপর তীর চালানো শিখছেন?'

সে লিলির দিকে এগিয়ে এলো। লিলি তীর কোষ থেকে আরেকটি তীর বের করে তার দিকে তাক করে বললো, 'ওখানেই দাঁড়িয়ে যাও। আর এগুবে না।'

সায়বল স্থির হয়ে দাঁড়ালো। লিলি ধনুক টেনে ধরলো। সায়বল চিৎকার দিয়ে বললো, 'শাহ্জাদী, আপনি কি করছেন?'

লিলির ধনুক থেকে তীর ছুটে গেল। সায়বল সেদিকে তাকিয়েই ছিল, মুহূর্তের মধ্যে সে বসে পড়লো। তীরটি শাঁ করে তার মাথার উপর দিয়ে চলে গেল।

সায়বল তখন শাহজাদীর সম্মান ও নিজের গুরুত্ব ভুলে গেল। লিলি আরেকটি তীর বের করছিল, সায়বল ছুটলো তার দিকে। লিলি তখনও তীর ধনুকে জুড়তে পারেনি, সায়বল তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। লিলি তীর ছোঁড়া বাদ দিয়ে ছুটলো একদিকে।

সায়বল সামর্থবান যুবক। সে দ্রুত দৌড়ে গিয়ে লিলিকে ধরে ফেললো। তারপর তার কাছ থেকে ধনুক কেড়ে নিল। তার কাঁধ থেকে তীর কোষটিও কেড়ে নিল।

'আমি সে রকম ক্রীতদাস নই যাদের ওপর সম্রাট আরনাত উৎপীড়ন করে।' সে একটি তীর ধনুকে গেঁথে লিলির দিকে নিশানা করে বললো, 'তুমি কি আমার উপরই তীরন্দাজীর

www.crusadeseries.com

নিশানা করবে? এই কি আমার বিশ্বস্ততা ও তাবেদারীর ফল?'
লিলি কোন উত্তর দিতে পারলো না। তার ঠোঁট কেঁপে উঠলো, চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো।

সায়বল তীর ধনুক ফেলে ধীরে ধীরে লিলির কাছে গেল এবং সসম্মানে প্রশ্ন করলো, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, কেন আপনি আমার উপর তীর চালালেন? কেনই বা আপনার চোখে অশ্রু?'

'কারণ তুমি আমার কোন সাহায্য করতে পারবে না।' লিলি রাজকুমারীর গাম্ভীর্য ত্যাগ করে এক সাধারণ নারীর মত ভীত ও দুর্বল কণ্ঠে বললো, 'আমার অসহায়ত্ব নিয়ে আমাকেই জ্বলে পুড়ে মরতে হবে।'

'শাহজাদী, আমি আপনার জন্য জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারি।' সায়বল বললো, 'এখন বলুন, আপনি কি সাহায্য চান, কেমন করে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

'তোমাকে পুরস্কার দিয়ে ধনী বানিয়ে দেবো।' লিলি বললো, 'যদি তুমি আমাকে পুরস্কার হিসেবে দাবী করো তাও স্বীকার করে নেবো।

তুমি আমাকে গেলিলি সাগরের তীরে মুসলমান এলাকায় নিয়ে যাও। আমাকে তুমি দামেশকে পৌঁছে দাও। সেখানে এই দুই ঘোড়া ও দামী গাড়ীটা তোমারই থাকবে। আর তোমাকে যে পুরস্কার দান করবো তা পাবে আলাদাভাবে।'

'আমার সন্দেহ হচ্ছে, আপনার মাথায় গন্ডগোল হয়েছে। অথবা আপনার ওপর জ্বীন ভুতের প্রভাব পড়েছে।' সায়বল বললো,

www.crusadeseries.com

'চলুন আমরা এখন ফিরে যাই।'

'না।' লিলির চোখ আবার কঠিন হয়ে গেল। বললো, 'যদি তুমি আমার কথা না মানো তবে ফিরে গিয়ে আমি সম্রাট আরনাতকে বলবো, তুমি আমার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছিলে।' লিলি তার কথায় কর্ণপাত না করেই দৃঢ় স্বরে বললো।

'ভালই হলো যখন আপনি কথাটা বলেই দিলেন।' সায়বল বললো, 'আপনি আর রাজমহলে ফিরে যাচ্ছেন না। আমি আপনার হাত-পা বেঁধে বগিতে বসিয়ে কোন শহরের পতিতালয়ে বিক্রি করে দেবো। আমিও আর সম্রাটের কাছে ফিরে যাবো না, তুমিও না। এখন বলো, কেন তুমি মুসলমান এলাকায় যেতে চাও?'

তখন লিলির মনে হলো, সে এক মারাত্মক বিপদের জালে ফেঁসে গেছে। সে বসে পড়লো এবং মাথা নিচু করে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। সায়বল কিছু না বলে চুপচাপ দেখতে লাগলো মেয়েটা কি করে।

এই মেয়ে তার কাছে মোটেই অপরিচিত কেউ ছিল না। কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে, এই মেয়েকে সে চেনে না। সে অপরচিতির দৃষ্টি নিয়ে লিলির দিকে তাকিয়ে রইলো।

তার শরীরের আভরণ ও আচরণে কোথায় যেন একটা সুক্ষ্ম ভিন্নতা আছে, যে ভিন্নতা বা স্বকীয়তার কারণে তাকে খৃস্টান মেয়েদের থেকে আলাদা মনে হতো।। সায়বল ভাল করেই জানতো, খৃস্টান সম্রাটদের কাছে মুসলমানদের লুট করা মেয়েরা রয়েছে। এ মেয়েটাও হয়তো কোন লুট করা মেয়ে

www.crusadeseries.com

হবে। সায়বল ভাবছে, কিন্তু গত তিন বছর ধরে তো তাকে হাসি খুশিই দেখে আসছি। আজ তার কি হলো?

সে তার কাছে বসে গেল। মোলায়েম কণ্ঠে বললো, 'তুমি যদি মুসলমান হয়ে থাকো তবে বলো।' সায়বল বললো, 'তোমাকে কি কোন কাফেলা থেকে ছিনতাই করে আনা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, আমি তোমাকে সব কথা বলে দেই আর তা তুমি সম্রাট আরনাতকে বলে পুরস্কার লাভ করো।' লিলি বললো, 'তখন তুমি তাকে বলতে পারবে, এই মেয়ে মুসলমান আর সে পালাতে চেষ্টা করেছিল।' -

সায়বলের গলায় একটি সুতা ঝুলছিল। লিলির চোখ গেল সেদিকে। সে হাত বাড়িয়ে সুতা ধরে টান দিল। তার হাতে এসে পড়লো একটি ছোট ক্রুশ চিহ্ন।

লিলি তাকে ক্রুশটি দেখিয়ে বললো, 'এতে হাত রেখে কসম খেয়ে বলো, তুমি আমাকে ধোঁকা দেবে না। সম্রাট আরনাতকে বলে দেবে না সব কথা। আমি যে তোমার উপর তীর নিক্ষেপ করেছিলাম সে কথা গোপন রাখবে। তাহলে আমি সব তোমাকে খুলে বলবো।'

সায়বল তার পরিচয় বুঝতে পেরে বললো, 'ক্রুশের কসম খাওয়া মিথ্যা হবে।' সে তার গলায় ঝুলন্ত ক্রুশের মালাটি ছিঁড়ে দূরে ফেলে দিয়ে বললো, 'মুসলমান কখনও ক্রুশের কসম করে না।'

লিলি চমকে উঠে সায়বলের মুখের দিকে তাকালো। চোখে চোখ রেখে বুঝতে চাইল তার কথা। সে কিছুতেই বিশ্বাস

www.crusadeseries.com

করতে পারছে না, সায়বল মুসলমান।
সে দূরে পড়ে থাকা ক্রুশ চিহ্নের দিকে তাকালো। কোন খৃস্টান, সে যতই বেদ্বীন হোক না কেন, ক্রুশের এমন অবমাননা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। লিলি তার মুখের দিকে তাকিয়েই রইলো। সায়বলের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল, লিলি কোন মুসলমানের মেয়ে। যে কোন কারণেই হোক, সে খৃস্টানদের কাছে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।
'আমি তোমার কাছে আমার গোপন কথা ফাঁস করে দিয়েছি।' সায়বল বললো, 'এখন তুমি বলো, তুমি কি করে খৃস্টানদের খপ্পড়ে পড়লে? তোমাকে কবে ও কোত্থেকে ছিনতাই করা হয়েছে?'
'আমি এক হজ্জ্ব কাফেলার সাথে আমার মা বাবার সঙ্গে হজ্জ করে মিশরে ফিরে যাচ্ছিলাম।' লিলি ভীত শিশুর মত বললো, 'অনেক বড় কাফেলা ছিল। সে সময় আমার বয়স ষোল কি সতেরো। এটা আজ থেকে চার বছর আগের কথা। ক্রাকের কাছে সম্রাট আরনাতের বাহিনী আমাদের হজ্জ কাফেলা লুট করে। তারা আমাদের ধন সম্পদ লুট করে নিল। কাফেলার লোকজনকে নির্বিচারে খুন করলো। আমি আজও জানি না, আমার বাবা-মা বেঁচে আছেন কিনা।
দুর্ভাগ্য আমার, এত লোক মারা পড়লো কিন্তু আমি মরলাম না। কাফেররা আমাকে ধরে নিয়ে এলো। আমার আরো দুর্ভাগ্য, আমি খুব সুন্দরী ছিলাম। সে জন্য ক্রাকের সম্রাট আরনাত আমাকে বেছে নিলো।'

www.crusadeseries.com

লিলি বলে চললো, 'যদি আমি এত সুন্দরী না হতাম তবে হয়তো এমন কারো হাতে পড়তাম যার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা সম্ভব হতো। কিন্তু সম্রাটের নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে পালাবার কোন সুযোগ আর পেলাম না।

আজ চার বছর পর যাও একবার চেষ্টা করলাম, তা তোমার হাতে ধরা পড়ে গেলাম। জানিনা বাকী জীবন কোন পশুর হাতে কাটে। তবে জীবনের প্রতি আর মায়া নেই, এই জীবনের চেয়ে মরণ অনেক ভাল।'

সায়বল যেন পাথর হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ তার মুখ থেকে কোন কথা বেরোলো না। শেষে বললো, 'কিন্তু আমি তো কয়েক বছর ধরেই তোমাকে দেখছি। কই, তোমাকে তো কোনদিন বিমর্ষ দেখিনি? তোমাকে তো অসুখী মনে হয়নি?'

'যখন আমি বিমর্ষ ছিলাম তখন তুমি আমাকে দেখোনি। তুমি যখন চাকরী পেলে ততোদিনে আমার চোখের পানি শুকিয়ে গেছে।

আমাকে সম্রাট আরনাতের মহলে আনা হলে আমি তার পা জড়িয়ে ধরে কত কান্নাকাটি করেছি। কিন্তু আমার সে কাঁদা সবই বিফলে গেল। সে আমাকে বললো, 'আমি রাজ সিংহাসন ছাড়তে পারি কিন্তু তোমাকে ছাড়বো না। আমি তোমাকে রাজরানীর মতই রাখবো।'

আমি অস্বীকার করবো না, সে আমাকে রাজরানীর মতই রেখেছে। কিন্তু সে আমাকে বিয়ে করেনি, আমাকে আমার ধর্মও ত্যাগ করতে বলেনি। আমাকে শুধু তার আনন্দের সাথী

www.crusadeseries.com

বানিয়ে রাখলো।
তার অন্দর মহলে আরও অনেক যুবতী ও সুন্দরী মেয়েরা ছিল। অল্প দিনেই তারা আমার শত্রু হয়ে গেল। কিন্তু আরনাত আমার এত ভক্ত হয়ে গেল যে, তাদের শত্রুতা আমার কোন ক্ষতি করতে পারেনি। অবশেষে আমি বাধ্য হয়ে এই অবস্থাকে মেনে নিলাম। এ ছাড়া আমার আর করার কিছু ছিল না। মেয়েদের ভাগ্যে তো শুধু তাই লেখা থাকে, সে যার কাছে থাকে তার সম্পত্তি ও দাসী হয়ে যায়।'
সে কথা বলতে বলতে নিরব হয়ে গেল। সায়বলকে গভীরভাবে লক্ষ্য করে বললো, 'তুমি কি এসব কথা সম্রাট আরনাতকে জানিয়ে দেবে? এ জন্য সম্রাট আমাকে কি শাস্তি দেবেন?'
'যদি আমি খৃস্টান হতাম তবে তাই করতাম, যেমনটি তুমি ভয় পাচ্ছো।' সায়বল বললো, 'কিন্তু আমি মুসলমান। সিরিয়া আমার দেশ, আর আমান নাম বাকার বিন মুহাম্মদ।'
'তুমি তো সেই গোয়েন্দাদের কেউ নও, যাদের সম্পর্কে আরনাত আমাকে প্রায়ই বলতো? সে বলতো, আমাদের দেশেও সালাহউদ্দিনের গোয়েন্দা লুকিয়ে আছে। তুমি কি তবে তাদেরই কেউ?' লিলি বললো, 'তুমি তোমার নতুন একটি নাম বলেছো। আমারও একদিন অন্য একটি নাম ছিল, আর সে নামটি ছিল কুলসুম।'
'আমি গোয়েন্দা হই আর যা কিছু হই তা জেনে তোমার কোন কাজ নেই।' বাকার বললো, 'আমি একজন মুসলমান, আমি

www.crusadeseries.com

তোমাকে ধোঁকা দিতে পারি না।

এটা কোন নতুন কথা নয় যে, একজন অপহৃত মুসলমান মেয়ের সঙ্গে খৃস্টান ছদ্মবেশী কোন মুসলমান গোয়েন্দার পরিচয় হয়ে যায়। এমন ঘটনা পুর্বেও ঘটে গেছে।

এমন ঘটনাও ঘটেছে, ভাই গোয়েন্দা সেজে খৃস্টানদের কোন শহরে গেছে, সেখানে আপন বোনের সাথে তার দেখা হয়ে গেছে। সে বোন দীর্ঘদিন আগে তোমার মত ছিনতাই ও লুট হয়ে গিয়েছিল।

বিস্মিত হয়ো না কুলসুম! তুমি কাবা শরীফ থেকে হজ্জ করে আসছিলে, আল্লাহ তোমার হজ্জ কবুল করে নিয়েছেন। আমি কোন আলেম নই যে, আমি তোমাকে বলতে পারবো, আল্লাহ কেন তোমাকে এমন ভাগ্য দিয়েছেন। এখন তুমি এই জাহান্নাম থেকে বের হয়ে যেতে চাচ্ছো। আমি জানতে চাই, তুমি কি শুধু পালাতে চাও নাকি পালানোর অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে?'

'বিরাট একটা উদ্দেশ্য।' কুলসুম বললো, 'তুমি হয়তো জানো না, আক্রার পাদ্রী কেন খৃস্টান রাজন্যবর্গকে এখানে একত্রিত করেছেন। রাতে আরনাত যখন তার তাবুতে এলো, তখন সে নেশায় বিভোর ছিল। সে তখন আমাকে বললো, 'তুমি অনেক বড় দেশের রাণী হবে। সালাহউদ্দিন মাত্র কয়েক দিনের মেহমান। তিনি আমাদের ফাঁদে পড়তে আসছেন, অতি শীঘ্রই আসছেন।'

আমি শুনে খুব খুশীর ভাব দেখালাম এবং প্রশ্ন করলাম,

www.crusadeseries.com

'আপনাদের পরিকল্পনা কি? শুনেছি সে খুব বড় যোদ্ধা। কিভাবে তাকে পরাজিত করবেন?'

তিনি আমাকে বললেন, 'এখানে যে সব খৃস্টান শাসকবৃন্দ এসেছে তারা সবাই মহান ক্রুশে হাত রেখে শপথ নিয়েছে। এবার আমরা সবাই একতাবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করবো। আমরা কেউ নিজেদের স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে ক্রুশের কল্যাণের জন্য কাজ করবো। আমরা পরস্পর মিলিতভাবে এবার যুদ্ধ করবো আইয়ুবীর সাথে।'

'কিন্তু যুদ্ধটা হবে কোথায়? তারা কি সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর ওপর আক্রমণ চালাবে? নাকি আইয়ুবী তাদের ওপর হামলা করলে তারা মিলিতভাবে তা প্রতিরোধ করবে?'

'সে খবরও আমি কিছুটা পেয়েছি। আমার পালানোর উদ্দেশ্য, সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে এ খবর পৌঁছে দেয়া। তাকে জানানো যে, ক্রুসেডাররা তার বিরুদ্ধে কি পরিকল্পনা নিয়েছে। তারা কোথায় কত সৈন্য মোতায়েন করেছে এবং তাদের এবারের যুদ্ধের ধরণ কি হবে?

আরনাত আমাকে বলেছে, 'খৃস্টান বাহিনী এবার আইয়ুবীকে আক্রমণ করতে যাবে না। তারা আবারও সুলতান আইয়ুবীকে আক্রমণ করার সুযোগ দেবে, যাতে তিনি তার নিজস্ব এলাকা থেকে দূরে চলে আসেন।

তারা ভাবছেন, এতে সুলতানের রসদপত্র পৌঁছানোর পথ দীর্ঘ হয়ে যাবে এবং সে পথের কোন এক দুর্বল জায়গায় আক্রমণ

www.crusadeseries.com

চালিয়ে তার রসদ আনার পথ বন্ধ করে দেয়া যাবে।

এ ছাড়া তাদের অন্য রকম পরিকল্পনাও আছে। যদি সুলতান আইয়ুবী দীর্ঘ দিনেও হামলা না করেন তবে তারা চতুর্দিক থেকে তাকে একযোগে আক্রমণ করে তার সব বীরত্ব মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে। আর নয়তো তারা একযোগে মক্কা ও মদীনার ওপর হামলা চালিয়ে শহর দুটো দখল করে নেবে। তাদের ধারনা, এ দুটো শহর দখল করতে পারলে দুনিয়া থেকে ইসলামের নাম নিশানা মুছে যাবে।'

'তোমার মনে হঠাৎ করে এ চিন্তা কেন এলো যে, এ সংবাদ সুলতান আইয়ুবীকে পৌছাতে হবে?' বাকার বিন মুহাম্মদ বললো, 'কুলসুম, আমি এ ময়দানেরই এক মুজাহিদ। যদি আমি বলি, তুমি সম্রাট আরনাতের আদেশেই এ ভুল তথ্য সুলতান আইয়ুবীকে দিতে যাচ্ছো, যাতে তিনি ক্ষতির সম্মুখীন হন, তুমি তার কি উত্তর দেবে?'

'বাকার, তোমার এ ধরনের বাঁকা চিন্তায় কোন কল্যাণ নেই। বরং আমি বলবো, তুমি নির্বোধের মত কথা বলছো।' কুলসুম বললো, 'আমি জানতাম না, সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দারাও আহাম্মকের মত কথা বলে। তোমার বোকামীর জন্য সুলতান আইয়ুবী চরম বিপদে পড়বেন। এমনকি এ চক্রান্তের জালে পড়ে মারাও যেতে পারেন।

যদি সম্রাট আরনাতের সুলতান আইয়ুবীকে বিভ্রান্ত করার ইচ্ছা থাকতো, তবে তিনি অন্য পথ অবলম্বন করতেন। আর যদি তিনি আমাকেই এ কাজের জন্য বেছে নিতেন তবে তিনি

www.crusadeseries.com

নিজেই আমাকে গাড়ীতে করে মুসলিম এলাকায় পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করতেন।

শোন বাকার, মনযোগ দিয়ে আমার কথা শোন। আমি তোমার উপর প্রথম যে তীর চালিয়েছিলাম, সে চিন্তা আমার মাথায় হঠাৎ করেই এসেছিল। আমি তো শুধু ভ্রমণের জন্যই বের হয়েছিলাম। তুমিই আমাকে বলেছিলে, তীর ধনুক নিয়ে চলুন সেখানে শিকার করা যাবে। এখানে এসে তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, মুসলমান এলাকার বর্ডার কত দূর? সেই সাথে দামেশকের রাস্তা সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলাম। এই জিজ্ঞাসার কারণ ছিল আমরা সীমান্ত থেকে কত দূরে আছি জানা।

তুমি যখন আমাকে বললে মাত্র কয়েক মাইল দূরেই মুসলিম এলাকা তখনই আমার মনে পালাবার চিন্তাটা এলো। প্রথমে ভাবলাম, তোমাকে লোভ দেখিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাবো।

কিন্তু পরে মনে হলো, তুমি খৃস্টান এবং সম্রাটের চাকর। যদি লোভে না পড়ো তবে আমি মস্ত বিপদে পড়ে যাবো। তুমি সম্রাটের কাছে সব বলে দিলে আমার বিপদের অন্ত থাকবে না। আমার কেন যেন মনে হলো, তুমি আমাকে সাহায্য করবে না। বরং তুমি আরনাতের কাছে পুরস্কার লাভের জন্য এমন সব কথা বলবে, যা আমার জীবন বিপন্ন করে তুলতে পারে। তুমি যদি বলো, এই মেয়েটা মুসলিম গোয়েন্দা তখন আমার কিছু করার থাকবে না। তাই তোমাকে খুন করে পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা এলো মাথায়।

তুমি তখন আমার দিকে পিঠ দিয়ে গাছের সঙ্গে লেগে দাঁড়িয়ে

www.crusadeseries.com

ছিলে। আমি গাছের উপরে পাখি খুঁজছিলাম, তখন তোমার পিঠে আমার দৃষ্টি পড়লো।

আমি ভাবলাম, তুমি এত কাছে যে তোমার পিঠে তীর লাগানো কোন ব্যাপারই না। তোমার উপর দ্বিতীয় বার তীর চালানোর কোন্ প্রয়োজনই হবে না। তুমি মারা গেলে আমি তোমার দেখানো পথে পালিয়ে যাবো।

এর বাইরে আর কোন বিপদ হতে পারে আমি চিন্তাই করিনি। হয়তো এসব ব্যাপারে আমার জ্ঞান কম থাকা এবং আবেগ ও উত্তেজনা থাকায় আমি ঠিক মত তীর চালাতে পারিনি। তখন আমার হাত কাঁপছিল।

তারপর যখন তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো আর তুমি টের পেয়ে গেলে তখন আমার এ হুশটুকুও হলো না যে, তোমাকে বলি, তীর ভুলক্রমে ছুটে গেছে, আমি তোমাকে মারতে চাইনি।

আমি যদি তা বলতাম তাহলে সহজেই তুমি তা বিশ্বাস করতে। কারণ তুমি জানো, আমি তীর চালাতে জানিনা। আমি তোমাকে হত্যা করে মুসলমান এলাকায় পালিয়ে যেতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার সে চেষ্টা সফল হলো না। বরং সে চেষ্টা করে নিজেই তোমার কাছে ধরা খেয়ে গেলাম।'

'এর আগে তোমার কি আর কখনো পালাবার ইচ্ছা জেগেছিল?' বাকার জিজ্ঞেস করলো।

'প্রথম প্রথম সারাক্ষণই পালানোর চিন্তা আমার মাথায় ঘুরপাক খেতো। কিন্তু এক সময় বাস্তবতা মেনে নিতে বাধ্য হলাম। তারপর আর কখনো পালানোর চিন্তা আমাকে অস্থির করেনি।'

www.crusadeseries.com

'তার মানে তুমি ততোদিনে রাজকীয় জৌলুস দেখে ভুলে গেছো নিজের পরিচয়?'

কুলসুম উত্তর দিল, 'এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সম্রাট আরনাত সত্যি আমাকে রাজরাণী বানিয়ে রেখেছিল। সে বলতো, 'আর কোন দিন কোন মেয়ের প্রতি আমার এমন ভালবাসা জাগেনি, যেমনটি তোমার প্রতি জেগেছে।'

আমি তার সাথে মদ পান করেছি। নাচের আসরে বসে নাচ দেখেছি। কারণ এ ছাড়া আমার কোন গতি ছিল না।

আমি অস্বীকার করবো না, তার মাঝে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। এমন রাজকীয় জীবন তো আমি কখনও ভোগ করিনি, এমন জৌলুস কার না ভাল লাগে?

কিন্তু যখন একা থাকতাম তখনি শৈশব ও কৈশোরের হাজারো স্মৃতি মনে জাগতো। আমার মনে পড়ে যেতো, আমি এক মুসলমান। আমি কাবা শরীফ থেকে হজ্জ পালন করে এসেছি। কখনও কখনও আমি আল্লাহকে দোষারোপ করতাম। অভিমানে মুষড়ে পড়তো আমার মন।'

কুলসুম তার স্মৃতিচারণ করে বললো, 'একবার মুক্তির একটি সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। সুলতান আইয়ুবী ক্রাক শহর অবরোধ করেছিলেন এবং গোলা নিক্ষেপ করে শহরের বিশেষ ক্ষতি সাধন করেছিলেন। তখন আমি মনে মনে প্রস্তুতি নিয়ে বসেছিলাম, যখন আমাদের বাহিনী শহরে প্রবেশ করবে তখন আরনাতকে নিজ হাতে হত্যা করে আমি আমাদের কাফেলা লুট করার প্রতিশোধ নেবো।

www.crusadeseries.com

কিন্তু এক মাস অবরোধের পর সুলতান আইয়ুবী অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে ফিরে গেলেন। আরনাত উচ্চস্বরে হাসতে হাসতে আমার কাছে এসে বললো, 'আমি আবার সুলতান আইয়ুবীকে বোকা বানিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করলাম। আমি তাঁর সাথে এক চুক্তি করেছি, আগামীতে আর হাজীদের কাফেলায় লুটতরাজ করবো না। তাঁর সাথে যুদ্ধ না করারও অঙ্গীকার করেছি।'

তখন আমর মনে খুব দুঃখ হলো, সুলতান আইয়ুবীর ফিরে যাওয়া উচিত হয়নি। আমাকে মুক্ত না করে তাঁর অবরোধ উঠানো ঠিক হয়নি।'

'সুলতান আইয়ুবীর এর চেয়ে বড় লক্ষ্য রয়েছে।' বাকার বললো, 'তাঁর সামনে এখন সবচে বড় কাজ দুশমনের হাত থেকে আমাদের প্রথম কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাস মুক্ত করা। আমাদের সেই পবিত্র ভূমি উদ্ধার করতে হবে যেখানে নবী ও রাসুলের জন্ম হয়েছিল। যদি সুলতান আইয়ুবী প্রত্যেক মুসলমান মেয়েকে উদ্ধার করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তবে তিনি তাঁর আসল লক্ষ্য পথ থেকে দূরে সরে যাবেন।

দ্বীন ও স্বদেশ যদি বিপর্যস্ত হয় তখন জাতির সন্তানদের নানা রকম কোরবানী দিতে হয়। যুদ্ধের ময়দানে যারা শাহাদাতের পেয়ালা পান করছে তারা কোরবানী দিচ্ছে একভাবে আর তুমি দিচ্ছো অন্য ভাবে।'

'আমি মুসলমানের মেয়ে হওয়ায় আরনাতের এক বিশ্রি অভ্যাস সহ্য কতে পারছি না।' কুলসুম বললো, 'সে রাসুলুল্লাহ (সা.)

www.crusadeseries.com

এর শানে খুবই বেয়াদবী করে। সে একথাও বলে, সুলতান আইয়ুবী প্রথম কেবলা উদ্ধারের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে আর আমরা এখন চেষ্টা করছি কাবা শরীফ ধ্বংস করে সেখানে আমাদের গির্জা বানাতে।'

•

ক্রুসেডারদের এমন সংকল্পের কথা ইউরোপের ঐতিহাসিকরাও উল্লেখ করেছেন। ক্রুসেড বাহিনী সম্মিলিত শক্তি নিয়ে কাবা শরীফ ও রাসূলুল্লাহর রওজা মোবারক ধ্বংস করতে উদ্যোগী হয়েছিল। একবার তারা মদীনা মনোয়ারার মাত্র তিন মাইল ব্যবধানে চলে এসেছিল। কিন্তু আল্লাহ রাসূলের রওজা মোবারক হেফাজত করেছিলেন।

ক্রাকের যে অবরোধ সুলতান আইয়ুবী করেছিলেন এবং এক মাস পরে তা উঠিয়ে নিয়েছিলেন সেটাও এক ঐতিহাসিক ঘটনা। অবরোধ উঠিয়ে নেয়ার কারণ এ নয় যে, আরনাত যুদ্ধ না করার ও হাজীদের কাফেলা লুট না করার অঙ্গীকার করেছিল। সুলতান আইয়ুবী ভাল করেই জানতেন, খৃষ্টানরা অঙ্গীকার ভঙ্গে ওস্তাদ। অবরোধ উঠানোর আসল কারণ ছিল বায়তুল মোকাদ্দাস উদ্ধারের প্রস্তুতিতে ভীষণ ব্যস্ততা।

আরনাত সে চুক্তি করার দুই বছর পর হাজীদের আর একটি কাফেলা লুট করেছিল। তার চুক্তির মেয়াদ ১১৮৮ সাল পর্যন্ত ছিল।

সুলতান আইয়ুবী ১১৮৭ সালে হাতিন এলাকার দিকে অভিযান চালান। তিনি এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই দামেশক থেকে বের হন,

www.crusadeseries.com

তিনি নিজ হাতে আরনাতকে হত্যা করবেন।

অপরদিকে খৃস্টানরা তাঁকে সমূলে বিনাশ করার জন্য আক্রার পাদ্রীর আহবানে নাসিবায় একত্রিত হয়ে ক্রুশ ছুঁয়ে নতুন করে শপথ গ্রহণ করলো। সুলতানকে যুদ্ধের স্বাদ মিটিয়ে দেয়ার জন্য মিলিত হলো সকল খৃস্টান সম্রাটরা। তারা গড়ে তুললো সম্মিলিত খৃস্টান বাহিনী। এতে শামিল হলো সম্রাট গে অব লুজিয়ান, সম্রাট রিমান্ড, গ্রান্ড মাস্টার গ্রাড, মাউন্ট ফ্রেড, হ্যামফ্রে, ইমারাঙ্ক ও ক্রাকের সম্রাট আরনাত। একটি রক্তাক্ত ও চূড়ান্ত সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত উভয়েই। সুলতান আইয়ুবী সব জেনেও হাত্তিনের দিকে তার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে চললেন।

www.crusadeseries.com

ক্রুসেড-২৭
ছোট বেগম
আসাদ বিন হাফিজ